উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

১৯ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 6 November 2026 Friday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 167

indriya.com

ADITYA BIRLA
JEWELLERY

আগামী ধনতেরাসে,
বাড়িতে আনুন স্বর্ণখচিত
অপার সমৃদ্ধি ✦

✦ স্টোর খুলবে সকাল 9.00টায় ✦

INDRIYA
ADITYA BIRLA | JEWELLERY

স্পেশাল ধনতেরাস অফার্স

ভারতের বেস্ট ওল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম

0% বাদ যাবে পুরনো সোনা বিনিময় করলে (যে-কোনও ক্যারট, ওজন অথবা স্বর্ণকার) কেনা ও বিক্রীর একই দরে*

30% পর্যন্ত ছাড় গোল্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জের ওপর (সোনার ওপর ₹1001/গ্রাম পর্যন্ত সাশ্রয় করুন)*

50% পর্যন্ত ছাড় ডায়মন্ড ভ্যালুর ওপর* (ইন্দ্রিয়াতে পান সেরা গুণমানের হিরে)

ডাবল গোল্ড রেট প্রোটেকশন
25% অ্যাডভান্স দিন এবং পান বেস্ট গোল্ড রেট*
দাম বাড়লে, বুকিং রেট দিন। দাম কমলে, কম রেট দিন।

HDFC BANK FESTIVE TREATS

| Transaction Amount* | ₹50,000 to ₹3,00,000 | >₹3,00,000 |
|---|---|---|
| Discount* | 2% of swiped amount | ₹6,000 OFF |

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য।

Ogilvy 3951 BEN

✦ স্টোর দিশা আই হাসপাতালের বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি

indriya.com

ADITYA BIRLA
JEWELLERY

INDRIYA

ADITYA BIRLA | JEWELLERY

আগামী ধনতেরাসে, ইন্দ্রিয়া স্টোরে আসুন, সাক্ষী থাকুন
ইন্দ্রিয়া'র নতুন ফেস্টিভ কালেকশনের অপরূপ চমৎকারিতার।
উদ্‌যাপিত হবে সেই শুভক্ষণ যা জীবন্ত হয়ে উঠেছে
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকাজের মাধ্যমে।

আসুন, বাড়িতে আনুন অগাধ সমৃদ্ধি সোনা, হিরে এবং পোলকির
হাজার হাজার অনবদ্য ডিজাইনের সঙ্গে,
যে-গুলি তৈরি হয়েছে আপনার অন্তরের কথা শোনার জন্যে
*মন এখনও ভরেনি যে*

# স্পেশাল ধনতেরাস অফার্স

ভারতের বেস্ট ওল্ড গোল্ড এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম

**0%** বাদ যাবে পুরনো সোনা বিনিময় করলে (যে-কোনও ক্যারট, ওজন অথবা স্বর্ণকার) কেনা ও বিক্রীর একই দরে*

**30%** পর্যন্ত ছাড় গোল্ড জুয়েলারির মেকিং চার্জের ওপর (সোনার ওপর ₹1001/গ্রাম পর্যন্ত সাশ্রয় করুন)*

**50%** পর্যন্ত ছাড় ডায়মন্ড ভ্যালুর ওপর* (ইন্দ্রিয়াতে পান সেরা গুণমানের হিরে)

ডাবল গোল্ড রেট প্রোটেকশন
25% অ্যাডভান্স দিন এবং পান বেস্ট গোল্ড রেট*
দাম বাড়লে, বুকিং রেট দিন। দাম কমলে, কম রেট দিন।

HDFC BANK FESTIVE TREATS

| Transaction Amount* | ₹50,000 to ₹3,00,000 | >₹3,00,000 |
|---|---|---|
| Discount* | 2% of swiped amount | ₹6,000 OFF |

*নিয়ম ও শর্তাবলি প্রযোজ্য।

Ogilvy 3951 BEN

স্টোর দিশা আই হাসপাতালের বিপরীতে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

এই সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। তবে কিছু সিদ্ধান্ত মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় দিয়ে নিতে হয়। ২০০৩ সালে অগাস্ট মাসে শুরু হওয়া যাত্রাটি এখানেই শেষ হল।

-ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|
| ৩২° / ১৮° | ৩৩° / ১৮° | ৩২° / ১৭° | ৩২° / ১৬° |
| সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন |



এক ছাতার তলায় হোমস্টে ৪



ভোটে ভরাডুবির পর ট্রাম্প-ভান্স সংঘাত প্রকাশ্যে ১৪

১৯ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 6 November 2026 Friday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 167



## মহাতারকার মহাপ্রস্থান

**লিসবন, ৫ নভেম্বর :** কোচের সঙ্গে সংঘাত কিংবা জাতীয় দলের সতীর্থদের সঙ্গে মতানৈক্য, এই সবকিছুকে ছাপিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির অবসরই যেন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে অবসর নিতে বাধ্য করল। বাবার বিদায়ের দিনেই পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৭ দলে প্রথমবার ডাক পেল সিআর সেভেনের বড় ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জুনিয়ার।

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অবসর নিলে চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়রা নিজেদের খেলার তাগিদ হারিয়ে ফেলেন। রোনাল্ডোর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গত দুই দশক লিওনেল মেসি নামক ফুটবল জাদুকর নামটাই পর্তুগিজ মহাতারকার শরীরে বাড়তি তাগিদ জোগাত। বারবার চাইতেন আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে ছাপিয়ে যাওয়ার। মেসির অবসরের পর সেই তাগিদটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন রোনাল্ডো। তাই আর দেরি না করে জাতীয় দলকে বিদায় সিআর সেভেনের।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বিকেল ৪টা। সমাজমাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নিজের বিদায় বার্তা ঘোষণা রোনাল্ডোর। আবেগ চেপে চিরাচরিত ঢংয়ে বলে গেলেন, 'পর্তুগালের জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, দলের ৭ নম্বর জার্সিটি ফেরত দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। কখনোই ভাবিনি এটা শুধু আমার। তবে ২৩ বছর ধরে এই জার্সি পরার সৌভাগ্য ও দায়িত্ব দুইটিই পেয়েছি। আজ সেটা ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। তবে কিছু সিদ্ধান্ত মস্তিষ্ক নয়, হৃদয় দিয়ে নিতে হয়। ২০০৩ সালে অগাস্ট মাসে শুরু হওয়া যাত্রাটি এখানেই শেষ হল।'

জল্পনা চলছিল অনেকদিন ধরেই। জাতীয় দলের সঙ্গে দূরত্বও ক্রমশ বাড়ছিল। ২০২২ বিশ্বকাপ থেকেই সতীর্থদের সঙ্গে বিশেষ করে ব্রুনো ফার্নান্ডেজের সঙ্গে মতানৈক্য শুরু হয়েছিল। সেইসঙ্গে খেলায় বয়সের ছাপও

### বাবার বিদায়ের দিনে জাতীয় দলে ছেলে

দেখা যাচ্ছিল। গত বিশ্বকাপে কলম্বিয়া ম্যাচটা তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। ৭ নম্বর জার্সি পরা পর্তুগিজ মহাতারকা যেন অতীতের ছায়া। নিজেও বুঝতে পারছিলেন, সময় ফুরিয়ে আসছে। তার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

পর্তুগালের জার্সিতে প্রতি ম্যাচে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। সবকিছুকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেই মহামানবের বিদায়বেলায় একরাশ শূন্যতা প্রাপ্তি। কোচের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে জাতীয় দলের শিবির ছেড়েছিলেন।

*এরপর আটের পাতায়*

## সঞ্জিতের চারদিনের পুলিশ হেপাজত

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে হুমকি দেওয়া ও পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলাবাজির অভিযোগে তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত ধরকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠাল আদালত। এদিন সঞ্জিতের পক্ষে অন্তত ১৩ জন আইনজীবী সওয়াল করেন। শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও মামলার একাধিক বিষয়ে অসংগতির অভিযোগ তুলে আইনজীবীরা সওয়াল করলেও সঞ্জিতের জামিন মেলেনি।

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো ও তোলাবাজির অভিযোগ মানতে চাননি সঞ্জিতের পক্ষের আইনজীবীরা ও পরিবারের লোকজন। তাঁদের প্রশ্ন, সঞ্জিতের লাইসেন্সপ্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র বিধানসভা ভোটের আগে থেকেই আলিপুরদুয়ার থানায় জমা রয়েছে। তাহলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ভয় দেখানো কীভাবে সম্ভব? সঞ্জিতের আইনজীবী সুহৃদ মজুমদার বলেন, 'থানায় যে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে তাতে কিছু অসংগতি ধরা পড়েছে। সে বিষয়ে আমরা সওয়াল করেছি। অভিযোগকারী বেশ কিছুদিন ধরে বাইরে রয়েছেন। তাহলে কে, কখন, কীভাবে অভিযোগ জানালেন, তা আমাদের ভাবাচ্ছে। বিষয়টি পরিকল্পিত বলে মনে হচ্ছে।'

তবে পুলিশ ও অভিযোগকারী শিক্ষকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভার ও পঞ্চায়েত

*এরপর আটের পাতায়*

## জঞ্জালে মুখ ঢাকছে শহর

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** উৎসবের মরশুমে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার কথা পুরসভার। অথচ কালীপুজোর মুখে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চোখে পড়ছে উলটো ছবি। রাস্তার ধারে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। কোথাও প্লাস্টিক, কোথাও পচনশীল বর্জ্য, আবার কোথাও থার্মোকলের বাক্স। নিউটাউন থেকে বড়বাজার, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বর থেকে মায়া টকিজ রোডের ঝিল সংলগ্ন এলাকা, লোহার পুল সহ নেতাজি রোড সংলগ্ন শহরের একাধিক জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কোনও কোনও জায়গায় প্রায় ১০-১৫ দিন ধরে আবর্জনা পড়ে থাকলেও তা সরানোর উদ্যোগ নেই। তার ওপর বড়বাজারে আবর্জনা সরানোর বদলে কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখার ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে পুরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

বড়বাজারের ছবিটা যেন শহর সাফাইয়ের বাস্তব পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছে। রাস্তার একেবারে পাশেই কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে একটি অংশ। কিন্তু কাপড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা থার্মোকলের বাক্স। ভেতরে জমে রয়েছে আবর্জনা। এমনিতেই এলাকাটি অপরিচ্ছন্ন, তার ওপরে বর্জ্য থেকে ছড়াচ্ছে তীব্র দুর্গন্ধ। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী পথচারীরা নাক চাপা দিয়ে দ্রুত জায়গাটি পার হওয়ার চেষ্টা করছেন। বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক পুলক মিত্র বলেন, 'এই জায়গায় বহুদিন ধরেই আবর্জনা জমে রয়েছে। পুজোর আগে পুরসভার তরফে এখান থেকে কিছু আবর্জনা সরানো হয়েছিল। তারপরেও অনেকটা রয়ে গিয়েছিল। দেখতে খুব খারাপ লাগছিল। তাই স্থানীয় ক্লাবের উদ্যোগে পুজোর



- বড়বাজার এলাকায় আবর্জনা সাফাইয়ের বদলে তা কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে
- হাসপাতালে আবর্জনার দুর্গন্ধে রোগী ও তাঁদের পরিজনরা অতিষ্ঠ
- মায়া টকিজ রোডে ঝিলের ধারে আবর্জনার স্তূপ

সময় ডেকোরেটারকে দিয়ে এখানে কাপড় লাগিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।'

প্রশ্ন উঠছে, উৎসবের সময়ে শহরের সৌন্দর্য বজায় রাখতে যদি কাপড় দিয়ে আবর্জনা আড়াল করার ব্যবস্থা করা হয়, তবে নিয়মিত বর্জ্য অপসারণের দায়িত্ব পালন হচ্ছে কোথায়? পুরসভার প্রশাসক তথা মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও উত্তর পাওয়া যায়নি। *এরপর আটের পাতায়*



# প্লাস্টিকে ছয়লাপ বক্সা পাহাড়

অভিজিৎ ঘোষ

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** বক্সা পাহাড়কে প্লাস্টিকমুক্ত করার ডাক নতুন নয়। 'প্লাস্টিক ফ্রি বক্সা', 'হিল বক্সা হিলস' স্লোগান তুলে বিভিন্ন সময়ে আধিকারিক থেকে মন্ত্রীরা পাহাড়ে গিয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়েছেন। হয়েছে নানা অনুষ্ঠানও। সর্বশেষ ২ অক্টোবর বক্সায় এসে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব প্লাস্টিকমুক্ত বক্সা গড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বনকর্মী ও ট্যুরিস্ট গাইডদের নিয়ে অনুষ্ঠানে শপথও পাঠ করান তিনি। কিন্তু প্রচার আর শপথের পরেও পাহাড়ের ছবিটা বদলায়নি। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে প্লাস্টিকের জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট। বৃহস্পতিবার সাফাই অভিযানে সেই ছবিই ফের সামনে এল। বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক দেখে হতবাক স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিনের অভিযানে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি শামিল হন বনকর্মী, পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত গাইড ও গাড়িচালকরা। বক্সা পাহাড় থেকে সান্তালাবাড়ি পর্যন্ত চলে সাফাই। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হয়। সান্তালাবাড়িতে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল সেই বর্জ্য। সেখান থেকে এক ট্র্যাক্টর ভর্তি প্লাস্টিক পাঠানো হয় মাঝেরডাবরিতে আলিপুরদুয়ার পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে। আরও এক ট্র্যাক্টর প্লাস্টিক সেখানে



*সাফাই অভিযানের পর প্লাস্টিকের স্তূপ সান্তলাবাড়িতে। বৃহস্পতিবার।*

জমা রয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যে সেটিও পাঠানো হবে। এত প্রচারের পরেও যদি পাহাড়ে এমন পরিমাণ প্লাস্টিক জমে, তবে বক্সাকে সত্যিই প্লাস্টিকমুক্ত করা যাবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড জেমস ভুটিয়া বলেন, 'বক্সা পাহাড়কে প্লাস্টিক থেকে দূরে রাখতে গাইডরা অনেকেই সঙ্গে একটি পলিথিন রাখেন। সেখানে পর্যটকদের ব্যবহার করা প্লাস্টিক নিয়ে আসা হয়। পর্যটকদের পাহাড়ের কোনও জায়গায় প্লাস্টিক ফেলতে বারণ করা হয়।'

তবে পর্যটকদের একাংশ যে নির্দেশ মানছেন না, সাফাই অভিযানে ফের তার প্রমাণ মিলেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে নজরদারি নিয়ে। বন দপ্তর নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে না, এমনকি নিয়ম ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থাও নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। বক্সা পাহাড়ে যেতে হলে পর্যটকদের সান্তালাবাড়ি চেকপোস্ট দিয়েই যেতে হয়। সেখানে কেন যথাযথ তল্লাশি হয় না, সেই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। পাহাড়ের অনেক দোকানে প্লাস্টিকের প্যাকেটে খাবার বিক্রি হয়। সেই বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা পর্যটকদের সচেতন করার ব্যবস্থা কেন আরও জোরদার করা হচ্ছে না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। পর্যটকদের প্রবেশের সময়ই প্লাস্টিক বহনের বিষয়ে কড়াকড়ি করা গেলে পাহাড়ে বর্জ্য কমানো সম্ভব কি না, তা নিয়েও আলোচনা চলছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে বহুবার সচেতন করা হয়েছে সাধারণ মানুষদের। পর্যটকদেরও সচেতন করা হয়। তবে কিছু পর্যটক নিয়ম মানছেন না। এই বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।'


**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
Irrigation & Waterways Directorate/ Govt. of W.B.
e-TENDER NOTICE
e-N.I.T No- WBIW/EE/NDID/e-NIT-11 of 2026-27
Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division, Raiganj Uttar Dinajpur invites e-Tender (online) for One (01) No. of Work vide e-N.I.T No - WBIW/EE/NDID/e-NIT-11 of 2026-27, circulated vide Memo no.- 875 dated. 03.11.2026. Document Download start date & Bid submission start date is 06/11/2026 at 11:00 hours. Bid submission end date is 20/11/2026 at 17:00 hours. (For details please visit website www.tenders.wb.gov.in & www.iwd.wb.gov.in and at North Dinajpur Irrigation Division Office during office hours). Sd/- Executive Engineer, North Dinajpur Irrigation Division. ICA-T19666(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
CORRIGENDUM NOTICE
Name of Work : Civil & Electrical works for Construction of Model AYUSH OPD Building in the district of Dakshin Dinajpur, West Bengal during the year of 2025-26 at SAD Kumarganj at Kumarganj RH (3rd Call). Tender Ref. No.: WBMSCL/ NIT-831/2026 dated 12/10/2026 (Tender ID : 2026_WBMSC_5080766_1). The Last Date for Submission of the above-mentioned Tender (Online) has been extended up to 12/11/2026 at 03:00 P.M. All other terms and conditions of the Tender shall remain unchanged. The Tender Document may be downloaded from W.B. Government new e-Tender Portal: "https://tenders.wb.gov.in" For any clarification, please contact 033-40340435 or email at info@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL. ICA-T19687(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
e-Tender Notice
Tenders are invited from reputed farms for Procurement of Synthetic Pyrethroid /Alphacypermethrin 5% WP for CMOH, Uttar Dinajpur. NIeT No. – 06 of 2026-2027 (2nd Call). The last date & time of online bid submission as per NIT documents is 25.11.2026 up to 05:00 P.M. For details please visit www.wbhealth.gov.in & www.tenders.wb.gov.in Sd/- Secretary DH&FWS & CMOH, Uttar Dinajpur. ICA-T19688(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. invites online e-tender e-NIT No.-WBPWD/SS/EE/COB/NIT- 05e/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5083384_1. Bid Submission start date (online) 09.11.2026 from 10.00 A.M. Bid Submission closing date (online) 26.11.2026 upto 02.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Cooch Behar Division Social Sector, P.W. Dte. ICA-T19716(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-NIT No.-WBIW/EE/MID/eNIT-03/2026-27
Tender Id : - 2026_IWD_5082878_1 to 3
The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-NIT for 3 (Three) nos. works under the head of AE Maintenance. Last Date of Bid Submission 20/11/2026 & Time upto 11:00 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/& www.tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda. ICA-T19666(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-N.I.T No- WBIW/EE/MBD/ NIT No-02(e)/2026-27
On behalf of the Governor of West Bengal, e-tender is invited by the undersigned for 34 (Thirty four) nos. of work under Mahananda Barrage Division, I & W Dte. Online Bid Submission opening date-06/11/26 at 17.00 Hrs. closing date 25/11/26 at 13:00 Hrs. Other details may be seen in the website www.wbiwd.gov.in & http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Mahananda Barrage Division, Tinbatti More, Siliguri. ICA-T19667(2)/2026

**Abridged E-Tender Notice**
Tender for eNIT No.- 10 (2026-27) Memo No- 481/ PS, dated- 03.11.2026 & eNIT No.- 11 (2026-27) Memo No- 482/PS, dated- 03.11.2026 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 20.11.2026 upto 11:00 A.M. The details of NIeT may be viewed and downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.
**Sd/-**
**EO Balurghat**

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
PWD TENDER NOTICE
S.E, NBCC-II, P.W. Dte, Jalpaiguri, invites online e-tender for the work of- Strengthening of Damdim Bazar to Guabari Road via Baintgoorie TG Factory (0.00 Kmp to 8.50 Kmp) under Jalpaiguri Division PWD in the District of Jalpaiguri. Estimated Amount : Rs. 12,50,61,545.00. Tender ID : 2026_WBPWD_5083591_1. Tender Ref No: WBPWD/SE/NBCC-II/NIeT-06/2026-27. Bid submission start date (online) : 17/11/2026 from 12:00 Noon. Bid submission closing date (online) : 08/12/2026 up to 01:00 P.M. Technical Bid opening date (online) : 10/12/2026 at 01:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- SE, PWD, NBCC-II, Jalpaiguri. ICA-T19703(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Cooch Behar Division, Social Sector, P.W.Dte. invites online e-tender e-NIT No.-WBPWD/SS/EE/COB/NIT- 06e/26-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5083397_1. Bid Submission start date (online) 09.11.2026 from 10.00A.M. Bid Submission closing date (online) 18.11.2026 upto 02.00P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/-Executive Engineer, Cooch Behar Division Social Sector, P.W. Dte. ICA-T19717(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
ABRIDGE e-TENDER NOTICE
e-NIT No. WBIW/EE/MID/eNIT-04/2026-27
Tender Id:- 2026_IWD_5083208_1
The Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda invites above mentioned e-NIT for 1(One) nos. works under the head of Survey & Investigation. Last Date of Bid Submission 13/11/2026 & Time up to 11.00 Hrs. Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & www.tenders.wb.gov.in Sd/- [S. Guria] Executive Engineer, Malda Irrigation Division, Green Park, Malda ICA-T19669(3)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Buniadpur Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. invites online e-tender (NIeQ No. 01 of 2026-27 of AE, BNHSD, P.W. (Roads) Directt. for the work of **Sl. 1:** Hiring 1 (One) no purely temporary basis Motor Cab (popularly known as Luxury taxi) having commercial permit in good condition on per day hire basis as and when necessary, with driver for official duty of the office of the Assistant Engineer, Buniadpur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate, Buniadpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5083514_1. Bid submission start date (online) 05/11/2026 from 10:00 A.M. Bid submission end date (online) 17/11/2026 up to 2:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Buniadpur Highway Sub Division, P.W. (Roads) Directt. ICA-T19710(1)/2026

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
PWD TENDER NOTICE
S.E./N.B.C.C.-I, P.W. Dte. invites online e-tender for the works of:- "Bamanhat - Chowdhuryhat Road (MDR), from 0.00 km. to 3.50 km (Except mastic portion from 2.727 km to 3.00 km)- Strengthening work under Coochbehar Division P.W.D in the district of Coochbehar." Project ID:- PD2627549025000 Estt. Amount : Rs. 6,82,99,074.00 e-NIT No.- WB/SE/NBCC-I/PWDte/eNIT- 14 /2026-2027 (1st Call) Tender ID - 2026_WBPWD_5083327_1. Bid Submission start date (online) 13.11.2026 from 04:00 P.M. Bid Submission closing date (online) 30.11.2026 upto 04:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E, NBCC-I, P.W. Dte. Cooch Behar. ICA-T19705(3)/2026

**কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ**
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৭৩_ ২০২৬/কে/১৬৭৯ তারিখ ০২-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ৭৩-২০২৬। কাজের নাম: "জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বামনগ্রাম হল্ট, কালিয়াগঞ্জ, কুরেখা, লাভা, রাধিকাপুর, রায়গঞ্জ, সালমারি, সোনাইলি, মণিহারি, মনতাহি এবং তেজনারায়ণপুরে স্টেশনের প্রবেশ পথ, নর্দমার উন্নয়ন" এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশি: ১,১৩,২১,৮৫৭/- টাকা। বায়না রাশি: ২,২৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএন্ডসিএইচজি, কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসাদচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: EL/29/72_2026/K/1678, তারিখ: 02-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: 72_2026; কাজের নাম: (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "কাটিহার তেজনারায়ণপুর-এ: সিনি. ডিইএন/IV/ কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টেশনগুলিতে আরজিএম সাইডিং-২ এর ব্যবস্থা"। (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "কুমেদপুর - মালদা টাউন ও একলাখী - বালুরঘাট: স্টেশনগুলিতে ক্রমশঃ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-২ এবং ৩ এর ব্যবস্থা"। টেন্ডার মূল্য: ১,০০,৬১,৪২২.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,০১,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসাদচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নং: ইএল/২৯/৭৪_২০২৬/কে/১৬৮০; তারিখ: ০২-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং: ৭৪_২০২৬। কাজের নাম: (এ) সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার -এর এক্তিয়ারভুক্ত "কাটিহার, আরারিয়া, আরারিয়া কোর্ট, বাথনাহা, ডালান, জালালগড়, কসবা, কুশিয়ারগাঁও, রাউতারা এবং সিমরাহায় স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড ট্রেনের উন্নয়ন" সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে যুক্ত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল ওয়ার্ক। (বি) এসএসই/ওয়ার্কস/ বারসই জং.-এর এক্তিয়ারভুক্ত "আজমনগর রোড, বারসই জংশন, ডালখোলা, হাটোয়ার, কাকি, সুধানী, সূর্যকমল এবং তেলতায় মসৃণ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার জন্য স্টেশনে যাত্রী চলাচলের সাথে সম্পর্কিত পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ" সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে যুক্ত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,৮৯,৯৭,৪১৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,৮০,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৩-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ পূর্ণাঙ্গ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসাদ চিত্তে মানুষের সেবায়

**ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ**
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: EL/29/75_2026/K/1681, তারিখ: 02-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: 75_2026; কাজের নাম: (ক) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "ডিইএন/I/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে অবরেইল (এএইচএল), ভবানীপুর বিহার (বিডব্লিউবিবি), কমলপুর হল্ট (কেএমপিএইচ), খুরিয়াল (কেডব্লিউই), মুকুরিয়া জংশন (এমএফএ), সঞ্জয়গ্রাম (এসজেজিএম), অভিনা (এজিএফ), বালুরঘাট (বিএনজিটি), বুনিয়াদপুর (বিএনডিপি), একলাখি জং. (ইকেআই), গংগারামপুর (জিআরএমপি), কুমেদপুর জংশন (কেডিপিআর), গুন্ড মালদা জংশন (ওএমএলএফএ), রামপুর বাজার (আরএমপিবি), সামসি (এসএম), ভকসাঁও হল্ট (বিএইচএন), সৌলতপুর হল্ট (ডিএলপিএইচ), দেওতলা (ডিওটিএল), কুমারগঞ্জ (কেএমআরজে), মহানন্দা ব্রিজ (এমবিসি), মল্লিকপুর হল্ট (এমকেআরএইচ), মালদা কোর্ট (এমএলএফসি), মালাহার (এমএফজেড), মালঞ্চা (এমএলএনএই চ), মিলনগড় (এমকেউডি), সিহাবাদ (এসকেডিবি) ও শ্রীপুর হল্ট (এসআরপিইউ) স্টেশনে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে স্টেশনে যাত্রী চলাচলের সাথে সম্পর্কিত পরিকাঠামোর মজবুতিকরণ" (খ) ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "ডিইএন/I/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে হরিশ্চন্দ্রপুর (এইচসিআর) ও ভালুকা রোড (বিকেআরডি) স্টেশনে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে স্টেশনে যাত্রী চলাচলের সাথে সম্পর্কিত পরিকাঠামোর মজবুতিকরণ" টেন্ডার মূল্য: ১,৭৩,৪৯,৪৬৫.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৪৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৭-১২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসাদচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নং : ইএল/২৯/৭১_২০২৬/কে/১৬৭৭; তারিখ: ০২-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৭১_২০২৬। কাজের নাম : "কাটিহার ডিভিশন-সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার-এর এক্তিয়ারধীন ট্রাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা- ১০টি" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,৪০,৯১,৫১৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৮১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ২৪-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসাদ চিত্তে মানুষের সেবায়

**আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এসএন্ডটি সহযোগী কাজ**
ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএন্ডটি/এপিডিজে /২০ তারিখ: ০৩-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-২০-২০২৬-২৭। কাজের নাম: জ্যেষ্ঠ এডিইএন/নিউ কোচবিহারের অধীনে বেটোয়ারা-আন্টরাম্বের মধ্যের ৫০/৯-৫১/৬ কিলোমিটারের মধ্যে স্থিত স্থায়ী গতি পরিবর্তনের উপরে পাইল ফাউন্ডেশনে ১ × ১২.২ মিটার পিএসসি স্প্রেন সহিত সেতু নং. ৫৮ এর পুনর্নির্মাণ (এসএন্ডটি সহযোগী কাজ)। টেন্ডার রাশি: ৩৫,৮৫,৬৭২.৫০/- টাকা। বায়না রাশি: ৭১,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৭-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ২৭-১১-২০২৬ তারিখে ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি)/আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসাদচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৪৪০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪৫১৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৭১৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৮৯২০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৮৯৩০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর


**অ্যাফিডেভিট**
আমি Akima Khatun W/o- Tajimul Islam Vill & PO-Marakhata, Dist-Alipurduar, Pin-736202 আমার সঠিক নাম আধার ID 2890 3950 3950 অনুযায়ী Akima Khatun এবং আমার Husband এর সঠিক নাম আধার ID 8555 8449 6681 অনুযায়ী Tajimul Islam আমার পুত্র, Arip Islam এর Birth Certificate Registration No. 116, Date- 03/02/2012- তে ভুলবশত আমার নাম Akhima Bibi এবং আমার Husband এর নাম Tajimal Islam আছে। গত 29.10.2026 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Akima Khatun এবং Akhima Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং Tajimul Islam এবং Tajimal Islam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

আমি Ananda Ghosh, S/o- Pradip Ghosh আমার বাবার ভোটার কার্ডে (No- DMM 2883874) আমার বাবার নাম Pradip Jadab থাকায় গত 23/02/26-এ E.M. কোর্ট চাঁচল মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Pradip Ghosh ও Pradip Jadab এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/124393)

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-59/2026-2027. (Tender ID: 2026_WBPWD_5083281_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) SITC of AC Machines at DTC Medicines Storage Room, J.D. Hospital, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 07.11.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 18.11.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 20.11.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- Simson Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division ICA-T19719(1)/2026

**ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ**
টেন্ডার নোটিশ নং : ইএল/২৯/৭১_২০২৬/কে/১৬৭৭; তারিখ: ০২-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ৭১_২০২৬। কাজের নাম : "কাটিহার ডিভিশন-সিনিয়র ডিইএন/II/কাটিহার-এর এক্তিয়ারধীন ট্রাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধার ব্যবস্থা- ১০টি" -এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ১,৪০,৯১,৫১৭/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৮১,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ২৪-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসাদ চিত্তে মানুষের সেবায়

**বিক্রয়**
আদর্শ পল্লি পাঘালুপাড়ায় 4 কাঠা জমির উপর 2 বছরের পুরোনো অতি সুন্দর একতলা বাড়ি 49 লক্ষ টাকায় বিক্রয়। (M):- 86532-14418.

**অ্যাফিডেভিট**
আমি, Kushal Kumar Agarwal আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম এবং বাবার নাম ভুলবশত উল্লেখ থাকায় গত 2.11.26 তারিখে জলপাইগুড়ি কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (আমি) Kushal Kr. Agarwal এবং Kushal Kumar Agarwal ও (বাবা) Ashok Kr. Agarwala এবং Ashok Kumar Agarwal একই ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/124386)

আমি Tapan Kumar Saha Ray, S/o- Manindra Chandra Saha Ray, গ্রাম ও পোস্ট-দক্ষিণ চকোয়াখেতি, থানা ও জেলা-আলিপুরদুয়ার, পিন-736204, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No. WB69 20070001209) বাবার নাম (N. Ch. Saha Ray) ভুল থাকায় গত 04-11-2026 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্ট অ্যাফিডেভিট করে N. Ch. Saha Ray থেকে Manindra Chandra Saha Ray নামে পরিচিত হল যা উভয় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124889)

আমি Sumita Ram Saha, W/o Rajib Kumar Saha আধার কার্ডে আমার নাম Sumita Ram Saha আছে, ভোটার কার্ডে আমার নাম Sumita Ram (Saha) আছে আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার SL No.- B10156, Reg No- 9215, Dt.-19/08/2010. আমার নাম Sumita Saha থাকায় গত 03/11/2026-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় Affidavit বলে Sumita Ram Saha, Sumita Ram (Saha) এবং Sumita Saha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/124394)

CINEMA সিনেমা
Now showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
RAMAYANA (Hindi)
Cast: Ranvir Kapoor, Yash, Sunny Deol.
Show Time : 12:00; 3:30 & 7:00 P.M.
AC Theatre with Dolby Sound





**পূর্ব রেলওয়ে**
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮২; কাজের নাম :** 'অমৃত ভারত স্কিমের অধীনে সাবৌর, কহলগাঁও, বাঁকা এবং গোড্ডা স্টেশনের (এইএন/ভাগলপুর) সফ্টওয়্যার আধুনিকীকরণের পিএইচ-I-এর অবশিষ্ট অংশের কাজ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য :** ২,৩৮,৩৭,৯৩৪.৩২ টাকা; **বায়না অর্থ :** ৪,৭৬,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড:** ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিশ বোর্ড; **সিনি. ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালদা টাউন।** টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (MLD-236/2026-27)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er

সেনসেক্স : ৭৯,৩১০.০১ (+২,০০৪.৬১)
নিফটি : ২৪,৫৩৬.৬০ (+৫৭৬.০০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ





বিরাটকে গান-শুভেচ্ছায় স্বাগত

১৬



১৯ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 6 November 2026 Friday 20 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 167


# ল্যান্ড ব্যাংক ও চাকরিতে জোর

স্বরূপ বিশ্বাস

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** 'না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা'- ২০১৪-তে প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদি এই স্লোগান দিয়েছিলেন। রাজ্যের শিল্পায়নে নয়া দিশা দেখাতে সেটাই হয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতিয়ার। শ্রমনির্ভর শিল্প তৈরি ও সেজন্য সরকারের নিজস্ব ল্যান্ড ব্যাংক তৈরি রাজ্যের নতুন শিল্পনীতির দুই মূল স্তম্ভ। কলকাতার নিকো পার্কে বৃহস্পতিবার রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নয়া শিল্পনীতিতে সাধারণভাবে কর্মসংস্থান তো বটেই, বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে মহিলা ও রূপান্তরকামীদের নিয়োগে। যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সংস্থা বেশি মহিলা বা রূপান্তরকামী নিয়োগ করবে, তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত (বছরে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা) রাজ্য সরকারের সহায়তার উল্লেখ এই শিল্পনীতির বড় বৈশিষ্ট্য।

বড় শিল্পের ক্ষেত্রে এই সহায়তা মিলবে ৫০ শতাংশ (১০ কোটি টাকা পর্যন্ত)। ১০০ জনের বেশি মহিলা কাজ করেন- এমন শিল্পতালুকে মহিলাদের জন্য আবাসন তৈরিতেও অনুদান দেবে সরকার। শিল্পকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি, দূষণমুক্ত হাইড্রোজেন, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম থেকে শুরু করে সেমিকনডাক্টর ও স্বাস্থ্য সরঞ্জাম ইত্যাদি আধুনিক সব শিল্পকে বাড়তি সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে পরিবেশ দূষণকারী শিল্প, যেমন স্পঞ্জ আয়রন, প্লাস্টিক বা তামাকজাত পণ্য উৎপাদনে সরকারি ছাড় বা সহায়তার কোনও সুযোগ নেই নীতিতে। নিকো পার্কের ওই অনুষ্ঠানে শুভেন্দু বলেন, 'আমাদের মূল স্লোগান- ইনভেস্ট ইন বেঙ্গল, গ্রো উইথ বেঙ্গল।' তৃণমূল শাসনে শিল্পের স্লোগান ছিল- বিজনেস মিনস বেঙ্গল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলের অনেক প্রকল্পের মতো শিল্পের স্লোগানটাও বদলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর দাবি, তৃণমূল জমানায় মাফিয়াদের হাত ধরে রাজ্যের অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। সেই টাকা রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে তিনি বন্ধপরিকর বলে জানান। শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে তোলাবাজি, সিন্ডিকেটরাজ ইত্যাদির ওপর কোপ তো বটেই, অযৌক্তিক শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না বলে স্পষ্ট মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

৬ মাসের প্রস্তুতি শেষে রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকার বৃহস্পতিবার যে শিল্পনীতি ঘোষণা করল, তাতে জমির ক্ষেত্রে সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রামের পুনরাবৃত্তি রুখতে চাইছে সরকার। যাতে জমি নিয়ে বিক্ষোভ আর নয়। নয়া নীতিতে তাই স্পষ্ট বলা হয়েছে, সরকার আর জমি অধিগ্রহণের রাস্তায় হাঁটবে না। তাহলে কীভাবে মিলবে শিল্পের জন্য জমি?

শিল্পনীতিতে জানানো হয়েছে, সরাসরি জমি কিনে এবং সরকারি অব্যবহৃত জমি মিলিয়ে বিশাল 'ল্যান্ড ব্যাংক' তৈরি করা হবে। গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ বা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলোর এই মডেলে


*এরপর আটের পাতায়*





*রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।*

### শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্য

- অধিগ্রহণের বদলে ক্রয় বা সরকারি জমি ব্যবহার
- কর্মসংস্থান বাড়লে নিয়োগকর্তাকে ইপিএফ-এর একাংশ ফেরত
- মহিলা নিয়োগ হলে নিয়োগকর্তাকে ইপিএফ-এর পুরোটাই ফেরত
- বিনিয়োগের পরিমাণের ওপর সরকারি আর্থিক সহায়তার ঊর্ধ্বসীমা স্থির
- রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পকে পুনরুজ্জীবনের উদ্যোগ

# ভিনরাজ্যে আলু পাঠাতে বাধা নয়

## মিলবে পরিবহণে ভরতুকিও

অরূপ দত্ত

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** আলুচাষিদের জন্য সুখবর নিঃসন্দেহে। ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানিতে আর বাধা থাকল না। শুধু তাই নয়, আলু পরিবহণে এখন থেকে ভরতুকিও দেবে সরকার। এতে বাংলার বাজারে আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। ক্রেতাদের তাতে পকেটে চাপ পড়লেও চাষিদের লাভ বাড়বে। রাজ্যে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভিনরাজ্যে বিক্রির জন্য পাঠানোয় অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজ্যের সীমানায় এজন্য আলুবোঝাই ট্রাক আটকে দিত পুলিশ। ওই ব্যবস্থাকে আলুচাষিদের ওপর সরকারের অত্যাচার বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর যুক্তি, 'পৃথিবীর কোনও দেশে এমন ব্যবস্থা নেই যে, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আলু নিয়ে যেতে গেলে সীমানায় আটকে দেওয়া হয়। আলু উৎপাদন বেশি হলে বিহার, অসম বা উত্তরপ্রদেশে পাঠানোর চেষ্টা হলে সীমানায় আটকে দিত আগের সরকার। এভাবে চাষিদের বিপন্ন করা হয়েছে।'

হুগলির পুরশুড়ায় কৃষক সম্মাননিধি প্রকল্পের সূচনা করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাঁর সরকার আলুচাষিদের সব সমস্যা দূর করতে চায়। আগের সরকারের নানাবিধ সিদ্ধান্তে চাষিদের ক্ষতির খতিয়ান তুলে ধরে তিনি একগুচ্ছ ভরতুকিও ঘোষণা করেন। তাঁর কথায়, 'একদিকে ছিল সারের কালোবাজারি, অন্যদিকে চাষি আলুর ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হতেন।'

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় তৃণমূল সরকারকে আলুকে যুক্ত করেনি অভিযোগ করে শুভেন্দু ওই সভায় ঘোষণা করেন, 'এই সরকার যতদিন থাকবে, ততদিন কোনও আলুচাষির গাড়ি আটকানো হবে না। এই নির্দেশ ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে।' শুধু বাইরের রাজ্যে বিক্রির জন্য পাঠানোর অবাধ সুযোগ নয়, আলু পরিবহণে কুইন্টাল প্রতি ৫০ টাকা ভরতুকি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই ভরতুকি গাড়িতে তো বটেই, ট্রেনে আলু নিয়ে গেলেও চাষিরা পাবেন।

কৃষিপণ্য বিপণন আইনে সমস্ত হিমঘরকে ইয়ার্ড হিসেবে বিবেচনা করার কথাও তিনি জানান। তাঁর মতে, এতে সরকারের পক্ষে হিমঘরের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করা সহজ হবে। রাজ্যে ২০০টি মার্কেট ইয়ার্ডে ৫ ও ১০ মেট্রিক টনের সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থার ঘোষণাও করেন তিনি। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ন্যায্যমূল্যে আলু সরকার কিনে নেবে। আলুকে প্রধানমন্ত্রী শস্যবিমা প্রকল্পের আওতায় আনবে রাজ্য। এর ফলে বিমার টাকা আর কৃষককে দিতে হবে না। রাজ্যই দেবে।

এছাড়া মাঠ মান্ডি প্রকল্পে মান্ডি পিছু তিন কোটি টাকা সরকার বরাদ্দ করছে। এতে খরচ ধরা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা।










বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial



*সেজে উঠছেন শ্যামা। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

### ১৫ নভেম্বরের মধ্যে তথ্য আপলোডের নির্দেশ

# শিক্ষক-বদলি নীতি বদলের পরিকল্পনা

**সুমিত চক্রবর্তী**

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** স্কুলশিক্ষা দপ্তরের অনুমতি ছাড়া বদলি হতে পারবেন না স্কুল শিক্ষকরা। এমনকি নাও পেতে পারেন পছন্দের স্কুল। বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, শিক্ষকদের বদলির ক্ষেত্রে একাধিক নিয়মে পরিবর্তন আনার পরিকল্পনা চলছে। এক্ষেত্রে বদলি-প্রক্রিয়ায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। পাশাপাশি, বদলির ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, স্কুলগুলির সার্বিক পরিস্থিতি ও পড়ুয়াদের স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে সরকার। নবনিযুক্ত শিক্ষকদের রাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞা জারির পর এবার বদলি নীতিতেও রাশ টানা হতে পারে বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

বর্তমানে বদলির ক্ষেত্রে কোনও শিক্ষক নিজের বাড়ির কাছে বা পছন্দের স্কুলে শূন্যপদ থাকলে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সেখানে বদলির জন্য আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের উৎসশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে হয়। যদিও দীর্ঘদিন এই পোর্টাল ঠিকমতো কাজ করছে না বলে অভিযোগ। তবে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় শিক্ষকদের পছন্দসই স্কুলে শূন্যপদ থাকলেই বদলি নিশ্চিত হবে না। শিক্ষকের ব্যক্তিগত সুবিধার পাশাপাশি রাজ্যের স্কুলগুলিতে শিক্ষকবণ্টনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনাই এই ভাবনার লক্ষ্য।

এক্ষেত্রে বাড়ির কাছে বদলি না হলেও, কাছাকাছি অঞ্চলের কোনও স্কুলে ওই বিষয়ের শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই বদলি মিলবে বলে খবর। পাশাপাশি, দুই শিক্ষকের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে হওয়া আপসি বদলির নীতিতেও পরিবর্তন আনার প্রাথমিক পরিকল্পনা চলছে। দু-জন শিক্ষকের আপসে বদলির ব্যবস্থার মধ্যে তিনজন শিক্ষককে যুক্ত করে বদলির সুযোগ দেওয়া যায় কি না, সেই বিষয়ও আলোচনা চলছে বলে জানা গিয়েছে। এপ্রসঙ্গে এবিটিএ-র রাজ্য সম্পাদক সুজিৎ দাস বলেন, 'বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাতের যা অবস্থা তাতে ২ লক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজন রয়েছে। যদি কোনও স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্রের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে, তাহলে পছন্দসই স্কুলে সেই শিক্ষককে বদলি করা উচিত।'

পুজোর ছুটিতে স্কুল বন্ধ থাকলেও ১৫ নভেম্বরের মধ্যে স্কুলের পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য, পড়ুয়া ও শিক্ষকদের প্রোফাইল কেন্দ্রের ইউডাইস প্লাস পোর্টালে আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র শিক্ষা মিশন। যদিও জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ওপর দায়িত্ব বর্তাবে। তবে এত অল্প সময়ের মধ্যে কীভাবে এই কাজ শেষ হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধান শিক্ষকদের একাংশ। এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষকদের সংগঠনের সম্পাদক চন্দন মাইতি বলেন, '১৩ নভেম্বর ভাইফোঁটার পর স্কুল খুলছে। যে আমলারা এই নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁদের বোঝা উচিত, দু-দিনের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয়।'



## ২০৫টি কলেজে ভর্তির অনুমোদন বাতিল

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** রাজ্যের ২০৫টি বিএড কলেজে ভর্তির অনুমোদন বাতিল করল বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষে নতুন করে ছাত্র ভর্তি নিতে পারবে না কলেজগুলি। শুধু বিএড কলেজগুলিই নয়, শর্ত পূরণ করতে না পাড়ায় ফার্মেসি, পলিটেকনিক, আইটিআই কলেজগুলির বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। বৃহস্পতিবার এক ভিডিও বার্তায় উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান,২১৪টি আইটিআই-এর মধ্যে ১৪টি, ১৩৪টি ফার্মেসি কলেজের মধ্যে ৩৮টি এবং ৭৪টি পলিটেকনিক কলেজের মধ্যে ১টি কলেজে কোনও রকমের পরিকাঠামো না থাকায়, ছাত্র ভর্তি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে দপ্তর। তবে বিএডের ক্ষেত্রে ৪৫০টি কলেজের মধ্যে ২৩৭টি কলেজ অনুমোদন পেয়েছে। বুধবার থেকেই সেখানে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কথায়, 'শিক্ষার গুণমানকে বাঁচানো ও ডিগ্রি বিক্রির দোকান খুলে যাতে প্রতিষ্ঠানগুলি না চলে, সেকারণেই উচ্চশিক্ষা দপ্তর এই পদক্ষেপ করেছে। এটা কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়। নিজেদের পঠনপাঠনের মান বাড়ালে প্রতিষ্ঠানগুলি ফের অনুমোদন পাবে।'

### নেপালি ভাষায় বিএডের ভাবনা

অন্যদিকে, আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য সেখানে একটি দপ্তর তৈরি করার ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের পড়ুয়াদের জন্য নেপালি ভাষায় কোর্স চালুর ইচ্ছাও রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অরুণাশিস গোস্বামীর কথায়, 'নেপালি ভাষায় কোর্স চালু করার ইচ্ছা রয়েছে আমাদের। তবে তার আগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, যারা ওই ভাষায় পড়ুয়াদের পড়াতে পারবে। আর উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের যাতে বারবার প্রশাসনিক কাজের জন্য দক্ষিণবঙ্গে ছুটে না আসতে হয়, সেজন্য একটা ক্যাম্প অফিস তৈরি করার ভাবনাও রয়েছে আমাদের।'

## যুগ্ম উপদেষ্টা দুই চিকিৎসক

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** মা ও শিশুর মৃত্যুহার কমাতে স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়ার উদ্যোগ রাজ্যের। প্রবীণ শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অরুণ সিং এবং আরজি কর মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অরূপ মাঝিকে দু'বছরের জন্য স্বাস্থ্যদপ্তরের যুগ্ম উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রসূতিমৃত্যু রোখার পাশাপাশি সদ্যোজাতদের চিকিৎসায় জোর দেওয়াই এই নিয়োগের লক্ষ্য বলে স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে খবর।

## হামলায় পদক্ষেপ

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** দুর্গোৎসবে বামেদের বুকস্টলে হামলার ঘটনায় এবার আসরে নামল মানবাধিকার কমিশন। বুকস্টলে হামলার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ চেয়ে কমিশনে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তাঁর অভিযোগ পিটিশন হিসেবে নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার বৈঠকে বসবেন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

# এক ছাতার তলায় হোমস্টে

### নতুন পোর্টালের উদ্বোধন পর্যটন দপ্তরের

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** শহরের ব্যস্ততা থেকে নির্জন কোনও পাহাড়ের কোল অথবা ডুয়ার্স, তরাই ঘেরা জঙ্গলের মধ্যবর্তী স্থান। ঘরোয়া উষ্ণ আতিথেয়তা, প্রকৃতির সান্নিধ্য ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার স্বাদ পেতে হোমস্টেগুলির প্রতি বরাবরই আকর্ষণ থাকে পর্যটকদের। সেই চাহিদাও উত্তরোত্তর বাড়ছে। তাই হোমস্টে ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন অনলাইন 'হোমস্টে পোর্টাল' চালু করল পর্যটন দপ্তর। হোমস্টে ব্যবসা চালু, নথিভুক্তকরণ, সরকারি স্বীকৃতি সহ সমগ্র প্রক্রিয়াকে একছাতার তলায় আনতে এই পোর্টাল উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তীরা।

আদিবাসী বা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনের আয়ের অন্যতম মূল ভিত্তি এই হোমস্টে। তাই এই পর্যটনের উন্নতির ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য। এতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাবলম্বী হওয়া এবং হোমস্টের পরিধি আরও ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। নতুন এই পোর্টালে হোমস্টে চালুর আবেদন করা থেকে লাইসেন্স পাওয়া, তার পুনর্নবীকরণ পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনে করা যাবে। আবেদনকারীদের প্রয়োজনীয় নথি জমা পড়ার পর তা সংশ্লিষ্ট জেলা স্তরের আধিকারিক বা পুরসভা ও পুরনিগমের নির্দিষ্ট সেল খতিয়ে দেখবে। অগ্নি নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, খাদ্য সুরক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখে সরকার স্বীকৃত হবে হোমস্টে।

> **এখন থেকে এই পোর্টালে পুরোনো বা নতুন যে সমস্ত হোমস্টে নথিভুক্ত এবং শংসাপত্র প্রাপ্ত হবে তারাই তাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হোমস্টে শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে, অন্যরা নয়।**
> **শংকর ঘোষ,** পর্যটনমন্ত্রী

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'বর্তমানে রাজ্যে ৫৪৭৯টি হোমস্টে রয়েছে। তার মধ্যে ২৬৭৯টি হোমস্টে সরকার স্বীকৃত। উত্তরবঙ্গ, সুন্দরবন, পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, নথিভুক্ত হোমস্টের বাইরেও আরও হোমস্টে চালু রয়েছে। এটাতে সুনির্দিষ্ট বিভাজন তৈরি করা দরকার। এখন থেকে এই পোর্টালে পুরোনো বা নতুন যে সমস্ত হোমস্টে নথিভুক্ত এবং শংসাপত্র প্রাপ্ত হবে তারাই তাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হোমস্টে শব্দটি ব্যবহার করতে পারবে, অন্যরা নয়।' বিগত সরকারের আমলে সরকারি টুরিস্ট লজের পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শংকর। তাঁর কথায়, 'ইতিমধ্যেই ১৮টির বেশি টুরিস্ট লজের সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। বাকিগুলির জন্য টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। এরপর আমরা নতুন একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন করব। সেখানে টুরিস্ট লজগুলি বুকিং করা যাবে। ওই ওয়েবসাইটের সঙ্গে হোমস্টে পোর্টাল যুক্ত করা হবে। সেখান থেকে হোমস্টে বুকিংয়ের ব্যবস্থাও সংযুক্ত হবে। এর জন্য জেলাভিত্তিক হোমস্টে মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করবে সরকার।'

পর্যটন ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ ট্যুর অর্গানাইজার, ট্যুর অপারেটর, ট্যুর গাইড, ট্যাক্সি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সহ বিভিন্ন সংগঠনগুলিকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে ভবিষ্যতে যুক্ত করা হবে।

নতুন এই পোর্টালে রেজিস্ট্রেশনের জন্য হোমস্টে মালিকদের নিজস্ব তথ্য, মোবাইল নম্বর, ওটিপি দিতে হবে। লগইনের পর প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড, নিজস্ব হোমস্টেটির সঠিক অবস্থান জানাতে হবে। যাতে পর্যটকরা সহজে বুঝতে পারেন, হোমস্টেটি কোথায় অবস্থিত এবং তা সরকার অনুমোদিত কি না। ভবিষ্যতে হোমস্টের সংখ্যা ২৫ হাজারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে পর্যটন দপ্তর। রাজ্যে প্রায় ৩০ কোটি দেশীয় পর্যটক এবং ৪০ লক্ষ বিদেশি পর্যটকের আনাগোনা রয়েছে। তাই মার্চ-এপ্রিল মাসে জাপানের 'চেরি ব্লসম ফেস্টিভ্যাল' অথবা স্পেনের 'টমাটিনা ফেস্টিভ্যাল'-এর মতো এই রাজ্যের অনুষ্ঠানগুলিকেও আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডারে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার উদ্যোগ নিচ্ছে পর্যটন দপ্তর।



*শহিদ মিনারে বাজি বাজার। বৃহস্পতিবার। দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

## ৬ হাজার কোটি বিনিয়োগ জয় বালাজি গ্রুপের

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরেই শিল্পায়নের পালে হাওয়া লেগেছে। আর সেই হাওয়াতেই ভর করে এবার বাংলায় প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিল জয় বালাজি গ্রুপ। নতুন রাজ্য সরকারের শিল্পবান্ধব নীতির ওপর আস্থা রেখেই আগামী দিনে প্রতিরক্ষা, রেল ও মহাকাশ গবেষণার জন্য উন্নত মানের ইস্পাত (স্পেশাল অ্যালয়) এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশ তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে তারা। এর ফলে রাজ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত ২০ হাজার নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চার প্রজন্ম ধরে জাজোদিয়া পরিবারের এই জয় বালাজি গ্রুপ বাংলার শিল্প মানচিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বাংলা, ওড়িশা ও ছত্তিশগড়ে তাঁদের মোট দশটি কারখানার মধ্যে আটটিই এই রাজ্যে অবস্থিত, যেখানে ইতিমধ্যেই ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ কাজ করেন। সংস্থার নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, মূলত দেশের প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় উন্নতমানের সরঞ্জাম ভারতেই তৈরি করার মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত-এর স্বপ্নকে আরও জোরদার করতে চাইছে তারা। পাশাপাশি, পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনেও জোর দেওয়া হচ্ছে। জয় বালাজি গ্রুপের এই নয়া বিনিয়োগ প্রস্তাব সফল হলে, ভারী শিল্পের মানচিত্রে বাংলা আবার এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে, তা বলাই যায়।

# পাপক্ষালন করতে হবে, মমতাকে বার্তা সেলিমের

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে কাছাকাছি এসেছে সিপিএম ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রাজ্যেও এসআইআর বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে একছাতার তলায় আনার ডাক দিচ্ছেন বাম নেতারা। তাহলে কি রাজ্যে বৃহত্তর ঐক্যের স্বার্থে মমতার হাত ধরবে সিপিএম? বৃহস্পতিবার জ্ঞানেশ বিরোধী অবস্থান বিক্ষোভ থেকে মমতার নাম না করে তাঁকেই এক প্রকার প্রচ্ছন্ন বার্তা দিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি স্পষ্টত জানিয়ে দেন, 'বৃহত্তর জোট গড়ে তুলতে হবে। তবে দেখতে হবে যাঁরা চুরি করেছে, যাঁদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ রয়েছে, তাঁদের পাপক্ষালন করে দড়িতে হাত দিতে হবে। কারণ লড়াইটা চুরির বিরুদ্ধেই। ঐক্য যখন গড়ে তুলব, সেটা এগিয়ে নিয়ে যাব, তাহলে দেখতে হবে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে। কারণ, শত্রুপক্ষ গলদ তৈরির চেষ্টা করবে।'

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেপ্তার, অবৈধভাবে বাদ যাওয়া ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে এদিন তিন ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় বামপন্থী দলগুলি। এবারও তাদের সমাবেশের স্থান বদল হয়েছে। রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে কর্মসূচি হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে অনুমতি

### অবস্থান বিক্ষোভে বামপন্থীরা

পায়নি বামেরা। ফলে ওয়াইচ্যানেলের খোলা রাস্তায় মাটিতেই বসে পড়েন বাম কর্মী-সমর্থকরা। ম্যাটাডোরের ওপর সমগ্র কর্মসূচির পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দল ছাড়াও সিপিআই (এমএল) লিবারেশন, এসইউসিআই(সি) নেতৃত্বও এদিন অনুষ্ঠানে ছিল।

সভার শুরুতে বিজেপি ও জ্ঞানেশকুমারকে বিঁধে বিমান বসু বলেন, 'এসআইআরের নামে সাড়ে ১৩ কোটি মানুষের ভোটাধিকার হরণ করেছে নির্বাচন কমিশনার। আইন বদল করে ইচ্ছামতো কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। এরকম ঘটনা অতীতে কখনও ঘটেনি। কমিশনারের পদত্যাগ এবং তাঁকে গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আগামী দিনে আমাদের আন্দোলন চলবে।'

এসআইআর নিয়ে বিরোধী পরিসরে ক্রমশ আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে বামপন্থীরা। এদিন কমিশন ও বিজেপিকে সংবিধান স্মরণ করিয়ে একযোগে নিশানা করেছেন বাম নেতারা। সেলিম বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচাতে পারে এমন কোনও বাপের জন্ম হয়নি এখনও। মানুষ প্রস্তুত আছে, আমাদের শুধু ঘরে ঘরে যেতে হবে।' একই সুরে লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন, 'জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে এই আন্দোলনকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে থাকা দল, জোটের বাইরে বামমনস্ক মানুষ, জেন আলফাদেরও যুক্ত করতে হবে।'

## ষড়যন্ত্র দেখছেন অভিষেক

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** সরিষায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে এক কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তপ্ত বাংলার রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দুর্নীতির অভিযোগের পালটা এবার ঘটনাটিকে 'সাজানো' বলে দাবি করলেন মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, তদন্তকে প্রভাবিত করতেই ভুয়ো প্রমাণ সাজানো হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারের এসপির নির্দেশে আইসি এই কাজ করেছে। রাত ১টা থেকে ৩.০০ টের মধ্যে উনি যেই এক্সইউভি ৩০০ গাড়িটি ব্যবহার করেন সেই গাড়িতে করে টাকা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই ভিডিও ফুটেজ আমার কাছে রয়েছে। আপনি মামলা করুন আমি কোর্টে বুঝে নেব।' আগামীদিনে এই অফিসারদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক।

বুধবার রাতে এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লেখেন, 'ছ'মাস আগে বিজেপির দুষ্কৃতীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি কার্যালয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভুয়ো প্রমাণ সাজিয়ে রাখা হয়েছে।'

# সিঙ্গুরে চর্চায় অশোক লেল্যান্ড

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** হুগলির সিঙ্গুরে ফের শিল্প সম্ভাবনা। তবে এবার টাটা নয়, অশোক লেল্যান্ড। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে রাজ্যের শিল্পনীতি ঘোষণা করার পর সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ডের গাড়ি প্রকল্পের সম্ভাবনার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সিঙ্গুরে শিল্প বার্তা দিতে গিয়েই বিগত সরকারের শিল্প ও জমি নীতির সঙ্গে বর্তমান সরকারের নীতির ফারাকের কথাও তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারে এলে টাটাকে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, টাটাকে তিনি রেড কার্পেট অভ্যর্থনা দিয়ে বিমানবন্দর থেকে নবান্নে নিয়ে আসবেন।

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, আমরা টাটাকে আনবই। টাটাকে আসতেই হবে। রাজ্য সভাপতি হিসেবে সিঙ্গুরে টাটাকে কারখানা গড়ার জন্য উদ্যোগী হতে মুখ্যমন্ত্রীকেও অনুরোধ করেছিলেন শমীক। তার কিছুদিনের মধ্যে টাটার কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপর সিঙ্গুরে টাটার কারখানা গড়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও আর সেভাবে কোনও দাবি করতে দেখা যায়নি। রাজ্য রাজনীতিতে সিঙ্গুর ও শিল্পায়ন কার্যত সমার্থক হয়ে দাঁড়ানোয় সিঙ্গুরের শিল্পায়ন থেকে সরে আসা বিজেপির কাছে প্রতিশ্রুতিভঙ্গের শামিল ছিল।

সেই কারণে এদিন সিঙ্গুরের শিল্পায়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকেও বলতে শোনা গিয়েছে, 'সিঙ্গুর নিয়ে অবশ্যই আমরা কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করব। অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে আমার প্রাথমিক কিছু কথা হয়েছে।'

তবে এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিগত সরকারের ঘোষণা সর্বস্ব শিল্পনীতিকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা আগের সরকারের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন নই। কেবলমাত্র মউ স্বাক্ষর করে লোকদেখানো চমক দিতে চাই না। অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে আমার প্রাথমিক স্তরে কথা হয়েছে। তাই এখনই এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলছি না। আগের সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন করত। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। আমরা সেই রাস্তায় হাঁটব না।'

রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় আগেই জানিয়েছিলেন সিঙ্গুর নিয়ে তাঁদের বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে তারই প্রমাণ মিলল।

## গ্রেপ্তার

**সরিষা, ৫ নভেম্বর :** ছ'বছর আগে বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার বেড়ে দাঁড়াল ৭। বুধবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দেউলা এলাকা থেকে মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেতা ইমরান হাসানকে গ্রেপ্তার করল উস্তি থানার পুলিশ। ধৃত মগরাহাট পশ্চিমের প্রাক্তন যুব তৃণমূল সভাপতি।

# প্রেসিডেন্সিতে এবিভিপি-র সেমিনার

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পর এবার বাম ছাত্র সংগঠনগুলির অন্যতম গড় প্রেসিডেন্সিতেও নিজেদের উপস্থিতি জানান দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। দুর্গাপুজোর ঠিক আগেই দেশের অন্যতম প্রাচীন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের ইউনিট তৈরি করেছিল তারা। আর এবার প্রথমবার ক্যাম্পাসেই আস্ত একটা সেমিনারের আয়োজন করে ফেলল এবিভিপি। উপলক্ষ্যে, ভারতের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ উদযাপন। আর সবচেয়ে বড় চমক, বৃহস্পতিবার ক্যাম্পাসের এ কে বসাক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন আরএসএস-এর পূর্ব ভারতের প্রচার প্রমুখ জিষ্ণু বসু।

এবিভিপি-র প্রেসিডেন্সি ইউনিটের সভাপতি মৃদুল বণিকের কথায়, 'প্রেসিডেন্সি হল জাতীয়তাবাদের আঁতুড়। এখানেই পড়াশোনা করেছেন আমাদের জাতীয় স্তোত্রের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পড়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং আমাদের আদর্শের রূপকার তথা জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও। কিন্তু বাম ছাত্র সংগঠনগুলো চিরকাল লেনিন, মার্ক্স, চে গুয়েভারার মতো বিদেশি নেতাদের নিয়ে মেতে থেকেছে আর দেশের এই মহামানবদের অবহেলা করেছে। তাই বন্দে মাতরমের ইতিহাস আর সেইসব মণীষীদের সম্মান জানাতেই আমরা এই ক্যাম্পাসে আমাদের প্রথম সেমিনারটা করলাম।'

উনিশ শতকের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে ষাটের দশকের নকশাল আন্দোলন— প্রেসিডেন্সি চিরকালই প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার আঁতুড়। অধ্যাপক ওটেনকে মারধরের জেরে সুভাষচন্দ্র বসুর বহিষ্কার থেকে শুরু করে অসীম চট্টোপাধ্যায় (কাকা) বা মহীনের ঘোড়াগুলির প্রতিষ্ঠাতা

### অতিথি আরএসএস নেতা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের মতো নকশাল ছাত্রনেতাদের উত্থান, এই ক্যাম্পাস অনেক কিছুর সাক্ষী। কিন্তু এবিভিপি-র দাবি, নকশাল আমলের ওই বয়ানকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহার মতো বিজ্ঞানীদের ইতিহাসকে ইচ্ছে করেই আড়ালে রাখা হয়েছে। জিষ্ণু বসুর কথায়, 'প্রেসিডেন্সির হাত ধরেই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা নতুন দিক খুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন কিছু লোক যেভাবে বন্দে মাতরম নিয়ে রাজনীতি করে, সেটা দেখে কষ্ট হয়।'

এদিকে এবিভিপি-র এই কর্মসূচি নিয়ে ইতিমধ্যেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ক্যাম্পাসের বাম সংগঠনগুলোর মধ্যে। আইসা ইউনিটের সভাপতি অন্বেষা থান্ডার জানান, ক্যাম্পাসে যে কেউ আসতে পারেন, কিন্তু কোনও বিভেদমূলক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। এসএফআই ইউনিট সভাপতি উসশ্রী মিত্র বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যদি নির্দিষ্ট কোনও ধর্ম বা জাত বা লিঙ্গকে আঘাত করে কোনও অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করব।'

## ইন্দ্রনীল-কন্যার হাজিরা

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** দুর্গাপুজোয় প্রিভিউ শোয়ের নামে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে বৃহস্পতিবার লালবাজারে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের মেয়ে আভেরি সেন। এদিন দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁকে। বিশেষত পাস বিক্রির টাকা, সরকারি টেন্ডার দুর্নীতির টাকা তাঁর অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। সেই সম্পর্কে জানতে তলব করা হয়েছিল আভেরিকে। অপরদিকে, মাস আর্ট সংস্থার সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি বসু ওরফে শুভকে বুধবার রাতেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হয়। জামিনের আবেদন করলে তা মঞ্জুর করেনি আদালত। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত শুভকে পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



*শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি। বৃহস্পতিবার।*

## বরখাস্ত পিবিইউ'র অধ্যাপক

**কোচবিহার, ৫ নভেম্বর :** বরখাস্ত করা হল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কার্তিক দাসকে। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় বলে জানান রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী। তিনি বলেন, 'ওই অধ্যাপককে টার্মিনেট করা হয়েছে। তাঁর বাড়িতে এবং মেলে সেই চিঠি পাঠানো হবে।' যদিও এ বিষয়ে কার্তিককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় আগেই সরগরম হয়েছিল। ২০১৮ সালে তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে কার্তিক নিয়োগ পান।

কিন্তু তাঁর জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে বিজেপির তপশিলি মোর্চা সহ একাধিক সংগঠন অভিযোগ তোলে। তদন্তের পর কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী ওই শংসাপত্র বাতিল করেন এবং শংসাপত্রটি নিয়ম মেনে দেওয়া হয়নি বলে উল্লেখ করেন।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কার্তিককে শোকজ করে। অভিযোগ, শোকজের জবাব ঠিকভাবে না দেওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করা হল। বিজেপির তপশিলি মোর্চার জেলা সভাপতি রাজকুমার কার্জি বলেন, 'তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী থেকে শুরু করে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার দুর্নীতিতে যুক্ত। আমরা তদন্ত চাই। এতদিন কার্তিক দাস যে বেতন নিয়েছেন, তা ফেরত দেওয়ার দাবি আমরা জানাব।'

### বৃষ্টির ঘাটতি, বাগানে ভরসা কৃত্রিম সেচ

# হৈমন্তী চায়ে শঙ্কা

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ৫ নভেম্বর :** শরতের বৃষ্টির ঘাটতিতে মার খেতে চলেছে 'লেট অটাম ফ্লাশ' চায়ের উৎপাদন। পরিস্থিতির মোকাবিলায় দীপাবলির আগেই এবার বেশ কিছু চা বাগান কৃত্রিম জলসেচ চালু করে দিয়েছে। সেটা আবার চূড়ান্ত ব্যয়সাপেক্ষ।

এবিষয়ে চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের ইনচার্জ ডঃ তৃণা মণ্ডল বলেন, 'প্রতি বছরই অক্টোবরে মাসে বৃষ্টি হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আলাদা। আশা করছি নভেম্বরে বৃষ্টি হতে পারে। তখন মাটিতে আর্দ্রতা বেড়ে গাছগুলি চাঙ্গা হবে। পরোক্ষভাবে প্রুনিং বা কলম কাটার ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে। তবে সবটাই প্রকৃতির হাতে। বিকল্প হিসেবে একমাত্র ভরসা সেচ।'

টিআরএ-র নাগরাকাটা কেন্দ্রের প্রাক্তন চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ও চা বিজ্ঞানী ডঃ শ্যাম ভার্গিস বলছেন, 'সামগ্রিকভাবে ডুয়ার্সে অটাম ফ্লাশের উৎপাদন এবার ২০ শতাংশ মার খেতে পারে।'

বিভিন্ন চা বাগানের বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যানই স্পষ্ট করে দিচ্ছে, পরিস্থিতি কতটা প্রতিকূল। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির চা উৎপাদনের জন্য পরিচিত নাগরাকাটার কূর্তি চা বাগানে গত বছরের অক্টোবরে বৃষ্টি হয়েছিল ২৭.২৩ ইঞ্চি। সেখানে এবছর বৃষ্টির পরিমাণ মাত্র ৫.২২ ইঞ্চি। বাগানের বর্ষীয়ান ম্যানেজার রাজেশ রুংটার কথায়, এককথায় মার খেয়েছে অটাম ফ্লাশ। তাঁর মতে, কৃত্রিম জলসেচ বৃষ্টির বিকল্প নয় এবং তা ব্যয়বহুলও।

মালবাজারের মাল নদী চা বাগানেও বৃষ্টির ঘাটতি স্পষ্ট। গত বছরের অক্টোবরে সেখানে ১৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হলেও এবার হয়েছে মাত্র ৯ ইঞ্চি। ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তী বলেন, অটাম ফ্লাশের চা সবসময়ই গুণগত মানের দিক থেকে উন্নত। কিন্তু অক্টোবরে বৃষ্টির অভাব নভেম্বরের উৎপাদনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃত্রিম জলসেচও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। একটি পাম্প চালাতে প্রতিদিন খরচ হয় ১০ হাজার টাকা। আবার ৫০ হেক্টর এলাকায় এক ইঞ্চি জল দিতে সময় লাগে অন্তত ২০ দিন।

মেটেলির ইনডং চা বাগানেও একই ছবি। সেখানে অক্টোবর থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে মাত্র ৬ ইঞ্চি। গত বছর একই সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ২৪ ইঞ্চি। বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার রজত দেব জানান, বাধ্য হয়ে দু'একটি সেকশনে দীপাবলির আগেই কৃত্রিম জলসেচ চালু করতে হয়েছে। গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই ব্যবস্থা।

মালবাজারের বেতগুড়ি চা বাগানেও বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে। ম্যানেজার মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যর কথায়, ২০২৫ সালের তুলনায় এবার ১২ ইঞ্চি বৃষ্টি কম হয়েছে। বাগানজুড়ে সবুজের আভা থাকলেও নতুন কুঁড়ির দেখা নেই। ফলে হেমন্তের চা উৎপাদন কীভাবে হবে, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।



*কৃত্রিম জলসেচের আশ্রয় নিতে হচ্ছে চা বাগানগুলিকে।*



- প্রতি বছরই অক্টোবর মাসে বৃষ্টি হয়। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি আলাদা
- অক্টোবরে বৃষ্টির অভাব নভেম্বরের উৎপাদনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে
- দীপাবলির আগেই এবার বেশ কিছু চা বাগান কৃত্রিম জলসেচ চালু করে দিয়েছে। সেটা আবার ব্যয়সাপেক্ষ

শুধু বড় চা বাগান নয়, বৃষ্টির অভাবের প্রভাব পড়েছে ক্ষুদ্র চা চাষিদের মধ্যেও।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, অন্যান্য বছর নভেম্বরে কাঁচা পাতা তোলার কাজ সামলাতে হিমসিম খেতে হয়। এবার কার্যত সেই ব্যস্ততা নেই। ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগানে আবার সেচের ব্যবস্থাও নেই। তাঁর আশঙ্কা, আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেও চলতে থাকলে ফার্স্ট ফ্লাশের উৎপাদনও বড় ধাক্কা খাবে।

### কাল শিলিগুড়িতে রাজনাথ

# অগ্নিপথে আহ্বান বায়ুসেনা কর্তার

**রণজিৎ ঘোষ ও খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ৫ নভেম্বর :** সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে সুকনায় দীপাবলি উৎসবে অংশ নেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই উপলক্ষ্যে শনিবার শিলিগুড়িতে আসছেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন শিলিগুড়ি করিডর সহ উত্তরবঙ্গের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠকের পাশাপাশি সুকনায় বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর।

যে কারণে বায়ুসেনার ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডের এয়ার ভাইস মার্শাল (প্রশাসন) শেখর যাদব সহ সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্তারা ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন। এয়ার ভাইস মার্শাল শেখর যাদব বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে অগ্নিপথ প্রকল্পে যুবসমাজের অংশগ্রহণে জোর দিয়েছেন। অগ্নিপথের মাধ্যমে সরাসরি ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্পস-এর জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলির উৎসবে অংশ নিতে রাজনাথ সিং শনিবার বিকেলে বাগডোগরায় আসবেন। সেখান থেকে তিনি সরাসরি সুকনা সেনাছাউনিতে পৌঁছে দীপাবলি উৎসবে অংশ নেবেন। রাতে সেখানে 'বড়া খানা' বা সেনাবাহিনীর প্রীতিভোজেও অংশ নেবেন। সেখানেই রাতে শিলিগুড়ি করিডর সহ উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও সেনার বিভিন্ন বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার রাজনাথ সিংয়ের দিল্লি ফেরার কথা রয়েছে। তবে ফেরার আগে বায়ুসেনার বাগডোগরা স্টেশন ঘুরে দেখতে পারেন বলেও মন্ত্রক সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিবার বায়ুসেনার বাগডোগরা ছাউনিতে সাংবাদিক বৈঠকে ইস্টার্ন এয়ার কমান্ডের এয়ার ভাইস মার্শাল (প্রশাসন) শেখর যাদব বলেছেন, ভারতীয় সেনায় যুবসমাজের চাকরির সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০২২ সালে অগ্নিপথ প্রকল্প চালু হয়েছিল। চার বছরের কার্যকাল শেষ হওয়ার পর দক্ষতার ভিত্তিতে ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় দফায় এই প্রকল্পটি আরও দু'বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে। প্রথম পর্বে চার বছর এই প্রকল্পে কাজ করা তরুণ-তরুণীরা নতুন করে আগামী দু'বছরের জন্য এই বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন। তাঁদের প্রত্যেককে প্রথম বছর ৪৩,৫০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বছর ৪৭,৫০০ টাকা করে মাসিক বেতন দেওয়া হবে। এ ছাড়া সেবানিধি প্যাকেজের মাধ্যমেও এককালীন আর্থিক সুবিধা পাবেন।

এয়ার ভাইস মার্শাল বলেছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রয়োজনমতো নতুন দক্ষ সেনা জওয়ান পেতে পারবে। অন্যদিকে, তরুণ-তরুণীরাও অগ্নিপথে কয়েক বছরের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়ে সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন পদে চাকরির সুযোগ পাবেন।



*বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এয়ার ভাইস মার্শাল শেখর যাদব।*

# হাতির আতঙ্কে মণ্ডপে রাত্রিযাপন

**শুভদীপ শর্মা**

**ময়নাগুড়ি, ৫ নভেম্বর :** কালীপুজোর রাতে পুজো দেখে বাড়ি ফেরার তাড়া নেই তাঁদের। বরং সন্ধ্যা নামার আগেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে হাজির হন পুজোমণ্ডপে। কারণ, রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের পথ পেরিয়ে বাড়ি ফেরা যে কতটা বিপজ্জনক, তা হাড়ে হাড়ে জানেন গরুমারা লাগোয়া বনবস্তির বাসিন্দারা। কখনও পথ আটকে দাঁড়ায় হাতি, কখনও চিতাবাঘের আনাগোনা। কয়েক বছর আগে কালীপুজো দেখে বাড়ি ফেরার পথেই হাতির হামলায় প্রাণ গিয়েছিল এক দম্পতির। ওই ঘটনার পর থেকে কালীপুজোর রাতে বাড়ি ফেরার বদলে মণ্ডপেই রাত কাটান চার বনবস্তির মানুষ। আলো, ঢাকের আওয়াজ, কীর্তন এবং প্রসাদ গ্রহণের মধ্যেই কাটে তাঁদের রাত। ভোরের আলো ফুটলে তবেই ফেরেন বাড়িতে।

ময়নাগুড়ি ব্লকের একেবারে শেষ প্রান্তে গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে বেশ কয়েকটি বনবস্তি। ভেলুয়ারডাঙ্গা, চটুয়া, কালীপুর ও বুধুরাম বনবস্তির বাসিন্দাদের কাছে কালীপুজো বলতে জয় মুন্সি আদিবাসী ক্লাবের পুজো। চার বনবস্তির মানুষ এই পুজোয় শামিল হন। তবে পুজোমণ্ডপে পৌঁছানোর পথটুকুও তাঁদের কাছে কম চ্যালেঞ্জের নয়। জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই হাতি, চিতাবাঘ এমনকি গন্ডারের মুখোমুখি হতে হয় তাঁদের।

২০১৯ সালের ২৮ অক্টোবর কালীপুজোর রাতে বাড়ি ফেরার পথে হাতির হামলায় প্রাণ হারান স্থানীয় বাসিন্দা গাওনা ওরাওঁ এবং তাঁর স্ত্রী কুমারী ওরাওঁ। সেই ঘটনার স্মৃতি আজও তাড়া করে বেড়ায় বনবস্তির বাসিন্দাদের। তারপর থেকেই কালীপুজোর রাতে বাড়ি ফেরার ঝুঁকি এড়িয়ে পুজোমণ্ডপে থেকে যাওয়ার রীতি আরও জোরালো হয়েছে। চটুয়া বনবস্তির বাসিন্দা রত্নে খেড়িয়া বলেন, 'রাতে জঙ্গলের পথ ধরে বাড়ি ফেরা মোটেই সহজ নয়। অনেক সময় বাড়ি ফেরার পথে হাতি বা চিতাবাঘের দেখা মেলে। তাই পুজোর দিন গোটা পরিবারকে নিয়ে মণ্ডপে থেকে যাই।' বুধুরাম বনবস্তির গৃহবধূ সুস্মিতা ওরাওঁয়ের কথায়, 'সারা বছর সন্ধ্যা নামলেই ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু কালীপুজোর রাতটা একেবারেই অন্যরকম। মণ্ডপের আলো, ঢাকের তালে নাচ, কীর্তন, প্রসাদ খাওয়া এবং পরিচিত মানুষদের সঙ্গে আড্ডায় কেটে যায় গোটা রাত।'



*মুন্সি আদিবাসী ক্লাবের পুজোমণ্ডপ তৈরি হচ্ছে।*

এবার জয় মুন্সি আদিবাসী ক্লাবের পুজো ১৯ বছরে পড়ল। পুজোকে কেন্দ্র করে মণ্ডপ চত্বরে বসে মেলা। আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ নানা কর্মসূচি। পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় ওরাওঁ বলেন, 'গোটা গ্রামের মানুষের কাছে এই পুজো একটা মিলনমেলা। চারটি বনবস্তির মানুষ একসঙ্গে এই পুজোয় অংশ নেন। পুজোকে ঘিরে কয়েকদিন ধরেই নানা অনুষ্ঠান চলে।'

জঙ্গলের পাশে বসবাসের কারণে প্রতিদিনই বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক সঙ্গী তাঁদের। কিন্তু কালীপুজোর রাতে সেই আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে একসঙ্গে উৎসবে মাতেন চার বনবস্তির মানুষ। তবে বাড়ি ফেরার নিরাপদ পথ না থাকায় আনন্দের রাতেও তাঁদের ভরসা হয়ে ওঠে পুজোমণ্ডপের আলো।



## শুভেন্দুর সভা রায়ডাকে

**শামুকতলা, ৫ নভেম্বর :** মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কুমারগ্রাম সফরের সভাস্থল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ১৮ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী ও 'জনজাতি গৌরব দিবস' উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে কার্তিকা চা বাগান সংলগ্ন কালী মন্দিরের মাঠে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাঠের আয়তন তুলনামূলক ছোট হওয়ায় এবার রায়ডাক চা বাগানের খেলার মাঠকে বিকল্প সভাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানান, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে বিপুল মানুষের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কার্তিকা চা বাগানের কালী মন্দির সংলগ্ন মাঠটি ছোট হওয়ায় সেখানে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে জায়গার সমস্যা হতে পারে। রায়ডাক চা বাগানের খেলার মাঠটি তুলনামূলক বড়। সেখানে অনুষ্ঠান হলে দর্শক ও আমন্ত্রিতদের বসার জায়গা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।

### বৈঠক

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে দলের জেলা এসটি মোর্চার সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জনজাতি গৌরব দিবস পালন নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতেই এদিন বৈঠক হয়। জেলার কোন এলাকায় কীভাবে ওই দিনটি পালন হবে সেটা নিয়ে আলোচনা হয় সংগঠনের জেলা নেতাদের সঙ্গে।

# ভবন আছে, বিদ্যুৎ নেই

## আলিপুরদুয়ারে চালুর অপেক্ষায় ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** ঝকঝকে নতুন দুটো চারতলা ভবন। একটায় ১০০ বেড, অন্যটায় ৫০। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার মান বাড়াতে এই জোড়া ভবনের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন জেলার মানুষ। কিন্তু ভবন তৈরির কাজ প্রায় শেষ হলেও, রোগীদের জন্য তা পুরোপুরি খুলে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, সেই চিরাচরিত সমস্যা— বিদ্যুৎ। পরিকাঠামো প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতের অভাবে কার্যত থমকে রয়েছে নতুন ভবনের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক (সিসিবি) চালুর প্রক্রিয়া। কবে মিটবে এই সমস্যা, তা নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, এই সমস্যা সাময়িক। দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগের জট কাটলেই নতুন ভবন পুরোদমে চালু করা সম্ভব হবে। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল আশ্বস্ত করে বলেন, 'নতুন ভবনের বিদ্যুতের সমস্যা ছিল, সেটা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। হয়তো কালীপুজোর পর থেকেই ওই ভবনে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

জেলা হাসপাতাল চত্বরে কান পাতলেই এখন এই নতুন দুই ভবনের কথা শোনা যায়। ১০০ বেডের চারতলা ভবনের নীচতলায় ইতিমধ্যেই হাসপাতালের কয়েকটি বিভাগের বহির্বিভাগ পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ৫০ বেডের



*চালুর অপেক্ষায় হাসপাতালের সিসিবি ভবন।*

> **নতুন ভবনের বিদ্যুতের সমস্যা ছিল, সেটা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। হয়তো কালীপুজোর পর থেকেই ওই ভবনে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে যাবে।**
>
> ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল
> *সুপার, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল*

যে ভবনে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক হওয়ার কথা, সেখানে কিছু খুঁটিনাটি কাজের পাশাপাশি বিদ্যুতের সংযোগ এখনও দেওয়া হয়নি। ফলে অত্যাধুনিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য তৈরি ভবনটি এখনও ব্যবহারের যোগ্য হয়ে ওঠেনি।

জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে হাসপাতালের জন্য একটি আলাদা বিদ্যুৎ লাইন দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে আলাদা ট্রান্সফর্মারও রয়েছে। এই পুরো বৈদ্যুতিক কাঠামোর তদারকি করে পূর্ত দপ্তরের ইলেক্ট্রিক্যাল বিভাগ। পুরোনো নিয়ম মেনেই এতদিন হাসপাতালের পুরোনো ভবনগুলির পাশাপাশি নতুন ১০০ বেডের ভবনে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে নতুন সিসিবি ভবনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে। এই ৫০ বেডের পুরো ভবনটি সেন্ট্রাল এসি-র আওতাভুক্ত। ফলে, এই ভবনে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন। বর্তমানে বিদ্যুৎ দপ্তরের দেওয়া সংযোগ দিয়ে এই বিশাল বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। এই ঘাটতি মেটাতেই এবার হাসপাতাল চত্বরে একটি নতুন সাব-স্টেশন তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছে, কালীপুজোর পরই এই সাব-স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হবে। তবে সেই কাজ কতটা দ্রুত এগোবে, তা নিয়েই সন্দিহান ওয়াকিবহাল মহল। পূর্ত দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, 'আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই ভবনের জন্য আলাদা বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন জানিয়েছিলাম। অনুমতি মিলেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

এই সিসিবি ভবন নিয়ে বিতর্কের জল অবশ্য কম ঘোলা হয়নি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি এই অসম্পূর্ণ ভবনের উদ্বোধন করে দেওয়ায় তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেছিল বিরোধীরা। সরকার বদলের পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেলেও ভবনের কাজ পুরোপুরি শেষ না হওয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এখন সবার নজর হাসপাতালের ওই নতুন সাব-স্টেশনের দিকে। বিদ্যুতের সমস্যা মিটলেই কি বন্ধ হবে সমস্ত বিতর্ক? উত্তর মিলবে আগামীদিনে।

## গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ

**জয়গাঁ, ৫ নভেম্বর :** তোর্ষা চা বাগান সংলগ্ন গোটি বাড়িতে জমির ক্ষতিপূরণের দাবিতে আন্দোলনরত ১১ জনকে সোমবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার জমি বাঁচাও সমিতি একটি সভার আয়োজন করে। তোর্ষা বাগানের কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই সভায় ডুয়ার্স ও তরাইয়ের বিভিন্ন এলাকার মানুষ যোগ দেন। সভায় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ৬ নভেম্বরের মধ্যে ধৃতদের জামিন এবং পুলিশ মামলা প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ধৃতদের মুক্তির আগে প্রশাসনের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আন্দোলনে সমর্থন জানান পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ক্রিশ্চিয়ান খাড়িয়া।

## চক্রান্তের অভিযোগ

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** ২ নভেম্বর আলিপুরদুয়ারের এক তরুণের বাড়িতে হামলা এবং তাঁর মাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। নিজেকে বিজেপি কর্মী পরিচয় দেওয়া ওই তরুণের পরিবারের তরফে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। হামলাকারীরা বিধায়ক পরিতোষ দাসের নামে স্লোগান দেয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার পরিতোষ বলেন, 'আমাকে বদনাম করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। আমাকে বদনাম করার জন্য আমার নাম করে হামলা করা হতে পারে। এই ঘটনার তদন্ত চাই। কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার ফিরে পুলিশকে চিঠি দেব।'

## মদ বাজেয়াপ্ত

**মাদারিহাট, ৫ নভেম্বর :** বুধবার রাতে মাদারিহাট পূর্ব খয়েরবাড়িতে অভিযান চালিয়ে দুর্গাপ্রসাদ সন্ন্যাসী নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাদারিহাট থানার পুলিশ। তাঁর দোকান থেকে ৪৫ বোতল মদ এবং প্রচুর শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাদারিহাট থানার ওসি জগদীশ রায়।

## মন্ত্রীর পরিদর্শন

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৫ নভেম্বর :** আগামী ৯ নভেম্বর হ্যামিল্টনগঞ্জে শুরু হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কালীপুজোর মেলা। বৃহস্পতিবার কালীবাড়ি ও মেলা প্রাঙ্গণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। বিশাল আয়োজকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুজোর সময় দুর্ঘটনা এড়াতে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে।' এবার এই পুজোর ১১০তম বর্ষ। মেলার ৯২তম বছর।

## ধৃত চার

**মাদারিহাট, ৫ নভেম্বর :** বুধবার গভীর রাতে মাদারিহাটের রবীন্দ্রনগরের একটি জুয়ার আসরে অভিযান চালায় মাদারিহাট থানার পুলিশ। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাদারিহাট থানার ওসি জগদীশ রায় বলেন, 'জুয়ার আসর থেকে নগদ ১৩ হাজার ১০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

## সচেতনতা

**ফালাকাটা, ৫ নভেম্বর :** বাল্যবিবাহ, মানব পাচার ও মাদক ব্যবহারের কুফল বিষয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল ফালাকাটা থানার দুর্গাবাহিনী। বৃহস্পতিবার শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের হেমপাড়া এলাকায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

## গুম্ফা দর্শন

**জয়গাঁ, ৫ নভেম্বর :** বৃহস্পতিবার সকালে জয়গাঁয় আসেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। জয়গাঁ শহরের রামগাঁওয়ে একটি গুম্ফা দর্শন করেন তিনি। এরপর গুম্ফার ধর্মগুরুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে ভুটানে ফিরে যান।



*কোহিনুর চা বাগানের বন্ধ ফ্যাক্টরি।*

# ভেস্তে গেল কোহিনুরের বৈঠক

**রাজু সাহা**

**শামুকতলা, ৫ নভেম্বর :** মালিকের উপস্থিতিতেই ক্ষোভে ফেটে পড়লেন চা শ্রমিকরা। 'এই মালিক চাই না, এই মালিকের সঙ্গে আমরা কোনও আলোচনা করব না'— স্লোগান তুলে বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন মহিলা শ্রমিকদের একাংশ। এরপর মালিকপক্ষও সভা ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বৃহস্পতিবার শ্রম দপ্তরের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এই ঘটনায় ভেস্তে যায় কোহিনুর চা বাগানের সমস্যা সমাধানের আলোচনা। ফলে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা ফের অনিশ্চিত হয়ে পড়ল।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন কোহিনুর চা বাগানের মালিক কেশব সিনহা। তিনি সভায় উপস্থিত হতেই শ্রমিকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, বর্তমান মালিকের সঙ্গে আর কোনও আলোচনা করতে রাজি নন তাঁরা। মালিকের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে একের পর এক স্লোগান দিতে থাকেন শ্রমিকরা। এরপর তাঁরা বৈঠকস্থল ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরে মালিকপক্ষও সভা ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর কেশব বলেন, 'আমরা বাগান খুলতে চাই। কিন্তু বাগান খুললে কিছু বালি মাফিয়া ও জমি মাফিয়ার সমস্যা হবে। তারাই শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। এটা চা বাগানের পক্ষে ভালো নয়। শ্রমিকরা বিষয়টি বুঝতে পারলে ভালো হয়।'

বিজেপির শ্রমিক নেতা সুরুজ পান্ডে বলেন, 'এই মালিক প্রতারক। শ্রমিকদের নানাভাবে শোষণ করে যাচ্ছেন। প্রাপ্য বোনাস, মজুরি দিচ্ছেন না। মজুরি থেকে পিএফ কেটে নিয়েও সেই টাকা জমা করছেন না। তাঁকে শ্রমিকরা চাইছেন না। এখন মিথ্যে অভিযোগ তুলে বিভ্রান্তি ছড়াতে চাইছেন। আমরা চাই সরকার পদক্ষেপ করে নতুন মালিকের হাতে বাগান তুলে দিক।'

অন্যদিকে, সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন বলেন, 'এই মালিকের দ্বারা শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতারিত হয়ে আসছেন। বারবার বাগান খোলার আশ্বাস দিয়ে শ্রমিকদের প্রতারিত করা হয়েছে। এখন শ্রমিকরা এই মালিককে আর চাইছেন না। আমরা চাই, সরকার এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক।'

কোহিনুর চা বাগানে মোট ৮৮৮ জন শ্রমিক রয়েছেন। দৈনিক ২৫০ টাকা মজুরিও নিয়মিত মিলছে না বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের চারটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া রয়েছে। পাশাপাশি স্টাফদের চার মাস এবং সাব-স্টাফদের দুই মাসের বেতন আটকে রয়েছে। আর্থিক অনটনের জেরে বাগানের বহু শ্রমিক কাজ ছেড়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। রোহিত ওরাওঁ, সঞ্জয় ওরাওঁ, প্রতাপ মাহালির মতো শ্রমিকরা কাজের সন্ধানে বাইরে চলে গিয়েছেন। আবার অনেকে বাগানে থেকেও আশপাশের গ্রামে দিনমজুরির কাজ করে সংসার চালাচ্ছেন। দীর্ঘদিনের বকেয়া মজুরি, কর্মীদের বেতন এবং বাগানের ভবিষ্যৎ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। এদিনের বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় সেই সমস্যার সমাধান আরও পিছিয়ে গেল। দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাগানের অচলাবস্থা কাটানোর দাবি উঠেছে।

# অভিযান শেষ হতেই উধাও স্বাস্থ্যবিধি

## হুঁশ ফিরছে না হোটেল-রেস্তোরাঁ মালিকদের

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** বারবার অভিযান, সতর্কবার্তা ও নির্দেশিকা জারি করেও হোটেল-রেস্তোরাঁর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ছবিটা বদলাচ্ছে না। অভিযান চলাকালীন তৎপরতা দেখা গেলেও অভিযান শেষ হতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উধাও হয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি। এমনই অভিযোগ উঠছে আলিপুরদুয়ার শহরের একাধিক হোটেল ও রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে। কোথাও অস্বাস্থ্যকর রান্নাঘর, কোথাও আবার ফ্রিজে মজুত বাসি-পচা খাবার। বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের মাধব মোড় সংলগ্ন একাধিক নামকরা হোটেলে অভিযান চালিয়ে এমনই পরিস্থিতি দেখলেন ফুড সেফটি ও ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের কর্তারা।

এদিন বিকেলে পাঁচ-ছয়টি হোটেলের রান্নাঘর থেকে শুরু করে খাবার পরিবেশনের ক্ষেত্রে কতটা স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে অভিযান চালানো হয়। সেই সময় বেশ কয়েকটি হোটেলে অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি নজরে আসে। মজুত রাখা বাসি ও পচা খাবার ফেলে দেন ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা। বারবার সতর্ক করার পরেও হোটেল ও রেস্তোরাঁর একাংশের মালিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

ফুড সেফটি অফিসার তাপস সরকার বলেন, 'হোটেল ও রেস্তোরাঁয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশিকা

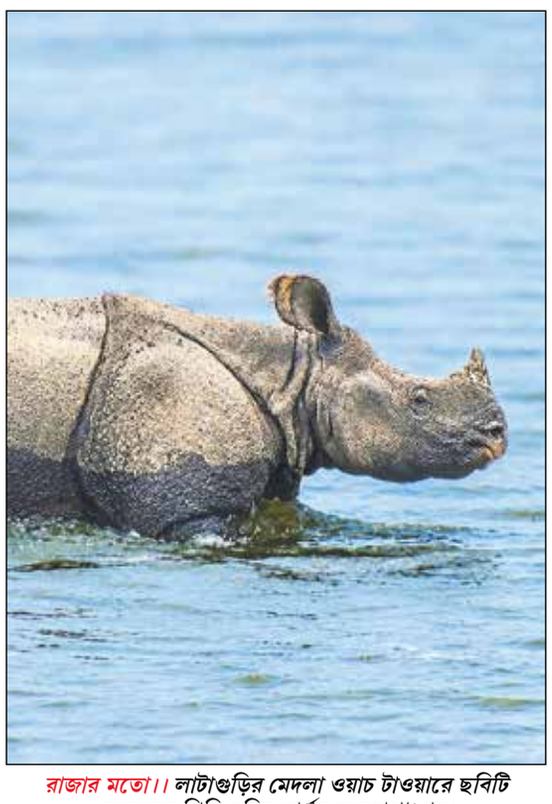


*আলিপুরদুয়ার শহরে ফুড সেফটি দপ্তরের অভিযান। বৃহস্পতিবার।*

রয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু জায়গায় এখনও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নজরে পড়ছে। তাঁদের ফের সতর্ক করা হয়েছে।'

পুজোর আগেই আলিপুরদুয়ার শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হয়েছিল। সেই সময়ও কয়েকটি হোটেলের রান্নাঘরে দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ দেখে অবাক হতে হয়েছিল সকলকে।

বিশেষ করে ফ্রিজে কয়েক দিনের পুরোনো মাছ, মাংস, বাটা মশলা-সহ বিভিন্ন খাবারের সামগ্রী মজুত করে রাখার অভিযোগ উঠেছিল। এমনকি একাধিক জায়গায় বাসি ও পচা মাছ-মাংস ফেলে দিতে হয়েছে। পাশাপাশি খাবার পরিবেশন ও রান্নার সময় নির্দিষ্ট পোশাক পরা, হ্যান্ড গ্লাভস ও মাস্ক ব্যবহার এবং মাথা ঢেকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্ট্রিট ফুডের দোকানেও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির অভিযোগ ওঠায় অভিযান চালানো হয়েছে। কিন্তু শুধু অভিযান চালিয়েই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে নিয়মিত নজরদারির অভাবকেই এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এবার থেকে হোটেল, রেস্তোরাঁ ও মিষ্টির দোকানগুলিতে নিয়মিত অভিযান চালানোর আশ্বাস দিয়েছেন ফুড সেফটি দপ্তরের কর্তারা।



*রাজার মতো।। লাটাগুড়ির মেদলা ওয়াচ টাওয়ারে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

# গাঁজা রুখতে ড্রোন অভিযান

**ফালাকাটা, ৫ নভেম্বর :** গাঁজা চাষ রুখতে এবার ড্রোনের সাহায্যে অভিযান চালাল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা, শালকুমার, দেওগাঁও, জটেশ্বর, গুয়াবরনগর ও ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান চলে। পুলিশের আধিকারিকরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অভিযানে নামেন। কিছু এলাকায় অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা থানার আইসি তমাল দাস।

প্রথমে ড্রোনের সাহায্যে বিভিন্ন বাড়ির উঠোনে গাঁজা চাষ হচ্ছে কি না, তা চিহ্নিত করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট বাড়িগুলিতে গিয়ে গাঁজা গাছ কেটে ফেলে পুলিশ। পরে সেগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

ফালাকাটা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গড়ে ৮-১০টি বাড়ির উঠোনে গাঁজা গাছের সন্ধান মিলেছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০টি বাড়ির উঠোন থেকে গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি, পরিবারের সদস্যদের ভবিষ্যতে গাঁজা চাষ না করার জন্য সতর্ক করেছে পুলিশ। তবে কোনও চাষের জমিতে গাঁজা চাষের সন্ধান মেলেনি।

নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। অন্যদিকে এদিন জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। ডালিমপুর, কাঠালবাড়ি ও ক্ষীরেরকোট এলাকার একাধিক বাড়িতে গাঁজাগাছ পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। গাঁজাগাছগুলি পুলিশ পুড়িয়ে দেয়। এদিন প্রায় ৩০ টি বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

# অনলাইন নথিভুক্তি

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন শুরু হল 'আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স রান'-এর। ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে আয়োজিত হওয়ার কথা এই কর্মসূচির। ৫ কিলোমিটার দৌড়ে অংশ নিতে ২০০ টাকা ফি ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া ১০ এবং ২১ কিলোমিটার দৌড়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ৪০০ টাকা। পাশাপাশি ডুয়ার্স রানের তিন বিভাগে তিন ধরনের টি-শার্টের নকশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এর আগে অনলাইনে আবেদন জমা নেওয়া শুরু হতে দেশ-বিদেশের দৌড়বিদরা অংশ নিয়েছিলেন। তবে গতবছর অনলাইন আবেদন জমা নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবছর আবার অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হতেই আগের মতো বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশ নেবেন বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ জানান, ডুয়ার্স রানের অনলাইন আবেদনে ভালো সাড়া মিলেছে। ওয়েবসাইটে গিয়ে তিন বিভাগে আবেদন করা যাবে।



*মণ্ডপের পথে।। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

# মোমে কাটছে প্রতিবন্ধকতার আঁধার

**সুভাষ বর্মন**

**পলাশবাড়ি, ৫ নভেম্বর :** কেউ স্নাতক উত্তীর্ণ। কেউ স্কুলে পড়ছে। তবে এই পড়ুয়ারা বিশেষভাবে সক্ষম। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে এই পড়ুয়ারা স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে মোমবাতি তৈরি করছে। দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষ্যে সংস্থার স্কুলে তাঁদের মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেই মোম স্থানীয় হাটে বিক্রি হওয়ায় পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ বেড়েছে।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রশান্ত বর্মন ও হরদীপ ওরাওঁ বিএ পাশ করে বেকার ছিলেন। অন্যদিকে, সীমা বর্মন কলেজে পড়ছেন। সুপিংকর বর্মন, মহাদেব বর্মন, শুভঙ্কর বর্মন ও রাধিকা মুন্ডা ওই সংস্থার স্কুলে পড়াশোনা করে। অস্থি সংক্রান্ত সমস্যা বা বধিরতার মতো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তারা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে।

হরদীপের কথায়, 'মোম বানিয়ে অর্থ উপার্জনে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে।' দুর্গাপুজোর আগে সংস্থার পক্ষ থেকে মোম তৈরির ডাইস ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আনা হয়। প্রশিক্ষণের পর তাঁরা প্রতিদিন স্কুলে দুই থেকে তিন ঘণ্টা মোমবাতি তৈরি করছেন। শিক্ষকরা তাঁদের পরিচালনা ও সাহায্য করছেন। শিক্ষিকা শাশ্বতী রায়প্রধান জানান, পড়ুয়ারা ইতিমধ্যে আড়াই থেকে পাঁচ ইঞ্চি সাইজের এক হাজার প্যাকেট মোমবাতি তৈরি করে ফেলেছে। পলাশবাড়ির শিলবাড়ি হাটে মোমবাতি বিক্রি করা হচ্ছে।

বিক্রির লভ্যাংশের একাংশ পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ওই শিক্ষিকা। সংস্থার প্রতিনিধি রাখি অধিকারী বর্মন বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের মনের জোর বাড়াতে ও স্বনির্ভর করে তুলতে এই উদ্যোগ।' কাজের সুযোগ পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও।



*বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি। পলাশবাড়িতে।*

> **বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের মনের জোর বাড়াতে ও স্বনির্ভর করে তুলতে এই উদ্যোগ।**
>
> রাখি অধিকারী বর্মন
> *স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি*

## দুর্ঘটনায় জখম বৃদ্ধ

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** আলিপুরদুয়ার নিউটাউন এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক বৃদ্ধ। বৃহস্পতিবার দুপুরে চৌপথি থেকে একটি যাত্রীবাহী টোটো কোর্ট মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। সেসময় নিউটাউন মোড়ে এক বৃদ্ধ সাইকেল নিয়ে গলি থেকে মেইন রোডে উঠতে গেলে টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনায় সাইকেল আরোহীর পায়ে চোট লাগে। এরপর স্থানীয়দের তৎপরতায় সেই বৃদ্ধের প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হয়।

## কর্মসূচি

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** 'নেশামুক্ত ভারত' কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জংশন নর্থ পয়েন্ট এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে বিশেষ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এদিন সেই এলাকার একটি বেসরকারি ভবনে আয়োজিত ওই সেমিনারে স্কুল পড়ুয়া, অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নেশার ক্ষতিকর দিক ও সমাজে তার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ১৪৫ তারিখ : ০৪.১১.২০২৬।** সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং.: ১৪৫-এমএলডিটি-২৬ - ২৭; স্কোপ সহ কাজের নাম :** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/কো-অর্ড/মালদা, পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে বাকুড়ি/পাকুড় খাদান থেকে সব ধরনের আনুষঙ্গিক খরচ সহ বিওবিওয়াইএন ওয়াগনে ১৩৫০০০ ঘন মিটার যন্ত্রে গুঁড়ো করা শক্ত ট্র্যাক ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ, পরিচালনা ও বোঝাই করার কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডার মূল্য :** ২৬,৭৭,১০,৪০০,০০ টাকা; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৬.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড www.ireps.gov.in/ **ডিআরএম অফিস /মালদা টাউন।** টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিগুলি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। (MLD-239/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in - এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**পূর্ব রেলওয়ে**

সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৩; কাজের নাম :** 'অমৃত ভারত স্কিমের অধীনে (এইএন/জামালপুর) জামালপুর, মুঙ্গের এবং সুলতানগঞ্জ স্টেশনের সন্টওয়্যার আধুনিকীকরণের পিএইচ-I-এর অবশিষ্ট অংশের কাজ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য :** ১,৬২,৮৯,৩২২.০১ টাকা; **বায়না অর্থ :** ৩,২৫,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড:** ওয়েবসাইট : www.

সোনার নেকলেস ও কানের দুল




সোনার চেইন




ডায়মন্ড নেকলেস ও কানের দুল






থেকে ৩০ অক্টোবর ৪ নভেম্বর ২০২৬

# ধনতেরস উৎসব

আর মাত্র ৩ দিন

## প্রতি ঘণ্টায় লাকি-ড্র

জিতুন এয়ার ফ্রায়ার, স্মার্ট ওয়াচ, ট্রলি ব্যাগ, শাড়ির ডালা, কাঁসার থালা, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স ও আরও অনেক কিছু।

## সুবর্ণ সুযোগ !

পুরোনো সোনা দিন, হলমার্ক* সোনার রেট নিন ও মজুরিতে অতিরিক্ত ₹1,000 ছাড় পান (প্রতি 10 গ্রামে)।

**আজ ধনতেরস !**
সব শোরুম আজ রাত ১২ টা পর্যন্ত খোলা

সোনার গয়নায়
**₹7,000 + ₹1,000**
**নিঃশর্ত ছাড়!**
(মজুরিতে) প্রতি 10 গ্রামে

হিরের গয়নায়
**50% পর্যন্ত ছাড়!#**
(মজুরিতে)

রুপোর গয়নায়
**10% ছাড়!**

কস্টিউম গয়নায়
**25% পর্যন্ত ছাড়!**

গ্রহরত্নে
**10% ছাড়!****

লাকি-ড্র তে
**₹10,000 এর**
গিফ্‌টি জেতার সুযোগ

*শর্তাবলী প্রযোজ্য। **হিরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। # ₹২৫,০০০ মূল্যের একটি হিরের গয়না কেনার উপর প্রযোজ্য। *শর্তাবলী প্রযোজ্য।

# অঞ্জলি জুয়েলার্স

## সবার জন্য

Giffy Gift Voucher
উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম

আমাদের সব শোরুমই নিজস্ব
কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি আউটলেট নেই

অনলাইনে কিনুন
স্ক্যান করুন www.anjalijewellers.in
Google Play / App Store অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন

UP TO ₹5,000 EXTRA CASHBACK# SBI card

#Min. Trxn.: ₹30,000; Max. Cashback: ₹5,000 per card account; Validity: 02 Nov - 08 Nov 2026. T&C Apply.

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ৯১৪৭১ ৮২০১৪ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বউবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ৬২৯২২ ৬৪৮০৫ চুঁচুড়া খড়ুয়াবাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৮৬৯৫২ ৯৩৯৯৭ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৬২৯২২ ৯৭৫১১ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ কাটোয়া - ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩ তমলুক - ৬২৯২৩ ৩৪২৭২ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ বারুইপুর - ৯১৪৭৩ ৮৬০৯২ বালুরঘাট - ৯১৪৭৩ ৬৪৫৭৬ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ নয়াদিল্লি - ৯৩১১২ ৩০৬৭১। এছাড়া আমাদের আর কোনও শাখা নেই।

ফলো করুন: anjalijewellerskolkata | anjalijewellersbharat | anjalijewellers@anjalijewellers | @anjalijewellers1992

Page29/AJ/1126

## পৃথিবীর পাঠশালা

### ছোট্ট শিশুর চারপেয়ে ত্রাতা



আমেরিকার অ্যারিজোনার এক দুর্গম পাহাড়ি এলাকা। গত এপ্রিলে সেখান থেকেই হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় দু'বছর বয়সি ছোট্ট বোডেন। গায়ে শুধুই পাতলা পোশাক। চারদিকে তখন পাহাড়ি সিংহ আর ভয়ংকর সব বন্যপ্রাণীর ভয়। চল্লিশজনের উদ্ধারকারী দল আর হেলিকপ্টার দিয়ে সারারাত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শিশুটির কোনও হদিস মেলেনি। ঠিক তখনই গল্পের মোড় ঘুরিয়ে দেয় বুফোর্ড নামের এক পাহারাদার কুকুর। শিশুটিকে একা দেখতে পেয়ে ওই কুকুরটি সারারাত তাকে আগলে রাখে। প্রায় ষোলো ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে সাত মাইল দূরে তাকে উদ্ধার করা হয়। গায়ে সামান্য আঁচড় ছাড়া শিশুটির আর কোনও চোটই ছিল না।



### অমর সামুদ্রিক প্রাণী

পৃথিবীতে এমন এক প্রাণী আছে, যার মৃত্যু নেই বললেই চলে। নাম টারিটপসিস ডোরনি। এক বিশেষ প্রজাতির জেলিফিশ এরা। এদের নিয়মটা একটু অদ্ভুত। বুড়ো হয়ে গেলে এরা সাধারণ প্রাণীর মতো মারা যায় না। উলটে নিজেদের কোষগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে একদম শিশু অবস্থায় ফিরে যায়। বয়স বাড়লেই শরীর গুটিয়ে ছোট্ট মাংসপিণ্ডে পরিণত হয় আর সেখান থেকেই শুরু হয় এদের নতুন জীবন। কোনও শিকারি প্রাণী এদের গিলে না খেলে, সমুদ্রের বুকে এরা আক্ষরিক অর্থেই অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারে।



### এক ভবনে পুরো শহর

আমেরিকার আলাস্কার হুইটিয়ার শহরে গেলে আপনার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। কারণ পুরো শহরে আলাদা করে কোনও বাড়িই চোখে পড়বে না। চারদিকে পাহাড় ঘেরা এই শহরের প্রায় তিনশো বাসিন্দা থাকেন কেবল একটিমাত্র বিশাল বহুতল ভবনের ভেতর। আস্ত শহরটাই যেন ঢুকে গেছে এক ছাদের তলায়! সেই একই ভবনের ভেতর মুদির দোকান থেকে শুরু করে ডাকঘর, হাসপাতাল এমনকি একটা স্কুলও রয়েছে। বাইরের হাড়কাঁপানো ঠান্ডা আর তুষারপাতের হাত থেকে বাঁচতেই শহরের সবাই মিলে এক ছাদের নীচে এই অদ্ভুত সমাজ গড়ে তুলেছেন।

### ঘুমন্ত ভোঁদড়ের হাত ধরাধরি

সমুদ্রের বুকে ভেসে থাকার সময় সামুদ্রিক ভোঁদড়দের এক অদ্ভুত মিষ্টি অভ্যাস চোখে পড়ে। রাতে যখন এরা ঘুমায়, তখন একে অপরের হাত শক্ত করে ধরে রাখে। আসলে গভীর সমুদ্রে ঘুমন্ত অবস্থায় স্রোতের টানে যাতে কেউ দূরে ভেসে না যায়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। মা ভোঁদড়রা আবার অনেক সময় বুকের ওপর ছানাদের রেখে সামুদ্রিক শ্যাওলা দিয়ে নিজেদের শরীরটাকে ভালো করে পেঁচিয়ে নেয়। এতে স্রোতের মধ্যেও নিশ্চিন্তে ঘুম দেওয়া যায়। টিকে থাকার লড়াইয়ে এমন মিষ্টি একটা উপায় সত্যিই অবাক করার মতো।



## মাতৃহারা নাবালকদের আপাতত ঠাঁই হোমে

# মুণ্ড কাটার মামলায় ধৃত শাশুড়িও

**রাজু হালদার**

**গঙ্গারামপুর, ৫ নভেম্বর :** গঙ্গারামপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সীমা ঘোষকে খুনের ঘটনায় সীমার স্বামী রিন্টু ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বুধবারই। স্ত্রীর কাটা মুণ্ড কোলে নিয়ে মন্দিরের বেদিতে রিন্টুর বসে থাকার ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। রিন্টুর স্ত্রী সীমার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগে ভিত্তিতে বুধবার রিন্টুর মা বাণী ঘোষকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছিল। জেরায় তাঁর বক্তব্যে অসংগতি থাকায় বৃহস্পতিবার তাঁকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুণ্ডচ্ছেদ করে খুনের সেই ঘটনার তদন্তে জলপাইগুড়ি থেকে গঙ্গারামপুরে পৌঁছাল ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের বিশেষ দল।

বুধবারের সেই ঘটনার পর থেকে গোটা নারায়ণপুর ঘোষপাড়া এলাকা আতঙ্কে যেন মুখে কুলুপ এঁটেছে। রাস্তাঘাটে লোকজনের দেখাও সেভাবে মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ গাড়ি নিয়ে রিন্টুর বাড়ির সামনে পৌঁছান পাঁচজনের ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের দল। সঙ্গে ছিল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশও। শুনসান ঘোষপাড়ায় এদিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর স্থানীয়দের জটলা দেখা যায়।

এদিন ঘণ্টা দেড়েক রিন্টুর বাড়িতে ছিল ফরেন্সিক টিম। প্রথমে বিশেষজ্ঞরা পুলিশের কাছে খুনের ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেন। তারপর সোজা ওই বাড়ির দোতলায় চলে যান। দোতলায় ৩টি ঘর রয়েছে। সবক'টি ঘর তন্ন তন্ন করে পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষ করে যে ঘরে গৃহবধূকে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, সেখানে বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘক্ষণ অনুসন্ধান চালান এবং বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন। ঘণ্টাখানেক তো তাঁরা দোতলাতেই কাটান। তারপর তাঁরা দোতলা থেকে নেমে ঢোকেন বাড়ি সংলগ্ন সেই মন্দিরে। মন্দিরের বেদিতে, যেখানে স্ত্রীর কাটা মুণ্ড নিয়ে বসেছিলেন রিন্টু, সেই জায়গাটি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেন তাঁরা। সেখান থেকে রক্তের নমুনা, হাতের ছাপ সহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন। একজন বিশেষজ্ঞ প্রথমে স্কেল বের করে বেদির যে



*ধৃত বাণী ঘোষকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার।*

জায়গায় রিন্টু বসেছিলেন সেই জায়গা মাপামাপি করেন। তারপর পকেট থেকে ফিতে বের করে সেই বেদি সহ গোটা মন্দির মাপজোখ করেন। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটান তাঁরা।

এই গোটা কর্মকাণ্ড যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ বাড়ির সামনে ভিড় করেছিলেন আশপাশের লোকজন। তবে বুধবার যেমন আশপাশের লোকজনের ভিড় উপচে পড়েছিল, এদিনের ছবিটা তেমন ছিল না। আর স্থানীয়দের কেউ মুখ খুলতে চাইছেন না। এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফরেন্সিক দলের এক সদস্য প্রথমে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন। রিন্টু ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে কিছু তথ্য জোগাড় করার চেষ্টাও করেন। সেই মহিলা প্রথমে কয়েক মিনিট কথাও বলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর নজর পড়ে যায় বিশেষজ্ঞের পোশাকে লাগানো ছোট্ট ক্যামেরায়। মুহূর্তে ফিশফাশ শুরু হয়ে যায়, 'ক্যামেরায় সব রেকর্ড করছে ওরা।' ব্যাস আর কেউ কথা বলতে রাজিই হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটা মিল অবশ্য ছিল। সেটা হল, সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করতে চাননি কেউই।

অন্যদিকে, মৃতার স্বামী রিন্টুকে এদিন গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তাঁকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক। এদিন শারীরিক পরীক্ষা করার সময় ও আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও রিন্টুকে বহালতবিয়তে দেখা যায়। স্ত্রীকে কেন খুন করলেন, প্রশ্ন করায় সংবাদমাধ্যমের সামনে চড়া মেজাজ দেখান অভিযুক্ত। তাঁর জবাব, 'স্ত্রীকে আপনারাই মেরেছেন। আমার বৌ কোনও দোষ করেনি, দোষ করানো হয়েছিল।' আবার কখনও বলেছেন, 'মেডিকেলে নিয়ে গিয়ে আমাকে কাটুন। দোষ করেছি, শাস্তি হবে।'



*ঘটনাস্থলে তদন্তে ফরেন্সিকের দল। বৃহস্পতিবার। ছবি- চয়ন হোড়*

# 'খুনি'র দুই ছেলে নির্বিকার

**গঙ্গারামপুর, ৫ নভেম্বর :** মা নেই। সদ্য বাবার হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। সেই ঘটনায় ধৃত বাবা আপাতত জেলে। কবে ছাড়া পাবেন, তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। এই পরিস্থিতিতে ঘোষ দম্পতির দুই নাবালক সন্তানের ঠাঁই হতে পারত ঠাকুমার কাছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার তাঁকেও তো গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফলে গঙ্গারামপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষপাড়ার বাসিন্দা রিন্টু ঘোষ ও সীমার দুই ছেলে এখন কার্যত অনাথ। অভিভাবক বলতে কেউ নেই। সপ্তম ও প্রথম শ্রেণিতে পাঠরত দুই নাবালকের ঠাঁই হয়েছে বালুরঘাটের একটি হোমে। অদূর ভবিষ্যতে মামার বাড়িতে বা অন্য কোনও পরিজনের বাড়িতে তারা আশ্রয় পাবে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর জানে না কেউ।

স্ত্রীকে খুনে ধৃত রিন্টুর মানসিকতা ও তাঁর শরীরী ভাষা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই তাঁর দুই সন্তানের আচরণও বর্তমানে এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশকর্মীদেরও চর্চার বিষয়। চোখের সামনে এমন বীভৎস ঘটনা দেখার পরও কীভাবে বছর ছয়েক ও বছর বারোর ওই দুই নাবালক এতখানি নির্বিকার ছিল, সেই প্রশ্নই ভাবাচ্ছে সবাইকে। রিন্টুকে গ্রেপ্তার করার পর তদন্তের স্বার্থে ওই দুই নাবালককে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হোমে যাওয়ার পর্যন্ত থানাতেই দীর্ঘ সময় তাদের কাটাতে হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হল, তাদের চোখে-মুখে কোনও আতঙ্কের ছাপ ছিল না। দুশ্চিন্তারও ছিল না। পুলিশকর্মী ও স্থানীয়রা মনে করছেন, এমন নৃশংস ঘটনা দেখার পর হয়তো তারা শোকে পাথর হয়ে গিয়েছে। দুই ভাইয়ের কেউই নাকি একদম কান্নাকাটিও করেনি। হোমে পাঠাবার সময়ও তাদের চোখ ছিল শুকনোই। থানায় দুঁদে তদন্তকারী আধিকারিকরাও ওই দুই নাবালকের শরীরী ভাষা দেখে বিস্মিত।

বুধবার যখন রিন্টুর বাড়ির সামনে লোকজন জড়ো হয়, তখন মন্দিরের বেদির ওপর স্ত্রীর কাটা মুণ্ড কোলে নিয়ে দু'হাত তুলে অদ্ভুত এক ভঙ্গিমায় বসেছিলেন রিন্টু। আর তাঁর দুই ছেলে বাবার পাশেই ছিল হাত জোড় করা ভঙ্গিমায়। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁরা সেই দৃশ্য দেখেছেন, তাঁদের আতঙ্ক এখনও কাটেনি। অথচ সেই সব প্রতিবেশীদেরই বয়ান অনুযায়ী, ওই দুই শিশু তখনও নাকি দিব্যি নির্বিকারই ছিল। পরে যখন তাদের বাড়িতে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা আসেন, তখন তাঁদের প্রশ্নের জবাব তারা দুজন খুব শান্তভাবেই দিয়েছে। এসব ঘটনার মাঝেই পরিস্থিতি খানিক উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত এক পুলিশকর্মী রিন্টুকে ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন বড় ছেলে চিৎকার করে উঠে বলে, 'আমার বাবা নির্দোষ। বাবাকে কেউ ধরবে না।'

### ধনতেরাসে রত্ন ভাণ্ডারে উপহারের বন্যা

**শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর :** শিলিগুড়ির রত্ন ভাণ্ডার জুয়েলার্স ধনতেরাস উপলক্ষ্যে গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এসেছে আকর্ষণীয় অফার ও উপহারের ডালি। শুক্রবার তারা বিশেষভাবে 'ধনতেরাস উৎসব'-এর আয়োজন করেছে। এই উৎসবে সোনার গয়না গড়ার মজুরিতে ৩৫ শতাংশ এবং হিরের গয়নার মজুরিতে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত বিপুল ছাড় দেওয়া হচ্ছে। কেনাকাটার ওপর রয়েছে তাকলাগানো সমস্ত উপহার। ৩-৭ গ্রাম সোনার গয়নায় একটি রুপোর কয়েন, ১০-২০ গ্রামে সাউন্ড সিস্টেম, ৩০-৪০ গ্রামে ফ্রিজ এবং ৪০ গ্রামের বেশি গয়না কিনলে মিলছে একটি ওয়াশিং মেশিন।

ধনতেরাসে সোনা কেনা শুভ বলে মানা হয়, তাই গ্রাহকদের সুবিধার্থে সকাল ৯টা ১ মিনিট থেকে রাত ৯টা ১২ মিনিট পর্যন্ত কেনাকাটার শুভ সময় ঘোষণা করেছে রত্ন ভাণ্ডার। এর মধ্যে সকাল ১১টা ৪৭ মিনিট থেকে দুপুর ২টো ৩৮ মিনিট, বিকেল ৩টে ২৩ মিনিট থেকে ৪টে ৩২ মিনিট এবং বিকেল ৫টা ৪৩ মিনিট থেকে রাত ৯টা ১২ মিনিট পর্যন্ত কেনাকাটার সেরা সময় হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। উৎসবের দিন দোকানে গ্রাহকদের ঢল নামবে বলেই আশাবাদী প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর প্রশান্তকুমার দাস।

### ত্রাণ তহবিলে এক কোটি ভিআইটি'র

**নিউজ ব্যুরো**

**৫ নভেম্বর :** অর্ণব ও মুরাসু ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে এগিয়ে এল ভিআইটি বিশ্ববিদ্যালয়। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক কোটি টাকা অনুদান দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ডঃ জি বিশ্বনাথন। ৪ নভেম্বর অমরাবতীতে মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর হাতে তিনি অনুদানের ড্রাফট তুলে দেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন বিশ্বনাথন। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য শীর্ষ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

# জঞ্জালে মুখ ঢাকছে শহর

*প্রথম পাতার পর*

শহরবাসী দীপঙ্কর সাহার কথায়, 'বড়বাজারে কাপড় দিয়ে আবর্জনা ঢেকে রাখা হয়েছে। কিন্তু দুর্গন্ধ তো আর কাপড়ে আটকে থাকে না। আবর্জনা সরিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করাই তো পুরসভার কাজ।'

শুধু বড়বাজার নয়, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল চত্বরেও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে আবর্জনা। প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রোগী ও তাঁদের পরিজনরা হাসপাতালে আসেন। এমন একটি জায়গায় আবর্জনা পড়ে থাকা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

মায়া টকিজ রোডের ঝিল সংলগ্ন এলাকাতেও ছড়িয়ে রয়েছে বর্জ্য। জলাশয়ের আশপাশে প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা পড়ে থাকায় পরিবেশ দূষণের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। শহরের জলাশয়গুলি ঘিরে সৌন্দর্যায়ন ও সংরক্ষণের কথা বলা হলেও ঝিলপাড়ের এই চিত্র সেই উদ্যোগের কার্যকারিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলছে। নিউটাউন এলাকাতেও রাস্তার ধারে আবর্জনা জমে থাকতে দেখা যাচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় দিনের পর দিন একই জায়গায় বর্জ্য পড়ে থাকছে। কোথাও দুর্গন্ধে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, কোথাও আবার রাস্তা দিয়ে চলাচল করাই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে।

শহরের বাসিন্দা প্রণব সেনগুপ্ত বলেন, 'জলাশয়ের পাশে এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকলে পরিবেশের ক্ষতি হবে। শুধু সৌন্দর্যায়নের কথা মুখে বললে চলবে না, রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে।'

আরেক শহরবাসী শ্যামল দে বলেন, 'বিগত ১০-১৫ দিন ধরে এখানে আবর্জনা পড়ে রয়েছে। বর্তমানে উৎসবের মরশুম। কালীপুজোর আগে শহরের বিভিন্ন জায়গায় আলোর সাজ দেখা যাবে। কিন্তু সেই আলোর নীচেই যদি আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকে, তাহলে শহরের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবেই।'

## চাকরিতে জোর

*তিনের পাতার পর*

শিল্পপতিদের হাতে জমি তুলে দেয় সরকার। বাংলার শিল্পনীতিতে অবশ্য একটি শর্ত আছে। তা হল, জমি নেওয়ার তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করতে হবে। নাহলে সেই বরাদ্দ বাতিল হয়ে যাবে। শিল্পনীতি ঘোষণার মঞ্চে তাঁর ভাষণের অনেকটা শুভেন্দু ব্যয় করেন বিগত সরকারের সমালোচনায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকার আটটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজনে ৬৫০ কোটি টাকা খরচ করলেও শিল্প কিছুই হয়নি। শিল্পের নামে জমি নিয়ে ফেলে রাখার রেওয়াজে লাগাম পরেনি। ব্যাংক জালিয়াতিতে অভিযুক্ত কিংবা ইডি-সিবিআইয়ের মামলা থাকলে সেই শিল্পপতির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখবেন না বলেও শুভেন্দু সতর্ক করে দিয়েছেন। শিল্পপতিদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল চালু করা হচ্ছে, যেখানে অনলাইনে আবেদন থেকে শুরু করে অনুমোদন সবকিছুই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হবে। কোনও সরকারি দপ্তরের গড়িমসিতে প্রকল্প আটকে থাকলে, জবাবদিহি করতে হবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে। গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ৫০ থেকে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত সরকারি অনুদানের সংস্থান রাখা হয়েছে নয়া শিল্পনীতিতে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নির্দিষ্ট রূপরেখা নিয়ে ইতিবাচক যাত্রা শুরু করেছি আমরা। রাজ্যে প্রায় ২ কোটি শিক্ষিত বেকার তরুণ, ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক সহ সকলের স্বার্থে নতুন দিশা ও নতুন নীতি নিয়ে আমরা এগোতে চাইছি। পূর্বতন সরকার এসব আদৌ চিন্তাভাবনার মধ্যেই আনেনি।'



*মায়ের চক্ষুদান। কোচবিহার কুমোরটুলিতে জয়দেব দাসের তোলা ছবি। বৃহস্পতিবার।*

# চারদিনের পুলিশ হেপাজত

*প্রথম পাতার পর*

এলাকার রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খোঁজখবর নেওয়ার সময় সঞ্জিতের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েন ওই শিক্ষক। অভিযোগ, তারপর তাঁকে নির্জন এলাকায় ডেকে নিয়ে গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়া এবং এক লক্ষ টাকাও চাওয়া হয়। শেষপর্যন্ত ওই শিক্ষক নগদ ৫০ হাজার টাকা সঞ্জিতের হাতে তুলে দিলে সমস্যা মেটে।

চলতি বছর ১০ মার্চ সঞ্জিত আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। আর থানায় আগ্নেয়াস্ত্র জমা পড়ে ১৬ মার্চ। পুলিশ ও ওই শিক্ষকের দাবি, আগ্নেয়াস্ত্র থানায় জমা নেওয়ার আগেই ভয় দেখানো ও টাকা আদায় করা হয়।

বৃহস্পতিবার সঞ্জিতকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তুলতেই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, বিজেপির কিছু কর্মী-সমর্থক সঞ্জিতকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন। এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমেও বিতর্ক ছড়ায়।

এতদিন পরে কেন অভিযোগ জানানো হল? এই বিষয়ে অভিযোগকারী শিক্ষক অমিতেশ মৈত্র বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা চললেও সাহস পাইনি। নতুন সরকার আসার পরই অভিযোগ জানাই। এর আগেও অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এখন আইনি পদক্ষেপ হবে বলেই মনে করছি।' আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আরও কোনও অভিযোগ রয়েছে কি না, তারও তদন্ত চলছে।'

অভিযোগকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে গরহাজির থাকার অভিযোগ উঠেছে। সঞ্জিতের ভয়েই তিনি অনুপস্থিত ছিলেন কি না, তা স্পষ্ট করে বলতে চাননি ওই শিক্ষক।

বিধানসভা ভোটের পরই সঞ্জিত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। সম্প্রতি কলকাতা ও দিল্লিতে তাঁকে দেখা গিয়েছিল। এলাকায় ফিরে গত কয়েকদিন ধরে পাড়ার মোড়ে তিনি আড্ডা দিচ্ছিলেন। বুধবার তিনি গ্রেপ্তার হন।

# এসপি'র পাড়ায় চোরের দাপট

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ৫ নভেম্বর :** খোদ পুলিশ সুপারের বাংলোর পাশেই যদি একের পর এক চুরি হয়, তবে শহরের অন্য এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। কোচবিহার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের রেলগুমটি এলাকায় পরপর চুরির ঘটনায় আতঙ্কে বাসিন্দারা। এবার বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগে টুম্পা দে'র বাড়ির তালা ভেঙে সোনার গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে। বুধবার রাতে এই ঘটনা ঘটলেও বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হয়। পুলিশ সুপারের বাংলোর এত কাছে বারবার চুরির ঘটনায় পুলিশের নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রেলগুমটি এলাকার বাসিন্দা টুম্পা দে ও তাঁর ছেলে সায়নদীপ দে বুধবার রাতে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিনহাটায় গিয়েছিলেন। সেই সুযোগেই বাড়িতে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ফিরে তাঁরা দেখেন, বাড়ির দরজার তালা ভাঙা। দরজার পাশেই পড়ে রয়েছে একটি শাবল।

ওই শাবল দিয়েই তালা ভেঙে চোর ভিতরে ঢুকেছিল বলে অনুমান পরিবারের। ঘরে ল্যাপটপ সহ বেশ কিছু দামি সামগ্রী থাকলেও সেগুলি না নিয়ে শুধু সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

পরিবারের সদস্য সায়নদীপ বলেন, 'এর আগেও এই এলাকায় একাধিকবার চুরি হয়েছে। পাশেই পুলিশ সুপারের বাংলো। এমন জায়গায় বারবার চুরির ঘটনায় আমরা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। আগেও পুলিশের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। এবারও দেব।'

পরিবারের অভিযোগ, এলাকায় নেশায় আসক্ত কিছু কমবয়সি এই ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে। আগের কয়েকটি চুরির ঘটনায় সিসিটিভি ফুটেজে এমন কিছু তরুণের গতিবিধি ধরা পড়েছিল বলেও দাবি তাঁদের। পুরোনো চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোনও চক্রই ফের সক্রিয় হয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

**কোচবিহার**

প্রতিবেশী পিংকি রায় বলেন, 'বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে চুরি হয়েছে। তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে গয়না নিয়ে গিয়েছে। আমরা চাই, পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করুক।'

শুধু রেলগুমটি নয়, কোচবিহার শহরের খাগড়াবাড়ি, তালতলা, ব্যাঙচাতরা রোড ও বাঁধের রাস্তা সহ বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রতি চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। উৎসবের মরশুমে একের পর এক ঘটনায় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রাতের বেলা পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি চুরির ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# মহকুমার সার্ধশতবর্ষ

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** ১৮৭৬ থেকে ২০২৬— প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে আলিপুরদুয়ার মহকুমার পথ চলার ১৫০ বছর পূর্তি। দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে একসূত্রে বাঁধতে এবার বিশেষ উদযাপনের প্রস্তুতি শুরু করল আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটি। আগামী ২৮ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার পুর প্রেক্ষাগৃহে দিনভর অনুষ্ঠানের আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রেডক্রস ভবনে আয়োজিত প্রস্তুতি বৈঠকে এই অনুষ্ঠান ঘিরে একাধিক প্রস্তাব ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।

উদযাপনের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে 'স্মৃতিতে ও ঐতিহ্যে আলিপুরদুয়ার ১৫০' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন। উদ্যোক্তারা জানান, মহকুমার দেড়শো বছরের ইতিহাস, বিবর্তন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নানা দিক এই বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একইদিনে প্রকাশ করা হবে ডিজিটাল আর্কাইভ এবং ডিজিটাল হেরিটেজ প্রকল্প। এর মাধ্যমে আলিপুরদুয়ারের অতীতের গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছবি, ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঐতিহ্যকে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে উদ্যোক্তাদের।

**উদযাপনের প্রস্তুতি আলিপুরদুয়ারে**

আয়োজকদের ভাবনা, এই উদযাপন কোনও নির্দিষ্ট সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। জেলার বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাগরিক সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের শামিল করা হবে। সরকারি জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেও অনুষ্ঠানকে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সারা দিনের কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ারের ইতিহাস, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরার পাশাপাশি আগামীদিনে ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজে গতি আনতে চাইছে আয়োজক সংস্থা।

এদিন প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আশুতোষ বিশ্বাস, আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তনু দত্ত, আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক শুভময় দত্ত বলেন, 'মহকুমার ১৫০ বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। বই প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল আর্কাইভ ও হেরিটেজ প্রকল্পের পরিকল্পনা করা হয়েছে।'

# মহাতারকার মহাপ্রস্থান

*প্রথম পাতার পর*

পর্তুগিজ ফেডারেশন রোনাল্ডোকে জাতীয় দল থেকে ৩০ দিনের নির্বাসনে পাঠায়। পরে ক্ষমাও চান তিনি। ভক্তরা আশা করেছিল, নেশনস লিগে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে দলে ফিরবেন রোনাল্ডো। শুক্রবার ডেনমার্ক ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করার কথা রয়েছে। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগেই অবসর সিআর সেভেনের।

২০০৩ থেকে ২০২৬। দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ার। ২৩৪ ম্যাচে ১৪৬ গোল। দেশকে এনে দিয়েছেন একটি ইউরো কাপ ও দুইটি উয়েফা নেশনস লিগ। তার থেকেও বড় কথা, পর্তুগালকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্ব ফুটবলে এক উঁচু স্থানে। আজ বিশ্বজুড়ে পর্তুগালের এক বিশাল সমর্থক গোষ্ঠী তৈরির কারণটাও সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোই। নিজের হার না মানা মনোভাব ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বজুড়ে। বিরাট কোহলি, মহম্মদ সিরাজের মতো তারকা থেকে শুরু করে ভূমিকম্পে নিজের বাবাকে হারানো সিরিয়ান বালক নাবিল সাইদ- প্রত্যেকের অনুপ্রেরণা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অজস্র মানুষের কাছে তিনি রক্তমাংসের ঈশ্বর। বিদায়বেলায় এগুলিই প্রাপ্তি তাঁর। আক্ষেপ কি রয়েছে? ছয়বার বিশ্বকাপ খেলেছেন। ছয়বারই গোল করার অনন্য নজির গড়েছেন। কিন্তু ওই সোনালি ট্রফিটা উঁচি



সত্যমেব জয়তে
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

# পশ্চিমবঙ্গ বিনিয়োগ প্রসার নীতি, ২০২৬-এর

উদ্বোধন করেছেন

## শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রী তাপস রায়**
মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী,
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

**শ্রীমতী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র**
মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী,
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

## এক নজরে নীতি

নীতিটি ৯ মে ২০২৬ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

পশ্চিমবঙ্গ এমন বিনিয়োগ চায়, যা কর্মসংস্থান তৈরি করে, মূল্য সংযোজন করে এবং প্রতিটি জেলায় পৌঁছায়। এই নীতি কর্মসংস্থানকে সবার আগে রাখে, যেখানে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি সেখানে বেশি সহায়তা দেয়, এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলতে সরকারকে দায়বদ্ধ করে।

### সবার আগে কর্মসংস্থান

এই নীতিতে প্রতিটি নতুন কর্মসংস্থানের জন্য সুবিধা আছে। ইপিএফ-এ নিয়োগকর্তার অংশের একাংশ রাজ্য প্রতিপূরণ করবে, আর মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য সুবিধা দেবে সবচেয়ে বেশি।

সম্প্রসারণ করা ইউনিটকেও নতুন কর্মসংস্থান যোগ করতে হবে, এবং কর্মরত মহিলাদের হস্টেলের জন্য রাজ্য অনুদান দিতে পারে।

**১০০%**
এমএসএমই-তে মহিলা ও রূপান্তরকামী কর্মীদের জন্য, ১০ বছর যাবৎ (পুরুষদের জন্য ৫০%)

**৭৫%**
২০০-র বেশি কর্মী আছে এমন পরিষেবা ইউনিটে মহিলাদের জন্য, ৫ বছর যাবৎ (পুরুষদের জন্য ৫০%)

**৫০%**
অগ্রাধিকার এলাকায় অন্তত ২০০ জন বা অন্যত্র ৪০০ জন কর্মী আছে এমন বৃহৎ ইউনিট এবং কৌশলগত ও মেগা প্রকল্পে, ৫ বছর যাবৎ

### এই নীতির আওতাভুক্ত

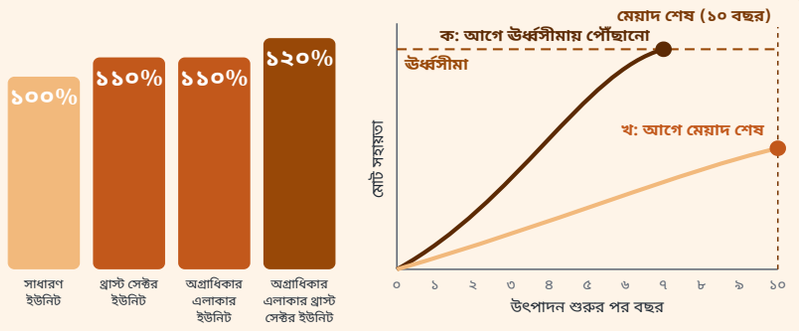
- **ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (এমএসএমই)**
- **বৃহৎ ইউনিট:** বড় উৎপাদনকারী ও অন্যান্য ব্যবসা
- **কৌশলগত ও মেগা প্রকল্প:** খুব বড় বা কৌশলগত প্রকল্প
- **পরিষেবা ইউনিট:** আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, আর্থিক পরিষেবা, শিক্ষা ইত্যাদি
- **বর্তমান ইউনিট,** যারা সম্প্রসারণ বা বৈচিত্র্যকরণ করতে চায়
- **অলাভজনক প্রতিষ্ঠান**, এবং **রুগ্ন বা বন্ধ ইউনিট**

### সহায়তার পরিমাণ

কোনও ইউনিট মোট কত সহায়তা পাবে, তার ঊর্ধ্বসীমা স্থির হবে প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতিতে তার বিনিয়োগের (অনুমোদিত এফসিআই) অনুপাতে:

| সাধারণ ইউনিট | থ্রাস্ট সেক্টর ইউনিট, অথবা অগ্রাধিকার এলাকার ইউনিট | অগ্রাধিকার এলাকার থ্রাস্ট সেক্টর ইউনিট |
|---|---|---|
| ১০০% | ১১০% | ১২০% |

সহায়তা ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছালে, অথবা উৎপাদন শুরুর **১০ বছর** পরে, **যেটিই আগে হোক**, সহায়তা বন্ধ হবে। বার্ষিক সীমাও প্রযোজ্য। পরিষেবা ইউনিট সহায়তা পায় **৫ বছর**। কৌশলগত ও মেগা প্রকল্পের জন্য বেশি সহায়তা অনুমোদন করা যেতে পারে।




মোট সহায়তার ঊর্ধ্বসীমা, অনুমোদিত এফসিআই-এর অনুপাতে

**সহায়তার ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছানো অথবা উৎপাদন শুরুর ১০ বছর পর্যন্ত সহায়তা প্রযোজ্য হবে।**

### উৎপাদনকারী ও অন্যান্য ইউনিটের জন্য

- **এসজিএসটি**-র ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা
- ৫ বছর পর্যন্ত **বিদ্যুৎ শুল্ক** প্রতিপূরণ
- প্রকল্পের জমির ক্ষেত্রে **স্ট্যাম্প ডিউটি** প্রতিপূরণ
- **গবেষণা ও উন্নয়নে সহায়তা**
- **এমএসএমই-র জন্য:** ঋণের সুদ ও নতুন প্রযুক্তিতে সহায়তা

### পরিষেবা ইউনিটের জন্য

পাঁচ বছরের জন্য আলাদা সুবিধা:

- **এসজিএসটি**-র ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা
- **ইপিএফ** সহায়তা
- **বিদ্যুৎ শুল্ক** প্রতিপূরণ
- লিজ নেওয়া জায়গার জন্য **ভাড়ার সহায়তা**

কোনও ইউনিট এই সুবিধা অথবা উৎপাদনকারী ইউনিটের সুবিধা, যেকোনও একটি নেবে, দুটি নয়।

### অগ্রাধিকার এলাকা

রাজ্যের কম শিল্পায়িত মহকুমাগুলি, যা শিল্প ও পরিকাঠামোর একটি সূচকের ভিত্তিতে চিহ্নিত।

এখানকার ইউনিটগুলি বেশি সহায়তা পাবে: বেশি ঊর্ধ্বসীমা, ইপিএফ সহায়তার জন্য কম কর্মীসংখ্যার শর্ত, এবং পরিষেবা ইউনিটের জন্য অতিরিক্ত সুবিধা।

তালিকাটি প্রতি তিন বছরে পর্যালোচনা করা হবে।
এই মানচিত্রটি শুধুমাত্র নির্দেশক।




### থ্রাস্ট সেক্টর

নীতির পরিশিষ্ট ৩-এ তালিকাভুক্ত ক্ষেত্রগুলি থ্রাস্ট সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রগুলির ইউনিটের জন্য বেশি ঊর্ধ্বসীমা ধার্য।

| | | |
|---|---|---|
| সেমিকন্ডাক্টর ও ইলেকট্রনিক্স | গ্রিন হাইড্রোজেন ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ | উদীয়মান ডিজিটাল প্রযুক্তি |
| বৈদ্যুতিক যান ও ব্যাটারি | প্রতিরক্ষা | খাদ্য ও সামুদ্রিক পণ্য প্রক্রিয়াকরণ (পশু ও মাছের খাদ্যসহ) |
| বস্ত্র | বায়োটেক, ফার্মা ও চিকিৎসা সরঞ্জাম | গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রক্রিয়াকরণ |
| অটোমোবাইল উৎপাদন | গবেষণা ও উন্নয়ন | স্পেশালিটি স্টিল |
| পেট্রোকেমিক্যালস | বিমান শিল্প | জাহাজ নির্মাণ ও মেরিটাইম প্রশিক্ষণ |

### কৌশলগত ও মেগা প্রকল্প

তিনটি শর্তের **যেকোনও দুটি** পূরণ করলে প্রকল্পটি যোগ্য:

| বিনিয়োগের পরিমাণ | কৌশলগত ক্ষেত্র | একর-প্রতি অন্তত ৫০টি কর্মসংস্থান |
|---|---|---|

**৩টির মধ্যে যেকোনও ২টি**

- এই প্রকল্পগুলি **প্রকল্পভিত্তিক বিশেষ সুবিধার** জন্য আবেদন করতে পারে।
- অত্যন্ত বড় প্রকল্পগুলি রাস্তা, জল ও বিদ্যুৎ সংযোগের জন্যও সহায়তা পেতে পারে।

### অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, সিএসআর তহবিলে চলা প্রতিষ্ঠানসহ।

| | |
|---|---|
| ₹১০০ কোটি+ | রাজ্যে বিনিয়োগ |
| ২৫% | পরিষেবা-ক্ষমতা প্রজ্ঞাপিত গোষ্ঠীর জন্য বিনামূল্যে |
| ১০০% পর্যন্ত | স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড় |

এছাড়া জমির চরিত্র বদল (কনভার্সন) ফি মকুব এবং নেট মিটারিং।

### রুগ্ন ও বন্ধ ইউনিটের পুনরুজ্জীবন

এনসিএলটি-অনুমোদিত পরিকল্পনার অধীন ইউনিট, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং রাজ্যের সহায়তাপ্রাপ্ত ইউনিট পাবে:

- নেট মিটারিং
- বিশেষ বিদ্যুৎ সহায়তা
- জমির ঊর্ধ্বসীমায় ছাড়
- রিলিফ আন্ডারটেকিং মর্যাদা
- নির্দিষ্ট পুনরুজ্জীবন সেল

নীতির অন্যান্য সুবিধার অতিরিক্ত হিসেবে।

## আর্থিক সুবিধার বাইরে অন্যান্য সুবিধা

### সবুজ বিদ্যুৎ

ওপেন অ্যাক্সেস ও নেট মিটারিং চালু। মার্চ ২০৩০ পর্যন্ত জমা পড়া আবেদনের ক্ষেত্রে ওপেন অ্যাক্সেসে সবুজ বিদ্যুতের সারচার্জ মকুব হবে।

**১০০%**
মকুব, পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হলে

**৫০%**
মকুব, রাজ্যের বাইরে উৎপাদিত হলে

### পরিকাঠামো

অনুমোদিত এফসিআই ₹১,০০০ কোটির বেশি হলে, প্রতিটির জন্য রাজ্য অনুমোদিত এফসিআই-এর ১০% পর্যন্ত অর্থ জোগাতে পারে।

**১০%**
প্রকল্পের ভিতরের সুবিধার জন্য

**১০%**
প্রকল্পের সীমানা পর্যন্ত সংযোগের জন্য

### ল্যান্ড ব্যাংক ও ক্লাস্টার সুবিধা

- জিআইএস-ম্যাপ করা ল্যান্ড ব্যাংক
- প্রকাশিত মানদণ্ডে, অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জমি বরাদ্দ
- ব্রাউনফিল্ড জমি ও প্রজ্ঞাপিত শিল্প করিডরকে অগ্রাধিকার
- ক্লাস্টারে কমন ফেসিলিটির জন্য সহায়তা

### কর্মপদ্ধতি

**অনলাইনে আবেদন**
সিঙ্গল উইন্ডো পোর্টালে একটিই আবেদন

→ **৩০ দিন**
সার্টিফিকেট অফ ইনটেন্ট (CoI), যাতে শর্তাবলি স্থির হয়ে যায়

→ **৪৫ দিন**
সার্টিফিকেট অফ এলিজিবিলিটি (CoE), উৎপাদন শুরুর পরে

→ **৩০ দিন**
দাবি মঞ্জুর, এবং টাকা সরাসরি ইউনিটের অ্যাকাউন্টে

→ **বিজ বাডি**
বড় প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট আধিকারিক, এবং মুখ্যসচিবের মাসিক পর্যালোচনা

- সহায়তা দেওয়া হবে একটি **নির্দিষ্ট তহবিল** থেকে।
- নীতির পরবর্তী সংশোধনে ইতিমধ্যে স্থির হওয়া **সুবিধা কমানো হবে না**।
- আবেদন, অনুমোদন ও অর্থপ্রদান যতদূর সম্ভব **ফেসলেস** পদ্ধতিতে হবে।

ICA-D1717(23)/2026

**শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৬৭ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৯ কার্তিক ১৪৩৩

# পিছোল পরীক্ষা

বঙ্গ রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে, তাতে শিক্ষার অঙ্গন আলোকোজ্জ্বল হওয়ার পরিবর্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে বলে আশঙ্কা করা অমূলক হবে না। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুস্থ সমাজ গঠনের প্রধান স্তম্ভ হল শিক্ষা। বাংলায় নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর সর্বস্তরের মানুষের মনে বিশাল প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে বিস্তার ঘটবে।

স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক বা অভিভাবকরা আশান্বিত হয়েছিলেন, বিভিন্ন জেলা এবং জনপদে সমস্যাভারে পীড়িত সমস্ত প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সংস্কার ঘটানো হবে এবং যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণে সরকার সদর্থক ভূমিকা নেবে। পরিকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ এবং স্কুলগুলির দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করে উন্নত ও আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা ছিল নবনির্বাচিত সরকারের নৈতিক এবং অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সে আশা পূর্ণ হয়নি। বরং আশাহত হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহল। সরকার গঠনের পর পাঁচ মাসের বেশি অতিক্রান্ত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলি কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং নতুন নতুন সমস্যায় জর্জরিত হতে হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রকে। বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় সংকট হল, শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্য নানাবিধ সরকারি কাজে ব্যবহারের প্রবণতা। শিক্ষকতার দায়িত্ব ছেড়ে শিক্ষকদের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে নামতে হচ্ছে।

কয়েক মাস আগেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছিল। ফলে প্রাথমিক স্তরের সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যাহত হয়েছিল। সেই দায়িত্ব পালনের অব্যবহিত পর তাঁদের জনগণনায় নামানো হয়েছে। প্রথম দফার কাজ শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় জনগণনার ঋত্বিকের ভূমিকাটি তাঁদের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে।

শিক্ষকদের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার ফলে স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষকরা যদি ক্লাসরুম ছেড়ে জনগণনা আর ভোটার তালিকা সংশোধনীর তদারকিতে ব্যস্ত থাকেন, তবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার দায়িত্ব কে নেবে- এই প্রশ্নটি সমাজকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সরকারের এই প্রশাসনিক ব্যর্থতার মূল্য চোকাতে হচ্ছে রাজ্যের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে। শিক্ষকরা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার সরাসরি প্রভাব পড়েছে রাজ্যের শিক্ষাসূচি ও পরীক্ষার সূচির ওপর।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রম সময়মতো শেষ না হওয়ার কারণে এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাবে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জীবনের প্রথম দুটি বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মনে তীব্র মানসিক চাপ এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। জাতীয় স্তরের অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রাজ্যের পড়ুয়াদের পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় ভুগছেন অভিভাবকরা।

স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন অবশ্য বলেছেন, পরীক্ষা পিছিয়ে গেলেও ফল প্রকাশে বিলম্ব হবে না। একথার অর্থ শিক্ষকদের কাজের চাপ বাড়বে। কারণ খাতা দেখায় তাঁদের সময়াভাবের প্রভূত সম্ভাবনা দেখা দেবে। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রশ্নে সরকারের অনেক বেশি সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন এবং শিক্ষার অগ্রগতি বা পাঠক্রমে বিজ্ঞান চেতনার প্রতিফলন থাকাও সমানভাবে জরুরি। স্কুল পাঠক্রম পড়ুয়াদের মনে যুক্তিবোধের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম না হলে শিক্ষা আদর্শচ্যুত হয়।

শিক্ষকদের প্রধান দায়িত্ব এই শিক্ষাকে পড়ুয়াদের মধ্যে চারিয়ে দেওয়া। যদি শিক্ষকদের ওপর বিভিন্ন সরকারি দায়িত্ব অর্পণের সঙ্গে নতুন নতুন নিয়মবিধি আরোপ করা হতে থাকে, তাহলে তা সরকারের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকদের শুধুমাত্র সরকারি চাকুরিজীবী বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। একটি প্রগতিশীল রাজ্যের মেরুদণ্ড হল তার শিক্ষা ব্যবস্থা। মেধা ও শিক্ষার অবক্ষয় রুখতে সরকারের উচিত সদর্থক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

শিক্ষকদের প্রশাসনিক কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনা, বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সংস্কার এবং শিক্ষক-পড়ুয়া সম্পর্কের মেলবন্ধন দ্রুতগতিতে হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়, বাংলায় শিক্ষার আলোকশিখাটি যে নিষ্প্রভ হতে থাকবে, তা নিয়ে সংশয় থাকার কথা নয়।

## অমৃতধারা

এই পৃথিবীর কোনও কিছুই অকারণ নয়। সব কিছুরই কোনও-না-কোনও কারণ রয়েছে। সত্যি কথাটা হ'ল তোমার এই যে মানুষের শরীরে আসা এরও একটা কারণ তথা উদ্দেশ্য আছে। তুমি হয়তো তা না জানতে পার কিন্তু পরমপুরুষ জানেন। অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। যখন জড়বস্তু চেতনা পেল তখন এক স্তরের প্রগতি হল। আরও প্রগতি হ'তে থাকল যখন এককোষী জীব বহুকোষী, অসমজীবী সত্তায় (Metazoic) পরিণত হ'ল। অর্থাৎ জৈব-সংরচনা জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকল। কাঁকড়ার মধ্যে যে অপূর্ণতা তা সাপের মধ্যে নেই। মানুষ সর্বাধিক বিকশিত জীব, তারা পূর্ণাঙ্গ দেহ-সংরচনার অধিকারী। কিন্তু এটা মানব প্রগতির প্রথম ধাপ মাত্র। মানুষকে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আরও অধিক পূর্ণতা অর্জন করতে হ'বে।

-শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

# আমেরিকার ভোট-বিপ্লব আর ভারত

আকাশছোঁয়া দাম আর একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা আমেরিকা এবার এমন এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়ে দিল, যা ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে মাথাচাড়া দেওয়া সমস্ত ডানপন্থী শাসকের জন্য এক কড়া হুঁশিয়ারি।

**শুভময় মুখোপাধ্যায়**





*নির্বাচনের ফল ঘোষণার রাতে নেভাডার লাস ভেগাসে উচ্ছ্বাস ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের।*

বিশ্ব রাজনীতির খাতায় ২০২৬ একটা বড় মোড় ঘোরানো বছর হয়ে থেকে যাবে। হাঙ্গেরি, ব্রাজিল আর ইজরায়েলের পর এবার খোদ আমেরিকায় সাধারণ মানুষ যেভাবে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর জন্য ব্যালট বাক্সকে হাতিয়ার করলেন, তা এককথায় অভাবনীয়। যে দেশটাকে সারা পৃথিবীর মানুষ স্বপ্নপূরণের জায়গা বলে চেনে, যেখানে নতুন কিছু করার আর ব্যবসার এত সুযোগ, গত দু'বছর ধরে সেই আমেরিকাই এক দমবন্ধ করা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের ভয়াবহ রূপ সাধারণ মানুষকে এতটাই বিরক্ত করে তুলেছিল যে, কট্টর রিপাবলিকান সমর্থকরাও এবার বাধ্য হয়েছেন পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিতে। এই রায় শুধু আমেরিকার ঘরোয়া রাজনীতির পালাবদল নয়, বরং বিশ্বজুড়ে যে সমস্ত নেতা ক্ষমতার দম্ভে গণতন্ত্র আর সংবিধানের গলা টিপে মারার খেলায় মেতেছেন, তাঁদের সবার জন্য এক চরম অশনিসংকেত।

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের এই ফলাফল আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের চরম ব্যর্থতা আর উদ্ধত আচরণের বিরুদ্ধে গোটা দেশের একটা গণভোট। বাজারদর আগুন, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর ইচ্ছেমতো শুল্ক বা ট্যাক্স বসানো, আর সর্বোপরি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তেলের দাম আকাশছোঁয়া করে দেওয়ার মতো যে সর্বনাশা নীতি ট্রাম্প প্রশাসন নিয়েছিল, তার চরম মাশুল গুনতে হল রিপাবলিকান শিবিরকে। সমর্থন তলানিতে গিয়ে ঠেকলেও ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার যে আপ্রাণ কৌশল ট্রাম্প নিয়েছিলেন, আমেরিকার সাধারণ মানুষ তাকে সোজাসুজি ছুড়ে ফেলেছেন।

ভোটের হিসাব দেখলেই বোঝা যায়, মানুষের রাগটা ঠিক কতটা ছিল। সেনেটে বাহান্ন বনাম আটচল্লিশ আসনের যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কথা ভাবা হয়েছিল, ডেমোক্র্যাটরা তেপ্পান্নটি আসন জিতে সেই হিসাব পুরোপুরি পালটে দিয়েছে। অন্যদিকে নিম্নকক্ষ বা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস-এও ডেমোক্র্যাটদের নীল-ঝড় আছড়ে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যেখানে ২১৮টি আসন দরকার, সেখানে ডেমোক্র্যাটরা অনায়াসেই ২২০ আসন পেরিয়ে গেছে। নিম্নকক্ষ হাতছাড়া হওয়ার মানে হল, আগামী দু'বছর ট্রাম্পের কোনও খামখেয়ালি আইনি প্রস্তাবই আর সহজে পাশ হবে না। শুধু তাই নয়, গত দু'বছরে তাঁর প্রশাসনের সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবার কোমর বেঁধে তদন্ত শুরু করতে পারবে বিরোধীরা। আর সেনেটে হারের ফলে সুপ্রিম কোর্টে নিজেদের পছন্দের কট্টরপন্থী বিচারপতি বসানোর যে স্বপ্ন ট্রাম্প শিবির দেখেছিল, তাও পুরোপুরি ভেস্তে গেল।

পরাজয় নিশ্চিত জেনেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের দম্ভ অবশ্য একটুও কমেনি। তিনি আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছেন যে, বিরোধীদের সমস্ত পদক্ষেপে তিনি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা বা ভেটো প্রয়োগ করবেন। সমাজমাধ্যমে তিনি 'ভেটো' লেখা একটা লাল টুপির ছবি পোস্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী দু'বছর তিনি দেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম পুরোপুরি অচল করে দেওয়ার রাস্তায় হাঁটবেন। এমনকি এক সাক্ষাৎকারে নিজের দলের প্রার্থীদের হারের দায় পুরোপুরি তাঁদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে নিজে ধোয়া তুলসীপাতা সাজার চেষ্টাও তিনি করেছেন। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে সাধারণ মানুষ যে তাঁর প্রশাসনের আকাশছোঁয়া দাম আর বিভাজনের নীতিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, তা জনমত সমীক্ষায় একেবারে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

তবে এই নির্বাচনের সবচেয়ে সুন্দর দিকটি হল আমেরিকার বৈচিত্র্য আর সব ধর্মের মানুষের জয়। এই প্রথমবার সেনেট এবং নিম্নকক্ষের ভোটে এমন কিছু মুখ উঠে এসেছে, যা আমেরিকার দীর্ঘদিনের বিদ্বেষ ও ঘৃণার রাজনীতিতে একটা বড়সড়ো ধাক্কা দিয়েছে। টেক্সাস, কানসাস এবং সাউথ ক্যারোলিনার মতো রাজ্যগুলো গত কয়েক দশক ধরে কট্টর রক্ষণশীলদের গড় হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানেও এবার ডেমোক্র্যাটরা জিতেছেন। নর্থ ক্যারোলিনা আর ওহাইওর মতো রাজ্যেও ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে।

এই জয়ের পেছনে থাকা মুখগুলো আমাদের নতুন করে আশার আলো দেখায়। এই প্রথমবার কোনও মুসলিম আমেরিকান, আবদুল সায়েদ, সেনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। জর্জিয়ার মতো রাজ্যে গভর্নর হিসেবে জয়লাভ করেছেন এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা, কেইশা ল্যান্স বটমস। নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে প্রথমবার এক সমকামী মানুষ, ক্রিস প্যাপাস সেনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। টেক্সাসে গভর্নর হয়েছেন ল্যাটিনো সম্প্রদায়ের জিনা হিনোজোসা। এর পাশাপাশি ওহাইওতে অ্যামি অ্যাক্টন এবং আইওয়াতে রড স্যান্ডের জয় প্রমাণ করে যে, আমেরিকার মানুষ আর পুরোনো বিভাজনের তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। ইন্ডিয়ানার পঞ্চম ডিস্ট্রিক্টে জে ডি ফোর্ডের জয় এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যে এলাকায় দু'বছর আগে ট্রাম্প সতেরো শতাংশের বেশি ব্যবধানে জিতেছিলেন, সেখানে ইউক্রেনীয় বংশোদ্ভূত তিনবারের রিপাবলিকান নেত্রী ভিক্টোরিয়া স্পার্টজকে হারিয়ে দিয়েছেন একজন সমকামী প্রতিনিধি। অন্যদিকে, মেইন রাজ্যে টানা ষষ্ঠবার সেনেটর হওয়ার যে স্বপ্ন সুজান কলিন্স দেখছিলেন, তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন ট্রয় জ্যাকসন। এই প্রত্যেকটি জয় আসলে গত কয়েক বছরের জমানো ঘৃণার গালে এক-একটা সপাট থাপ্পড়।

আমেরিকার এই পটপরিবর্তন বিশ্ব রাজনীতির জন্য এক বিরাট শিক্ষার জায়গা। ডানপন্থী এবং স্বৈরাচারী নেতাদের কাজের ধরন সারা বিশ্বেই কমবেশি এক। তাঁরা প্রথমে মানুষের মনে মেকি জাতীয়তাবাদের বিষ ঢুকিয়ে দেন, তারপর দেশের সমস্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের হাতের পুতুলে পরিণত করেন এবং শেষমেশ বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, অর্থনীতি যখন মুখ থুবড়ে পড়ে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যখন নাভিশ্বাস ওঠে, তখন কোনও ধর্মীয় বা জাতীয়তাবাদী সুড়সুড়ি দিয়েই আর পেট ভরে না। ট্রাম্পের ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই ঘটেছে। আমাদের দেহাতে একটা কথা খুব চালু আছে, 'কুরসি কো প্রণাম, লেকিন জনতা জনার্দন।' সত্যিই তো, ক্ষমতার চেয়ারকে মানুষ সম্মান করতে পারে, কিন্তু শাসকের অহংকার যখন আকাশ ছোঁয়, তখন সেই জনতাই ভগবান হয়ে শাসকের পতন ডেকে আনে। আমেরিকার নির্বাচন আজ তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

**টানা দু'বছরের দমবন্ধ করা স্বৈরাচার আর ভেদাভেদের রাজনীতির পর আমেরিকার মানুষ বুঝিয়ে দিলেন, শেষকথা বলে ব্যালট বাক্সই। ডেমোক্র্যাটদের এই অভাবনীয় জয় শুধু ক্ষমতার হাতবদল নয়; এটা আসলে দেশের বৈচিত্র্য এবং সংবিধান বাঁচানোর একটা ঐতিহাসিক লড়াই। এই ভোট ভারতের কূটনীতির জন্যও এক মস্ত বড় শিক্ষা— বন্ধুত্বের মোড়কে শুধু চেনা মুখের ওপর ভরসা করে বসে থাকার দিন এবার শেষ।**

আমেরিকার এই বিপুল রাজনৈতিক পালাবদল ভারতের কূটনীতির জন্যও ভীষণ জরুরি একটা শিক্ষা। ডেমোক্র্যাটদের এই অভাবনীয় উত্থান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, নয়াদিল্লিকে এবার আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কটা নতুন করে সাজাতে হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা বাণিজ্য চুক্তিগুলো দ্রুত সেরে ফেলা এবং জ্বালানি, প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা এখন ভারতের প্রথম কাজ। আমেরিকার রাজনীতি চিরকালই একটা জোয়ার-ভাটার খেলা। ডেমোক্র্যাটদের এই জয় মানেই যে ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারা জিতবে, এমন কোনও কথা নেই। তাই আমেরিকার সাধারণ মানুষের মেজাজ পরিবর্তনের ওপর অতিরিক্ত নজর না দিয়ে, ভারতের উচিত আমেরিকার আসল রাজনৈতিক বৈচিত্র্যকে নতুন করে চেনা এবং সেই দ্রুত বদলাতে থাকা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

শুধু ডোনাল্ড ট্রাম্প নন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ক্লিন্টন, ওবামা এবং বাইডেনের মতো পরিচিত ডেমোক্র্যাট নেতারাও বিদায় নেবেন এবং তাঁদের জায়গায় উঠে আসবে আমেরিকার সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজন্ম। রিপাবলিকানদের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের উত্থানে ভারত যেমন অবাক হয়েছিল, তেমনই ডেমোক্র্যাট শিবিরের ভেতরে প্রগতিশীল শক্তিগুলোর দ্রুত উত্থান নিয়েও ভারতের এবার তৈরি থাকা উচিত।

ভারতীয় রাজনৈতিক মহলের সামনে এখন তিনটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, আমেরিকাকে শুধুমাত্র 'রিপাবলিকানরা ভালো আর ডেমোক্র্যাটরা খারাপ'—এই ধরনের সহজ ও একপেশে চোখে দেখা বন্ধ করতে হবে। আমেরিকার ভেতরে যে বদলগুলো হচ্ছে, সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে। রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট—কোনও দলেরই একটা নির্দিষ্ট বা বাঁধাধরা আদর্শ নেই; তাদের দলের ভেতরের বিভাজন দুটো দলের মধ্যেকার বিভাজনের মতোই গভীর। দ্বিতীয়ত, 'ভারতের চেয়ে আমেরিকারই ভারতকে বেশি প্রয়োজন'—এই ভুল ধারণা থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে আসতে হবে। ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। তৃতীয়ত, নব্বইয়ের দশক এবং এই শতকের প্রথম দশকে যে কূটনীতি ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল, সেই পুরোনো ও পরীক্ষিত রাস্তায় আবার ফিরে যেতে হবে। ২০০৮ সালের ঐতিহাসিক অসামরিক পরমাণু চুক্তি কেবল দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের হাত মেলানোর ফসল ছিল না; এর পেছনে ছিল কংগ্রেস, ব্যবসায়ী মহল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের টানা চেষ্টা ও সমর্থন।

আজকের দিনে এই শিক্ষাটা অত্যন্ত জরুরি। আমেরিকার রাজনীতিতে আইনসভা, বড় বড় কোম্পানি, বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ নাগরিক সমাজের বিশাল প্রভাব রয়েছে। শুধু রিপাবলিকান আর ডেমোক্র্যাটদের লড়াই নয়, সেখানকার রাজনীতি আসলে অর্থনীতি, আঞ্চলিক পরিচয় আর আদর্শের এক নিরন্তর দরাদরি।

নয়াদিল্লি আর শুধু পুরোনো পরিচিত মহলের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে পারে না। যারা ভারতের সমালোচনা করে, বিশেষ করে বাণিজ্য, অভিবাসন বা মানবাধিকার নিয়ে, তাদের সঙ্গেও এখন কথা বলা জরুরি। আমেরিকার প্রগতিশীলদের মধ্যে ভারতের অনেক পুরোনো বন্ধু হারিয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। এই কাজটা শুধু সরকার একা করতে পারে না; রাজনৈতিক দল, সাধারণ সমাজ এবং ব্যবসায়ী মহলকেও এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বিদেশে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে আটকে না থেকে, আমেরিকার মূল সমাজের সঙ্গে ভারতের গভীর যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। অর্থনীতি, আধুনিক প্রযুক্তি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার সঙ্গে ভারতের এই বন্ধুত্ব জরুরি। কিন্তু শুধু দুই দেশের নেতার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ওপর ভরসা করে থাকলে চলবে না; দরকার এমন এক মজবুত সম্পর্ক, যা আমেরিকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের সরাসরি জুড়ে রাখবে।

*(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)*

## আজ

**১৯২৬**



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন অভিনেতা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

**২০১০**



পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

## আলোচিত



ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করার আমি কেউ নই। সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। ব্যক্তিগতভাবে ইন্দ্রনীল সেনকে আমি শিল্পী হিসাবেই চিনেছি। আমি কোনওদিন তাঁর ক্ষমতার সুবিধা নিতে চাইনি। আমি জোর গলায় শুধু এটা বলতে পারি যে, তাঁকে আমি 'দূরের বলাকা'র ইন্দ্রনীল সেন হিসাবে চিনি। আরও অসংখ্য বাংলা গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শুনেছি তাঁর কণ্ঠে। সেজন্য অবক্ষয় বলে মনে হচ্ছে। খারাপ লাগছে তো বটেই। শিল্পীর অসম্মান মানে শিল্পেরও অসম্মান।

-জয়তী চক্রবর্তী (সংগীতশিল্পী)

## ভাইরাল/১



মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীতে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল। যজ্ঞের ধোঁয়া মৌমাছির চাকে পৌঁছোয়। পুজোমণ্ডপে হামলা চালায় মৌমাছির দল। ভক্তরা মৌমাছির হুলের গুঁতোয় পুজো ফেলে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায় যজ্ঞস্থল।

## ভাইরাল/২



চিলির সান্তিয়াগোর ফুটপাথ ধরে এক তরুণ হেঁটে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দ্রুতগতিতে যাওয়া একটি গাড়ির চাকা খুলে যায়। কিছু বোঝার আগেই চাকাটি তাঁকে আঘাত করে। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দুর্ঘটনার ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

## চাই বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ

দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়। এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রতিষ্ঠানের নাম উজ্জ্বল করেছে। তবু একটি গুরুতর সংকটের কথা না বললেই নয়। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক, জেলার নিকটবর্তী একাধিক ব্লক, এমনকি প্রতিবেশী আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকার বহু পড়ুয়া এই কলেজের ওপর ভরসা রাখে। কিন্তু সেই ভরসার উপযুক্ত পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। ভবন ও শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত অনুযায়ী পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। তার চেয়েও বড় কথা, কলেজে চালু রয়েছে শুধু কলা বিভাগ, তাও একাধিক বিষয় আবার স্ব-অর্থপোষিত। বিজ্ঞান বা বাণিজ্য নিয়ে পড়তে ইচ্ছুক এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তাই বাধ্য হয়েই দূরের কলেজে যেতে হয়। যাতায়াতের খরচ, থাকার ব্যয় ও দীর্ঘ পথের ধকল সামলাতে না পেরে গ্রামীণ প্রথম প্রজন্মের অনেক পড়ুয়ার স্বপ্ন মাঝপথেই থমকে যায়।

এ নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ পূর্বতন সরকারের কাছে একাধিকবার আবেদন জানালেও তেমন সুফল মেলেনি। এখন রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর অধ্যক্ষ ও কলেজ কর্তৃপক্ষ নতুন করে আশাবাদী, হয়তো এবার এই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে।

তাই রাজ্য সরকার ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের কাছে আবেদন, ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে অবিলম্বে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হোক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হোক।

**মলয় চক্রবর্তী**
**ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।**

## দুঃস্বপ্ন কেটে যাক

৩১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত পরাগ মিত্রের 'বাল্যবিবাহ রুখতে বদলাক সমাজের মানসিকতা' শীর্ষক লেখাটি পড়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। বেশ কয়েক দিন কেটে গেলেও মনে যে প্রশ্নের ঝড় উঠেছে, তার সদুত্তর কে দেবে? বাল্যবিবাহের নির্মম পরিস্থিতির শিকার আমি নিজেই। ভেঙে গিয়েছিল জীবন গড়ার স্বপ্ন, এক অপ্রস্তুত জীবনের সঙ্গে লড়াই করে চলতে হয়েছে আজীবন। এখন আমি পঞ্চাশোর্ধ্ব এক গৃহিণী। কিন্তু এখনও যখন দেখি শুধু বাল্যবিবাহের কারণে কত মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে আর সমাজ হাত গুটিয়ে বসে আছে, তখন বুক ভেঙে যায়।

লেখাটি পড়ে মনে হল, বাল্যবিবাহ রুখতে সমাজে এখনও সচেষ্ট মানুষের অভাব নেই। সময়োপযোগী এই লেখার জন্য লেখক ও উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদক মহাশয়কে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

**শম্পা পাল**
**বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# অন্ধকারেরও আছে নিজস্ব বাঁচার অধিকার

নগরের কৃত্রিম আলোয় জোনাকির সংকেত বিপন্ন, নিশাচর পতঙ্গের জীবনেও ক্রমে বাড়ছে ঝুঁকি।

**ডঃ সৌরাদিত্য চক্রবর্তী**



একসময় সন্ধ্যা নামলেই বাড়ির উঠোন, পুকুরপাড় কিংবা ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে জ্বলে উঠত অজস্র ঝিকিমিকি আলোকবিন্দু। নিকষ কালো সন্ধ্যায় জোনাকির মিটিমিটি আলোয় মিশে থাকত শৈশবের বিস্ময়, মুগ্ধতা আর অনাবিল আনন্দ। শরৎ এলেই বাড়ির আলো কিংবা রাস্তার বাতির চারপাশে উড়ে বেড়াত শ্যামাপোকা বা কালীপোকা। আজকের প্রজন্মের কাছে সেই দৃশ্য ক্রমশ রূপকথার গল্প হয়ে উঠছে। প্রকৃতির ক্যানভাস থেকে নীরবে মুছে যাচ্ছে তারই আঁকা কিছু চেনা ছবি। রাতের আকাশে আলো বেড়েছে, অথচ কমছে অন্ধকারের ছোট ছোট প্রাণীদের দেখা পাওয়ার সুযোগ। জোনাকি ও নিশাচর পতঙ্গকে কম দেখা যাওয়া তাই শুধু শৈশবের স্মৃতিবিলাস নয়, পরিবেশের বদলে যাওয়ারও ইঙ্গিত।

জোনাকি আসলে গুবরে পোকার অন্তর্গত এক ধরনের পতঙ্গ। এদের দেহে 'বায়োলুমিনেসেন্স' বা জৈব আলো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আলো তৈরি হয়। লুসিফেরিন নামের রাসায়নিক, লুসিফেরেজ উৎসেচক, অক্সিজেন ও এটিপির অংশগ্রহণে এই আলো জ্বলে ওঠে। অনেক প্রজাতির জোনাকি সেই আলো ব্যবহার করে সঙ্গীকে আকর্ষণ করতে এবং নিজেদের মধ্যে সংকেত বিনিময় করতে। অর্থাৎ, অন্ধকারে জ্বলে ওঠা আলো যেন প্রকৃতির লেখা এক প্রেমপত্র। অন্যদিকে, 'শ্যামাপোকা' বা 'কালীপোকা' নামগুলি স্থানীয় পরিচিতি। এই নামে দেখা সব পতঙ্গকে একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর বলে চিহ্নিত করা যায় না। ধান ও ঘাসে দেখা গ্রিন লিফহপার বা সবুজ পাতাফড়িং সিকাডেলিডি পরিবারের অন্তর্গত। নেফোটেটিক্স ভাইরেসেন্স ও নেফোটেটিক্স নিগ্রোপিক্টাস তার উল্লেখযোগ্য প্রজাতি। এদের জীবনও উদ্ভিদ ও কৃষিজ পরিবেশের সঙ্গে ঘন

### শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট ভাড়া, গ্রেপ্তার ৯

# প্রতারণার কলসেন্টার

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ৫ নভেম্বর :** ভিনরাজ্যে ‘গুরু’-র কাছে রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিয়ে শিলিগুড়িতে অবৈধ কলসেন্টার খোলা হয়েছিল। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে মাটিগাড়ার একটি অ্যাপার্টমেন্টের ফ্ল্যাটে অবৈধ কলসেন্টারে হানা দিয়ে এমনই তথ্য হাতে আসায় চমকে উঠেছেন পুলিশকর্মীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতরা গুজরাটে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার পর শহর শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে অবৈধ কলসেন্টার চালাচ্ছিলেন।

কার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কলসেন্টারের ধৃত নয়জন? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রাথমিক তদন্তে ‘আরিফ ভাই’ নামের এক ব্যক্তির নাম সামনে আসছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুধু প্রশিক্ষণ দিয়েই আরিফ তাঁর আট ছাত্র ও এক ছাত্রীকে ছেড়ে দেননি। ছয় মাস ধরে অবৈধ কলসেন্টার চালানোর জন্য নিয়মিত ‘গাইড’ করেছেন ছাত্রছাত্রীদের। ফাঁদে পড়া ‘ক্লায়েন্ট’-এর সঙ্গে পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলার জন্য স্ক্রিপ্টও পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আরিফের খোঁজে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ ভিনরাজ্যে যোগাযোগ করছে।

গ্রেপ্তার হওয়া নয়জনকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই নয়জনের মধ্যে কেউই শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা নন। ধৃতদের মধ্যে রবি সিং ও শুভম শর্মা উত্তরপাড়া, অরিন্দম সিংহরায় ও নলিন সিংহ আলিপুরদুয়ার, ভরত শর্মা, ইরশাদ আহমেদ ও মৌসিন আনসারি রাজস্থান



*শিলিগুড়িতে অবৈধ কলসেন্টার কাণ্ডে ধৃতরা।*

এবং রেহান খান বিহারের বাসিন্দা। গ্রেপ্তার হওয়া তরুণী অ্যাগনেস ইসাকা কলকাতার বেনিয়াপুকুরের বাসিন্দা। ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে সাতটি ল্যাপটপ ও ২০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেগুলি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, শহর শিলিগুড়িতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ থাকায় কারও তেমন সন্দেহ হবে না, এই অঙ্ক কষেই ট্রেনিং শেষে আরিফের নির্দেশে অরিন্দম সিংহরায় ও নলিন সিংহ মাটিগাড়া এলাকায় অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে ফ্ল্যাট খুঁজতে শুরু করেন। একটি অ্যাপার্টমেন্টের খালি থাকা ওই ফ্ল্যাট ভাড়া নেন তাঁরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ফ্ল্যাটের মালিক বেশ কিছুদিন ধরেই বাইরে রয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে কোনওভাবে এই চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে চলা এই কলসেন্টারের মূল টার্গেট ছিলেন আমেরিকার বাসিন্দারা। পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, ‘কেউ অ্যান্টিভাইরাস সার্চ করলে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর কাছে সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন আসতে থাকে। এই চক্রটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখত। এরপর সেই লিংকে ক্লিক করলেই এই কলসেন্টারের নম্বর পেতেন প্রতারিতরা। সার্ভিস সেন্টার হিসেবে সেখানে এই কলসেন্টারের ফোন নম্বর দেওয়া থাকত। সেখানে ফোন করা মাত্র প্রতারকদের ফাঁদে পা দিতেন ক্লায়েন্ট। এরপর কথার ছলে চলত টাকা আদায়। অ্যাডভান্স হিসেবে কোনওভাবে নিজেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একবার টাকা ঢুকলেই শুরু হত আসল খেলা। ব্যাংকের ডিটেইল পেয়ে গেলেই সিস্টেম হ্যাক করে প্রতারিতের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দেওয়া হত। এই কাজের জন্য আরিফের থেকে ভুয়ো ইন্টারনেট প্রোটোকল (আইপি) অ্যাড্রেস দিয়ে বিদেশে ফোন করার বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তাঁর ছাত্রছাত্রীরা। ফলে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পর কোনওভাবেই তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যেত না।’

বুধবার রাতে অ্যাপার্টমেন্টের ওই ফ্ল্যাটে অভিযানের পর কলসেন্টার চালানোর লাইসেন্স দেখতে চায় গোয়েন্দা বিভাগ (ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট), এসওজি ও মাটিগাড়া থানার যৌথ টিম। মূলত লাইসেন্স বা টেলিযোগাযোগ বিভাগ (ডিওটি)-র কোনও অনুমতিপত্র রয়েছে কি না, তা দেখতে চাওয়া হয়। কোনও নথি দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার হন ওই নয়জন।

পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, এই অবৈধ কলসেন্টার থেকে ঠিক কত টাকা ও কতজনকে প্রতারণা করা হয়েছে, তা বের করার চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে আরিফের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

- গুজরাট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিলিগুড়িতে কলসেন্টার খুলেছিলেন নয়জন
- ধৃতরা কেউই শিলিগুড়ির বাসিন্দা নন
- ভুয়ো আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে প্রতারণা করা হত, যাতে দুষ্কৃতীদের হদিস পাওয়া না যায়

# স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রান্নাঘরে বসতে হয় প্রসূতিদের

**নীহাররঞ্জন ঘোষ**

**মাদারিহাট, ৫ নভেম্বর :** ফালাকাটা ব্লকে শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট শালকুমার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্বিষহ অবস্থা। নেই স্থায়ী চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা নামমাত্র পরিষেবা বজায় রেখেছেন। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলেও সুইচ দেওয়ার লোক নেই। সন্ধ্যা নামতেই আঁধারে ডুবে যায় গোটা ক্যাম্পাস। প্রতিটি শৌচাগারের দরজা ভাঙা। পানীয় জলের কল আছে, জল নেই। সেগুলি অকেজো বহু বছর। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রান্নাঘরে বসতে হয় গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য ছয়টি কোয়ার্টার ছিল, সেগুলি জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ফালাকাটার বিধায়ক তথা স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনকে বিষয়টি জানানো হলেও পদক্ষেপ করা হয়নি।

ছোট শালকুমার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার মানুষ নির্ভরশীল। বৃহস্পতিবার ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন কার্তিক ঘোষ, মঙ্গলি ঘোষ, নীতীশ কার্জি, আফরোজা বেগমরা। তাঁদের অভিযোগ, কখনোই চিকিৎসকের দেখা পাওয়া যায় না। এদিনও চিকিৎসকের দেখা না পাওয়ায় তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ছিলেন কেবল একজন নার্স ও একজন ফার্মাসিস্ট। তাঁরাই ওষুধপত্র লিখে দেন। কার্তিক বলেন, ‘সামান্য কিছু হলে আমাদের ১৪ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট বা ফালাকাটায় ছুটে যেতে হয়। সেখানে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ



*ছোট শালকুমার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে*

সময় অপেক্ষা করতে হয়। আমরা প্রায় এক হাজার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তিন মাস আগে ফালাকাটার বিধায়ক তথা স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আজও কাজ হল না।’

ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ফার্মাসিস্ট প্রীতম রায় আসলে অন্য একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী। তিনি বলেন, ‘আমাকে মাঝে মাঝে এখানে আসতে বলা হয়েছে। একজন চিকিৎসক ফালাকাটা থেকে আসেন। তাঁকে সপ্তাহে দু’দিন গ্রামগঞ্জে যে ক্যাম্প হয় সেখানে যেতে হয়।’ আরেক চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মী সুজিত দে জানালেন, চতুর্থ শ্রেণির কোনও কর্মী নেই। বৃষ্টি নামলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভিতর জলে ভেসে যায়। অপর্ণা সতপতি নামে এক নার্স কায়া প্রকল্পের পুরস্কার পেয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর কিছুটা মেরামত করেছিলেন।

শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দ্রকিশোর বিশ্বশর্মা জানালেন, তিনি ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে চিন্তিত। তিনি বলেন, ‘কয়েক মাস হল বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বিধায়ক দীপক বর্মনকে সব জানানো হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।’ তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে বিধায়ককে বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে ও সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

বিজেপির স্থানীয় নেতা পিন্টু ঘোষ জানালেন, অন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যকর্মী এনে জোড়াতালি দিয়ে পরিষেবা চালানো হচ্ছে। দুপুর ২টোর পর তালা মেরে সবাই চলে যান। প্রায় ৮০ বছরের পুরোনো এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একসময় ৩-৪ জন চিকিৎসক এবং পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী থাকতেন। কিন্তু ১৯৯৫ সালে সবাই চলে যান। সেই থেকে পরিষেবা তলানিতে।

## মাছের মড়কে সাহায্যের আর্জি মন্ত্রীর

**শামুকতলা ও কুমারগ্রাম, ৫ নভেম্বর :** একদিকে দূষিত জলে মাছের মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন, অন্যদিকে ভারত-ভুটান সীমান্তে বন্যপ্রাণীবান্ধব উড়ালপথ নির্মাণের উদ্যোগ। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিলেন রাজ্যের বন ও পরিবেশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ।

গত ৩ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে পাঠানো চিঠিতে সংকোশ ও ঘোলানি নদীতে দূষিত জলে মাছের মৃত্যুর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের সরকারি সহায়তা এবং নদীতে পর্যাপ্ত মাছ ছাড়ার আবেদন জানান তিনি। একইসঙ্গে পূর্তমন্ত্রী অজয়কুমার পোদ্দারকে লেখা চিঠিতে কুমারগ্রাম চা বাগান থেকে ভুটানের সাতরংগি পাহাড় ও লামোইজিংকা পর্যন্ত বন্যপ্রাণীবান্ধব উড়ালপথ নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনার আর্জি জানিয়েছেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের পাশাপাশি ভারত-ভুটান যোগাযোগ, পর্যটন ও স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বনমন্ত্রী।

## সেতুর নীচে দেহ

**কুমারগ্রাম, ৫ নভেম্বর :** খুট্টিমারি সেতুর নীচ থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেতুটির নীচে দেহ পড়ে আছে—খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছায় এবং দেহটি কুমারগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত্যু নিশ্চিত করেন। মৃতের আত্মীয়-পরিজন, গ্রামবাসী এবং পুলিশের অনুমান, সেতু থেকে নীচে পড়ে গিয়েই মৃত্যু হয়েছে রঞ্জিত দাসের (৫৮)। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতের কাকা খিরেন দাস বলেন, ‘ভাইপো কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। রাতের অন্ধকারে রেলিং ভাঙা সেতু থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিল কি না কিংবা বন্যপ্রাণীর তাড়া খেয়ে পড়েছে কি না, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।’

## কুয়ো থেকে কালাচ উদ্ধার

**পলাশবাড়ি, ৫ নভেম্বর :** বাড়ির পাশের সেচের কুয়োয় হঠাৎ তিনটি বিষধর কালাচ সাপ পড়ে গিয়েছিল। জলস্তর কম থাকায় সেগুলি উপরে উঠতে পারছিল না। শেষপর্যন্ত পাম্পসেট দিয়ে কুয়োয় জল বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার সাপগুলিকে উদ্ধার করল জলদাপাড়া বন বিভাগ। এক বনকর্তা জানান, সাপগুলিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা কৃষক স্বপন দাসের বাড়ির পাশেই রয়েছে চাষের জমি। সেচের জন্য একটি কুয়ো রয়েছে। বর্তমানে কুয়োর জলস্তর অনেকটাই নেমে গিয়েছে। কোনওভাবে সেই কুয়োয় পড়ে যায় তিনটি বড় কালাচ সাপ। কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না তারা। স্বপন বলেন, ‘বুধবার সাপগুলিকে কুয়োয় দেখি। বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়।’

বুধবার ঘটনাস্থলে যান জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা। তবে সেদিন সাপগুলিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার বন দপ্তরের তরফে কুয়োয় জল ভরার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেইমতো এলাকার মানুষ কুয়োয় জল ভরতে শুরু করেন। জলস্তর বাড়তে থাকায় কালাচগুলি উপরে ভেসে ওঠে। তখনই সেগুলিকে উদ্ধার করেন বনকর্মীরা।

## জল সরবরাহে তৎপরতা

**বীরপাড়া, ৫ নভেম্বর :** ২০১২ সালে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের খয়েরবাড়িতে পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি শুরু হয়। পরিকল্পনা ছিল বাড়ি বাড়ি জল সরবরাহ করা হবে। ২০১৮ সালে সরবরাহ শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত বেশিরভাগ গ্রামবাসী পানীয় জল পান না। এনিয়ে ২৯ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পর নড়েচড়ে বসেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) কর্তারা। বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করেন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার রঞ্জিত বল, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রণব ধর এবং বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন।

ইতিমধ্যেই ফাটা পাইপ এবং ট্যাপকলগুলি মেরামতি শুরু করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি বসানো ট্যাপকলগুলির উচ্চতা ছোট করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি মহল্লা ধরে ধরে মেরামতি চলবে। ওই প্রকল্প থেকে ৬০ হাজার মিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, পশ্চিম খয়েরবাড়ি, ছেকামারি এবং ইসলামাবাদ গ্রামে জল সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

# চারদিনে ছয়, বাড়ছে স্ক্রাব টাইফাসের দাপট

**জলপাইগুড়ি, ৫ নভেম্বর :** ডেঙ্গির প্রকোপ কিছুটা কমতেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে স্ক্রাব টাইফাস। নভেম্বরের প্রথম চারদিনেই জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ছয়জন। মাসের শুরুতে পরপর রোগী ভর্তির ঘটনায় নতুন করে সতর্ক হচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। যদিও স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে। আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তবে জ্বরকে অবহেলা না করে দ্রুত পরীক্ষা ও চিকিৎসার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত জেলায় নতুন করে স্ক্রাব টাইফাস আক্রান্তের খোঁজ মেলেনি। কিন্তু ১ নভেম্বর একজন এবং ৩ নভেম্বর দুজন আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ১ থেকে ৪ নভেম্বরের মধ্যে সব মিলিয়ে ছয়জনকে ভর্তি করতে হয়েছে। যদিও বছরের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৬৮। স্বস্তির বিষয়, চলতি বছরে এই রোগে মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি,



স্ক্রাব টাইফাস পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিট রয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়াও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে এই রোগের পরীক্ষা হচ্ছে। আশাকর্মীদের মাধ্যমে গ্রাম ও চা বাগান এলাকায় নজরদারিও চালানো হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি সমীক্ষায় কোনও ব্যক্তির দীর্ঘদিন জ্বর থাকার খবর মিললে তাঁকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে ঝোপঝাড় ও জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য। কারণ, আক্রান্ত পরজীবী মাইটসের কামড় থেকেই মানবদেহে স্ক্রাব টাইফাসের জীবাণু ছড়ায়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ সূত্রে খবর, বর্তমানে ভর্তি ছয়জনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছেন তাঁরা।

স্ক্রাব টাইফাসের উপসর্গ প্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজের এক চিকিৎসক বলেন, ‘জ্বরের সঙ্গে মাথা ও গায়ে-হাতে-পায়ে ব্যথা হতে পারে। কারও কারও শরীরে র‍্যাশ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পোকার কামড়ের জায়গায় কালো শুকনো ক্ষত তৈরি হয়, যাকে এসচার বলা হয়। সময়মতো চিকিৎসা শুরু হলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই রোগ ছোঁয়াচে নয়।’

## ওভারব্রিজের টাকা বরাদ্দ

**বীরপাড়া, ৫ নভেম্বর :** বীরপাড়ায় ১৫৫ নম্বর রেলগেটের জায়গায় প্রস্তাবিত ওভারব্রিজ তৈরির কাজ আজও শুরু হয়নি। এদিকে রেলগেট বন্ধ হলেই যানজট-যন্ত্রণায় ভুগতে হয় হাজার হাজার মানুষকে। এজন্য গেট বন্ধ হওয়ার আগে যানবাহনের মধ্যে রেললাইন পেরোনোর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এতে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে ওভারব্রিজ তৈরি কবে শুরু হবে সেদিকে তাকিয়ে সকলে। অবশ্য এখনও টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করলেও বীরপাড়ায় ওভারব্রিজ তৈরিতে টাকা বরাদ্দ করেছে রেল, দাবি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার।

## মাদক পাচার রুখতে বৈঠক

**জয়গাঁ, ৫ নভেম্বর :** ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী জয়গাঁ শহরে অপরাধ দমন ও মাদক পাচার রোধে বৃহস্পতিবার জেডিএ ভবনে প্রশাসনিক বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ প্রমুখ। অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়। পুলিশের উদ্যোগে একটি মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক র‍্যালিও শহর পরিক্রমা করে। যুবসমাজকে মাদকের আসক্তি থেকে দূরে রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে এগিয়ে আসার বার্তা দেন প্রতিমন্ত্রী।

# পঞ্চবলিতে পুজো শালকুমারহাটে

**সুভাষ বর্মন**

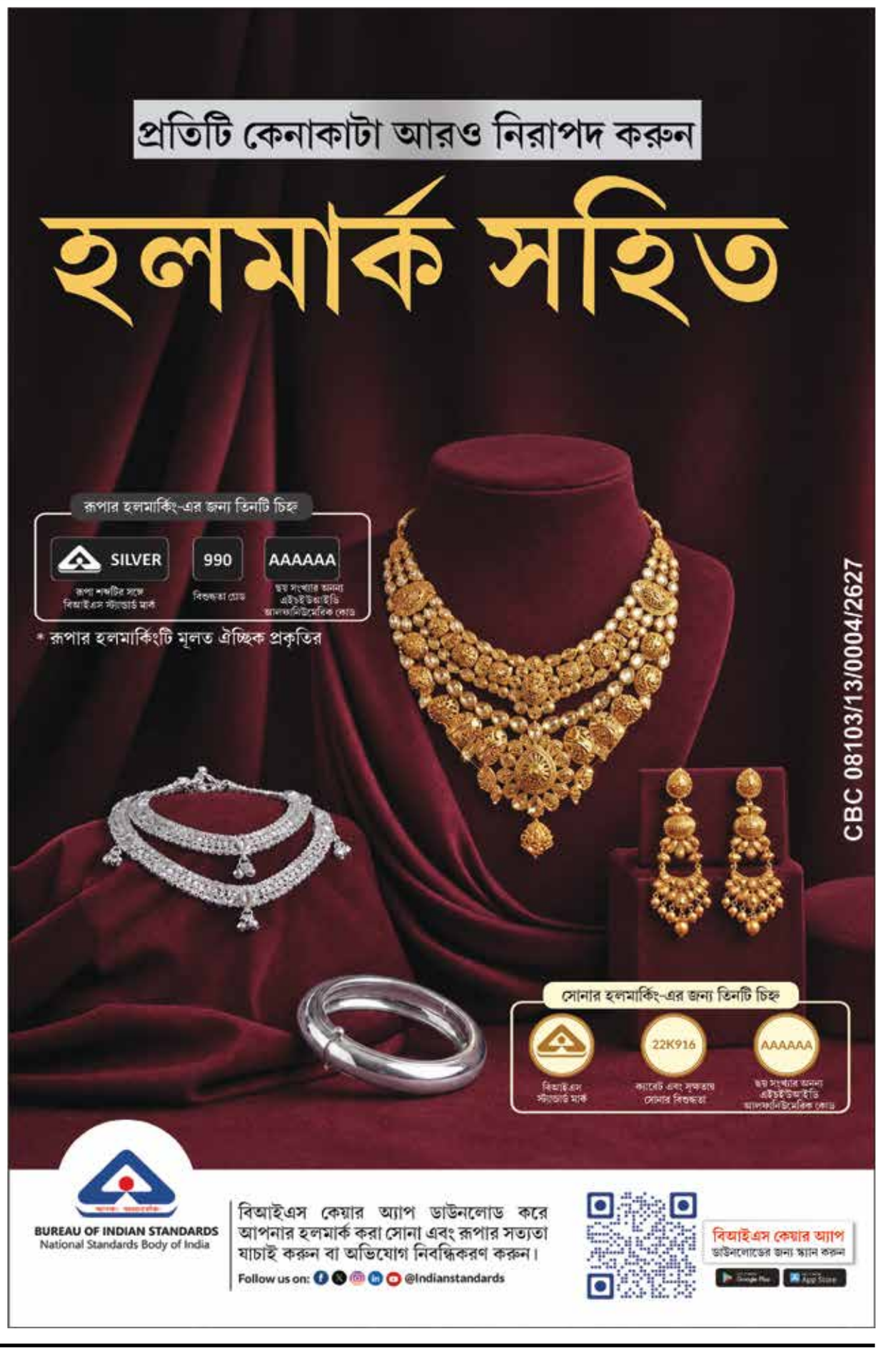
**শালকুমারহাট, ৫ নভেম্বর :** পঞ্চবলি ছাড়া মা কালীর পুজো হয় না। পঞ্চবলি অর্থাৎ চালকুমড়ো, আখ, মানকচু, পায়রা ও পাঁঠা। একশো বছর ধরে সেই নিয়ম বজায় রয়েছে আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের শালকুমারহাটের কালীবাড়িতে। এখানে কার্জি পরিবারের কালীপুজো অনেক আগে থেকেই সার্বজনীন। পুজো উপলক্ষ্যে বিরাট মেলাও বসে। এবার এই পুজো ও মেলার ১০৪তম বর্ষ।



শুরু থেকেই এখানকার পুজো ও মেলার জন্য বাইরের কারও থেকে কোনও চাঁদা নেওয়া হয় না। জমিদারদের উদ্যোগে চালু হওয়া এই পুজোর মূল উৎস জমি। এখনও শ্যামা মায়ের নামে এখানে ৭৫ বিঘা জমি রয়েছে। পুজোর আগে সেই জমির ধান বিক্রির টাকাতেই পুজো ও বিরাট মেলা হয়ে আসছে।

বাংলায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শালকুমারহাট এলাকায় কলেরা রোগ মহামারির রূপ নিয়েছিল। তখন স্থানীয় বাসিন্দা খাউচাঁদ কার্জি মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে এলাকায় আটচালার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই এই মন্দিরে মা কালীর পুজো শুরু হয়। বাসিন্দাদের বিশ্বাস, মায়ের কৃপাতেই মহামারি থেকে রক্ষা পায় এই এলাকা। সেই পুজোকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় কালীমেলা। পরে পাকা কালী মন্দির তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গে পুরোনো পুজো ও মেলার মধ্যে অন্যতম হল শালকুমারহাটের কালীপুজো ও মেলা। খাউচাঁদ কার্জির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মণিরাম কার্জি ও তারপর তাঁর বংশধররা নিয়মনিষ্ঠা মেনে এই পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানে শ্যামাকালী রূপে মায়ের পুজো হয়। আগে পুজো ও মেলা এক মাস ধরে চলত। পুজোয় পঞ্চবলির প্রথা শুরু থেকেই রয়েছে। মন্দিরে পুজোর পর এখনও বিষহরা গান হয়। সেই বিষহরা গানের পালা দিয়েই এখানে শুরু হয় কালীমেলা।পুজো ও মেলা কমিটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ কার্জি বলেন, ‘১০ নভেম্বর থেকে বিষহরা পালা শুরু হবে। তিনদিন বিষহরা পালা চলবে। তারপর যাত্রাপালা ও অর্কেস্ট্রাও রয়েছে। এবার সাতদিনের কালীমেলা হবে।’

প্রথম দিকে পুজোর মূল উদ্যোক্তারা এলাকার জমিদার ছিলেন। সেজন্যই কালী মায়ের নামে ৭৫ বিঘা জমি দান করে ওই পরিবার। আর সেই জমির ফসলের আয় থেকে পুজো হওয়ায় এখানে চাঁদা তোলার প্রচলন নেই। পুজো ও মেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ শুভম কার্জির কথায়, ‘এখনও ৫০ বিঘা জমিতে চাষাবাদ হয়। আর বাকি ২৫ বিঘার মধ্যে মন্দির চত্বর, কালীবাড়ি মোড়ের দোকানপাট, বসতবাড়ি, পুকুর ও গাছপালার বাগান রয়েছে। এলাকার কৃষকরা ওই ৫০ বিঘা জমিতে সারাবছর চাষাবাদ করেন। শুধু কালীপুজোর আগে যে ধান ওঠে সেখান থেকে তাঁরা অনুদান দেন। তা দিয়েই মেলা চলে।’


ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা



11.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 44L 56327 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা জেতার আশা জাগায়। এই পুরস্কারের টাকা দিয়ে আমাদের জীবনের আর্থিক দায়বদ্ধতাগুলো সহজেই সামাল দেওয়া যেতে পারে এবং আমি নিশ্চিত যে জেতার অনেক সুযোগ রয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সানি আলম - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিজ্ঞাপন

Great Eastern™
We serve you best

GREAT EASTERN TRADING COMPANY
ke deals pao,
DiWALi
Dhamakedaar banao

1st Time in WEST BENGAL
2 YEARS WARRANTY
— ON MOBILE —

আজ আমাদের সব শোরুম মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খোলা থাকবে

CONGRATULATIONS! YOU HAVE WON A LED TV
CONGRATULATIONS! YOU HAVE WON A BIKE
CONGRATULATIONS! YOU HAVE WON A CAR
CONGRATULATIONS! YOU HAVE WON A 5G SMARTPHONE
CONGRATULATIONS! YOU HAVE WON A SPEAKER
CONGRATULATIONS! YOU HAVE WON A PS5

Buy From Bajaj Finance above ₹40000/- & Get Free Silver Coin*

Powered By : BAJAJ FINANCE

Great Eastern
We serve you best!
GREAT EASTERN TRADING CO.
KHUSIYON KA POPPER
BLAST!
&
TRY YOUR LUCK TO GET
DHAMAKEDAAR OFFERS

Now Get 2 Years Warranty on Your Favourite Mobile!

SAMSUNG

Big Festival
Bigger Screen
Biggest Celebration

20 YEARS Global No.1 TV

এই উৎসবের মরশুম উদযাপন করুন
Samsung Vision AI TV-এর সাথে।

MADE FOR INDIA

Limited period only

Samsung TV Plus* + Samsung Care+ + Samsung Finance+^ + 7 OS Upgrade* + Sound Plus* + Art Plus* + Samsung Vision AI

Free* Soundbar worth up to ₹ 110990 (1 unit) | 3 Year warranty^ | Up to 20% cashback*

Neo QLED
100QN80H
Get* Neo QLED (75QN70H) worth ₹ 159990 (1 unit) | Get up to 7.5% cashback*
MRP ~~₹ 699900~~ | Special promo price ₹ 539990 (1 Unit)

Mini LED
100M90H
Get* Neo QLED (75QN70H) worth ₹ 159990 (1 unit) | Get up to 7.5% cashback*
MRP ~~₹ 564900~~ | Special promo price ₹ 474990 (1 Unit)

Micro RGB
100R85H
Get* Neo QLED (65QN70H) worth ₹ 114490 (1 unit) | Get up to 7.5% cashback*
MRP ~~₹ 749900~~ | Special promo price ₹ 599900 (1 Unit)

OLED
77S85H
Get* Mini LED (65M70H) worth ₹ 90490 (1 unit) | Get up to 7.5% cashback*
MRP ~~₹ 424900~~ | Special promo price ₹ 324990 (1 Unit)

Image simulated for representational purposes only. Global No.1: Source – Omdia, (Since 2006). For general information only, not an endorsement/certification/recommendation, no liability for reliance. Made for India offers are available on purchase of select Samsung TV. Viewing experience may vary according to types and format. Products sold separately. T&C Apply. *Samsung TV plus is applicable on C-Series UHD and subsequent line-ups, w.e.f. 28th Nov, 2023. You will need a Samsung Account to access our network-based smart services. Smart TV features and other network based smart services. Use of third party Apps may require separate subscription and Internet connectivity. ^The Financing under Samsung Finance+ is done by DMI finance only. EMI at the sole discretion of the financer and may vary by models/variants etc. Financer terms and conditions apply. Samsung disclaims any liability arising from the same. *Tizen OS upgrades will be supported for up to 7 years starting from 2025, for the products released in the year 2025. Please note that the upgrade does not cover hardware-related performance, features or durability. *30W sound output available only in selected models. *Art store subscription free for 3 months and paid thereafter. Art pieces in the Art Store are subject to change without prior notice. This service is available in selected models only and maybe withdrawn anytime without prior notice. *T&C apply. Stated offer is applicable on select TVs. Offer may be revised/withdrawn without prior notice. Prices stated above are inclusive of all taxes. ^3 year warranty (1 year standard warranty + 2 year additional Comprehensive Warranty) on selected TV models. *Cashback at sole discretion of Bank/NBFCs and subject to maximum capping limit. Samsung disclaims all claims and losses arising out of it. For more details, visit https://www.samsung.com/in

samsung.com
Scan to know more

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.

GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 113+ STORES

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

Buy Any LED & Get SOUND BAR @ 71% OFF

75 QLED ₹ 69,990*
65 4K Google TV ₹ 49,990*
55 4K ₹ 35,990*
55 SMART ₹ 31,990*
43 SMART ₹ 18,990*
32 ₹ 9,990*

ONIDA FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 31490*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 35990*

Godrej FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

VOLTAS FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 34990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 44990*

Haier FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 36990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

BLUE STAR FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 38990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 47990*

Panasonic FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 36990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 45990*

Carrier FREE AIR FRYER
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 36990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 44990*

BOSCH 185 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 13490*
Haier 185 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 14490*
Godrej 184 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 15990*
LG 185 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 17490*
Godrej 238 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 22990*
LG 225 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 23990*
Whirlpool 235 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 24990*
IFB 241 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 25490*
Haier 240 L FREE MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹ 26490*
Godrej 600 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹ 69990*
LG 650 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹ 78990*

Godrej 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 16490*
Haier 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 16990*
IFB 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 17490*
LG 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 17990*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 20990*
IFB 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 29490*
LG 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 29990*
Godrej 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 30490*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 32490*
Haier 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹ 33490*

Apple 17 (256) Offer Price 99990
SAMSUNG S 26 FE(8/256) Offer Price 71999*
vivo S2 FE (8/128) Offer Price 42999*
oppo F35 (8/128) Offer Price 42999*

FREE GIFT Worth Rs. 14900/- With Every Mobile
Watch
Neck Band
Speaker
Power Bank
Ear Buds

ASUS hp DELL Lenovo
Ryzen 3 | 8 GB 256 SSD | 15.6 Win 11 Offer Price ₹ 39990*
Core 3 -100U | 8 GB 512 | BK Lit Keyboard 15.6 | Win 11 & Office Offer Price ₹ 51990*

IFB LG Panasonic SAMSUNG Haier Godrej
MICROWAVE OVEN Starting Price ₹ 5990*

Mixer Grinder (3 Jar) + Electric Kettle + Iron ₹ 2390*

AIR FRYER ₹ 2990*




FIXED EMI STARTING ₹922* | CASHBACK UPTO ₹9000* | No Cost EMI UP TO 18 MONTHS* | 11 Trusted by Over MILLION Happy Customers | 080 695 45678 | 080 458 45678 | Whatsapp -91 9231004321 | www.ifbappliances.com | SCAN TO KNOW MORE

AXIS BANK | AMERICAN EXPRESS | IDBI | FEDERAL BANK | HDFC BANK | ICICI Bank | IDFC FIRST Bank | RBL BANK | kotak | SBI card | YES BANK | HDB

# GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 113+ STORES

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257
BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100
RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028
MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029
BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660
JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859
S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025
COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, SHALIMAR, BAGNAN, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, RAGHUNATHGANJ, ASANSOL, MEMARI, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, RANAGHAT, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, JHARGRAM

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

* IF YOU HAVE NEW STORE LOCATIONS, SCAN US

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS



বিশ্রামে যখন সাধুরা... বৃহস্পতিবার কাঠমাড়ুর পশুপতিনাথ মন্দিরে।

### ভোটে ভরাডুবির পরেই রিপাবলিকান শিবিরে ফাটল

# ট্রাম্প-ভান্স সংঘাত প্রকাশ্যে

**ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর :** মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের নীল ঝড়ের ধাক্কায় মার্কিন কংগ্রেসের দু'কক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে রিপাবলিকানরা। আর এই চরম ভরাডুবির পরেই হোয়াইট হাউস এবং রিপাবলিকান শিবিরের অন্দরের ফাটল একেবারে প্রকাশ্যে চলে এসেছে। হারের দায় কার, তা নিয়ে দলের শীর্ষ নেতাদের মধ্যেই এখন চরম কোন্দল। একদিকে হারের কারণ হিসেবে ইরান যুদ্ধকে কাঠগড়ায় তুলে খোদ প্রশাসনের দিকে আঙুল তুলেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স, অন্যদিকে সেই দাবি উড়িয়ে ইমপিচমেন্টের হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বভাবসিদ্ধ মেজাজেই পালটা তোপ দেগেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প!

দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের নেপথ্যে যে ইরান যুদ্ধ অনেকাংশে দায়ী, তা নিয়ে সংশয় নেই কারও। কিন্তু, তা সত্ত্বেও দুই শীর্ষ নেতার সুর সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজমাধ্যমে এক দীর্ঘ বার্তায় ভান্স স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান, দেশের বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি এবং আমেরিকা ফার্স্ট নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণেই মুখ ফিরিয়েছেন ভোটাররা। বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০২৮ সালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেই ট্রাম্পের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার এই কৌশল নিয়েছেন ভান্স।



- ইরান যুদ্ধ নিয়ে প্রকাশ্যে ট্রাম্প ও ভান্সের সংঘাত
- হারের দায় এড়িয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের পাশেই ট্রাম্প
- রিপাবলিকান পার্টিতে নীতি বদল ও নতুন নেতৃত্বের ডাক
- আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভান্সকে প্রার্থী না করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ট্রাম্পের
- ইমপিচমেন্টের চাপ রুখতে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের হুঁশিয়ারি

কিন্তু ট্রাম্প কোনওভাবেই হারের দায় নিতে নারাজ। ইরান যুদ্ধের যৌক্তিকতা রক্ষায় তাঁর সাফাই, পরমাণু অস্ত্র তৈরি রুখতে এই যুদ্ধ জরুরি ছিল এবং সুযোগ পেলে তিনি আবারও তাই করতেন। উলটে ভান্সের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ট্রাম্প তাচ্ছিল্যের সুরে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভান্স হয়তো দলের প্রার্থীই হবেন না।

হোয়াইট হাউসের অন্দরের পরিস্থিতি এখন রীতিমতো থমথমে। কর্মীদের মনোবল তলানিতে এবং বড়সড় রদবদলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দলের একাংশ ও উপদেষ্টারা এই হারের জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন। কিন্তু ট্রাম্প সেই দাবি উড়িয়ে হেগসেথের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। দলের এই বিপর্যয়ের মধ্যে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের বলরুম সংস্কার নিয়ে মেতে থাকাও ক্ষোভ বাড়িয়েছে রিপাবলিকানদের মধ্যে।

টেক্সাসের সেনেটর টেড ক্রুজ এই পরাজয়কে 'ব্লু সুনামি' বা 'ওয়াটারগেট-স্তরের প্রত্যাখ্যান' বলে আখ্যা দিয়েছেন। কানসাস বা টেক্সাসের মতো দীর্ঘদিনের রিপাবলিকান দুর্গে ডেমোক্র্যাটদের উত্থানে দলের অন্দরে রীতিমতো ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস এবং মিট রমনির মতো নেতারা দলের চরিত্র ও নীতি বদলের ডাক দিয়েছেন। সব মিলিয়ে জল্পনা তীব্র, ট্রাম্পের একচ্ছত্র আধিপত্যের দিন হয়তো এবার শেষ হতে চলেছে।

জানুয়ারি থেকে ডেমোক্র্যাটরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ নিলে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তদন্ত ও ইমপিচমেন্টের চাপ যে আরও বাড়বে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে ক্ষমতা হারানোর সংকটে দাঁড়িয়েও ইমপিচমেন্টের জল্পনা উড়িয়ে ট্রাম্পের পালটা হুঁশিয়ারি, বিনা কারণে তাঁকে সরাতে গেলে ডেমোক্র্যাট পার্টি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে। নতুন কংগ্রেসের কাজে বাধা দিতে তিনি 'ভেটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করতেও পিছপা হবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন।

# আটকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে পেশ

### নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের



- আটক হওয়ার মুহূর্ত থেকেই ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা শুরু হবে
- ২৪ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখলে ধৃতকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে
- যাতায়াতের সময়টুকু ছাড়া ২৪ ঘণ্টার হিসাব থেকে আর কোনও ছাড় মিলবে না
- আটকের আসল তারিখ ও সময় খতিয়ে দেখে তা নথিভুক্ত করবেন ম্যাজিস্ট্রেট
- আটককাল অযৌক্তিক মনে হলে ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশি রিমান্ড বাতিল করতে পারেন

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** আটক নাকি গ্রেপ্তার,পুলিশি হেপাজতে দীর্ঘদিন ধরে চলা এই আইনি ধোঁয়াশা এবং গড়িমসির অবসান ঘটিয়ে এক যুগান্তকারী রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, কাউকে আটক করার অর্থই তাঁর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব হওয়া। সুতরাং, আটকের মুহূর্ত থেকেই ২৪ ঘণ্টার সময়সীমার মধ্যে ধৃতকে অবশ্যই আদালতে হাজির করতে হবে। অন্যথায় অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিতে হবে।

বৃহস্পতিবার একটি মাদক মামলার শুনানিতে বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। সংবিধানের ২২(২) অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দিয়ে আদালত জানিয়েছে, আটক এবং গ্রেপ্তারির মধ্যে কৃত্রিম ফারাক টানা সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। পুলিশ খাতায় কখন বা কোন সময়ে 'গ্রেপ্তার' দেখাচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে ২৪ ঘণ্টার হিসাব কষা যাবে না। মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার মুহূর্ত থেকেই ওই সময়সীমা চালু হয়ে যাবে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারি বা তদন্তের অজুহাতে কাউকে খেয়ালখুশি মতো আটকে রাখা নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণের সামিল। কেবল আটকের জায়গা থেকে আদালতে পৌঁছোনোর যাতায়াতের সময়টুকুই এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের একটি রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ওই মামলায়, পুলিশ মাদক মামলার চার অভিযুক্তকে দুপুর দুটোর সময় আটক করলেও খাতায়কলমে পরদিন সকাল ১১টায় তাঁদের 'গ্রেপ্তার' দেখায়। বিচারবিভাগীয় নজরদারি ছাড়া দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা তাঁদের হেপাজতে আটকে রাখার জেরে আদালত অবিলম্বে ওই অভিযুক্তদের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশকে সতর্ক করে শীর্ষ আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা না পেরোলেও অহেতুক বা অযৌক্তিকভাবে কাউকে এক মুহূর্তও আটকে রাখা যাবে না। ধৃতকে আদালতে পেশ করার সময় পুলিশ নির্ধারিত সময়সীমা মেনেছে কি না, তা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় দেখে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। একইসঙ্গে বিশেষ আইনের কঠোর শর্তও নাগরিকের মৌলিক অধিকারের চেয়ে বড় হতে পারে না, তা স্পষ্ট করেছে শীর্ষ আদালত।

## আমেরিকার নয়া ঘাঁটি

**নুক, ৫ নভেম্বর :** এবার গ্রিনল্যান্ডে পাকাপাকিভাবে সামরিক ঘাঁটি গড়তে চলেছে আমেরিকা। ডেনমার্ক ও আমেরিকার সঙ্গে এই নয়া নিরাপত্তা চুক্তিতে ১৬-০ ভোটে সিলমোহর দিল গ্রিনল্যান্ড পার্লামেন্ট। এই চুক্তির ফলে সেখানে মার্কিন সেনার উপস্থিতি আরও বাড়বে। দুটি নতুন সামরিক ঘাঁটি তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সুমেরু অঞ্চলে আমেরিকার এই আগ্রাসী পদক্ষেপ কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

## শাসকের অগ্নিপরীক্ষা

**জোহানেসবার্গ, ৫ নভেম্বর :** জাতীয় স্তরে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার স্থানীয় নির্বাচনেও বড়সড়ো পরীক্ষার মুখে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকদল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস। দেশজুড়ে প্রায় ৩০০টি পুরসভার ভবিষ্যৎ নির্ধারণে শুরু হল ভোটগ্রহণ। ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল নেলসন ম্যান্ডেলার হাতে গড়া এই ঐতিহ্যবাহী দল। তাই এবারের পুরভোট শাসকদলের ক্ষয়ে যাওয়া জমি পুনরুদ্ধারের আসল লড়াই।

## বিষ বাষ্প রাজধানীতে

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** দূষণের জেরে কার্যত গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছে রাজধানী। দিল্লিতে বাতাসের গুণমান বা একিউআই নেমে দাঁড়িয়েছে ৩৭৩-এ, যা 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ে পড়ে। শহরের মোট ৫৯টি বায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে অন্তত ২১টিতেই দূষণের মাত্রা 'ভয়াবহ' স্তরে পৌঁছেছে। চারিদিকে রীতিমতো ধোঁয়াশার চাদর। চোখ জ্বালা আর শ্বাসকষ্টে চরম নাজেহাল সাধারণ মানুষ। আপাতত এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির আশাই নেই।

## জওয়ানদের নয়া রেকর্ড

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** প্রায় পাঁচ দশক পর এক অভাবনীয় মাইলফলক ছুঁল সিআরপিএফ। গত এক বছরে মাওবাদী দমন বা সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে বাহিনীর একজন জওয়ানেরও মৃত্যু হয়নি। ৪৭ বছর পর এই প্রথম এমন নজিরবিহীন সাফল্য মিলল। ডিজি জি পি সিং জানিয়েছেন, ২০২৫-এর ৩০ অক্টোবরের পর থেকে কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, উন্নত প্রশিক্ষণ ও নিখুঁত রণকৌশলেই এই অসাধ্যসাধন।

## নিষেধাজ্ঞার কোপে ভারতীয়

**ওয়াশিংটন, ৫ নভেম্বর :** ইরানের তেল পরিবহণে অবৈধভাবে সহায়তা করার অভিযোগে এক ভারতীয় দম্পতিসহ চার জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল আমেরিকা। মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, চণ্ডীগড়ের ব্যবসায়ী সুনীল কুমার শর্মা, তাঁর স্ত্রী জসপ্রীত প্রীতি শাহিদ এবং অশ্বিনী কুমার ধীমান ও ঈশবিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

অভিযোগ, ওই দম্পতি লাওস, মোজাম্বিক বা গিয়ানার মতো বিভিন্ন দেশের নাম ভাঙিয়ে ভুয়ো সামুদ্রিক রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরি করে ইরানের তেলবাহী জাহাজগুলিকে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সাহায্য করতেন। এই চক্রের সঙ্গে জড়িত সুনীল-জসপ্রীতের সংস্থা সহ মোট ৯টি সংস্থাকে নিষিদ্ধ করেছে ওয়াশিংটন।

# রাস্তায় নয়, সংসদে বিতর্ক হোক : শা

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্য বিতর্কসভায় যোগ দেওয়ার জন্য লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন। এদিন তার পালটা জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। হরিয়ানার কারনালে এক জনসভা থেকে রাহুলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শা জানান, রাজপথে বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা না করে যদি সত্যি ক্ষমতা থাকে, তবে সংসদে এসে মুখোমুখি বিতর্কে অংশ নিন। প্রয়োজনে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্র সংসদ ডাকতেও প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন তিনি।

হরিয়ানার কারনালের 'গণতন্ত্র বাঁচাও, নৈরাজ্য হটাও' পদযাত্রা শেষে আয়োজিত জনসভায় কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিশানা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাহুল গান্ধিকে উদ্দেশ্য করে শা বলেন, 'আলোচনা চাইলে রাস্তায় গোলমাল না পাকিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখুন। আমরা বিশেষ অধিবেশন ডাকতে প্রস্তুত। সংসদে এসে মুখোমুখি বিতর্ক করুন।' একইসঙ্গে বিরোধী নেতার ঘনঘন বিদেশ সফর নিয়েও শার কটাক্ষ, দেশের একজন বিরোধী দলনেতা হিসেবে রাহুল বাইরে কার সঙ্গে গোপনে দেখা করছেন, তা জানার পূর্ণ অধিকার দেশের সাধারণ মানুষের রয়েছে।

> আলোচনা চাইলে রাস্তায় গোলমাল না পাকিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখুন। আমরা বিশেষ অধিবেশন ডাকতে প্রস্তুত। সংসদে এসে মুখোমুখি বিতর্ক করুন।
> অমিত শা

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০১৪, ২০১৯ বা ২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী ছিল না, তা সত্ত্বেও দেশের মানুষ বারবার কংগ্রেসকে পরাস্ত করেছে। সম্প্রতি হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনেও এসআইআর ছাড়াই সাধারণ মানুষ বিজেপি ও শরিকদের পক্ষে রায় দিয়েছে।

দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা সমাবেশকে কটাক্ষ করে শা দাবি করেন, সারা দেশ থেকে ১০ লক্ষ মানুষের জমায়েতের ডাক দেওয়া হলেও ৭০ হাজার ধারণক্ষমতার মাঠের অর্ধেকই ফাঁকা ছিল। সাধারণ মানুষ বিরোধীদের এই নাটকের পাশে নেই, বরং তাঁরা মোদির সঙ্গেই রয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

## বিদেশি শক্তির সাহায্য ছাড়াই দেশে ফিরব : হাসিনা

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** মাথার ওপর ঝুলছে মৃত্যুদণ্ডের খাঁড়া। দেশে ফিরলেই গ্রেপ্তার, নির্যাতন এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে জেনেও নিজ সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ২০২৪ সালের আগস্টে দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়ার পর ভারতে আশ্রয় নেওয়া হাসিনা সাফ জানিয়েছেন, যে কোনও মূল্যে আগামী ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশে ফিরবেন। আর এর জন্য আমেরিকা বা ভারতের মতো কোনও বিদেশি শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন নেই বলে তিনি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'যদি মৃত্যুই আমার নিয়তি হয়, তবে আমি আমার নিজের দেশের মাটিতে, আমার নিজের মানুষদের মাঝেই মরতে চাই। তাই আমি বাংলাদেশে ফিরবই, এই সিদ্ধান্ত বদলাবে না।' তিনি সব দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় বিশ্বাস করেন এবং এটিই তাঁদের বিদেশ নীতি বলে মন্তব্য করেন। তবে দূর থেকে দেশের মানুষের দুর্দশা আর দেখতে রাজি নন তিনি। বর্তমান বিএনপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করে তাঁর অভিযোগ, আওয়ামি লিগের সদস্যদের বিরুদ্ধে ৬০০-র বেশি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বহু নেতাকর্মীকে অত্যাচার করা হচ্ছে। দেশে চরমপন্থীদের বাড়বাড়ন্ত ও বেহাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আগামী মাসে দেশে ফেরার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও কোন পথে তিনি প্রবেশ করবেন, তা উপযুক্ত সময়ে ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, হাসিনার এই দেশে ফেরার হুঙ্কারের পর পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ঢাকা। বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর কড়া ভাষায় বলেন, 'শেখ হাসিনার পাসপোর্ট বা ট্র্যাভেল পাস পাওয়ার প্রসঙ্গটি হাস্যকর। শেখ হাসিনা কি রংপুরে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসবেন যে তাঁকে পাসপোর্ট দিতে হবে? অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য পাসপোর্ট নয়, প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে।'

## মার্কিন সিদ্ধান্তে যুদ্ধ : ইজরায়েল

**নিউ ইয়র্ক, ৫ নভেম্বর :** মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দলের ভরাডুবির পর অবস্থান বদল করল ইজরায়েল। রাষ্ট্রসংঘে নিযুক্ত ইজরায়েলের দূত ড্যানি ড্যানন জানিয়েছেন, ইরান যুদ্ধ বা তার কৌশল নির্ধারণের পুরো বিষয়টি আমেরিকার নিজস্ব সিদ্ধান্ত ছিল, ইজরায়েল কেবল তাতে সমর্থন জানিয়েছিল।

সম্প্রতি মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের হারের জন্য ইরান যুদ্ধের ফলে মার্কিন মুলুকে জ্বালানির অগ্নিমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিকেই প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। এই পরিস্থিতিতে তেহরান ও ওয়াশিংটনের সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে জল্পনা বাড়লেও, নিজেদের নিরাপত্তায় কোনও আপস করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তেল আভিভ।



হাইস্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে বিক্ষোভ প্যারিসে।

# ৬ ট্রাক নথি নিয়ে কমিশনে ঋতব্রত

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** 'আসল' তৃণমূল প্রমাণের লড়াইয়ে আরও এক ধাপ এগোল দুই শিবির। বৃহস্পতিবার দিল্লির নির্বাচন সদনে ছ'টি ট্রাক ভর্তি নথি নিয়ে হাজির হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, আরও তিনটি ট্রাক ভর্তি নথি পথে রয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের দলত্যাগ সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টকে জরুরি শুনানির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সকালে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লির বাসভবনের সামনে পরপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ছ'টি ট্রাককে। সেখান থেকে নথি নিয়ে নির্বাচন সদনে পৌঁছোন ঋতব্রত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আখরুজ্জামান, শুভাশিস দাস এবং রিজু দত্ত।

ঋতব্রত বলেন, 'আজ কোনও বৈঠকের প্রশ্ন নেই। নথি জমা দেওয়ার বিষয়টি আপনারা দেখেছেন। ছ-টি ট্রাক এসেছে, আরও তিনটি পথে রয়েছে। চার্টার্ড বিমানে এই নথি নিয়ে আসার মতো আর্থিক সামর্থ্য আমাদের নেই।' তাঁর অভিযোগ, কলকাতা থেকে ২৪ তারিখে নথি পাঠানোর পর ঝাড়খণ্ডে সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও হরিয়ানায় দুষ্কৃতীরা একটি কন্টেনার ছিনিয়ে নেয়। ঋতব্রত জানান, নির্বাচন সংক্রান্ত হলফনামা নয়, লক্ষ লক্ষ দলীয় কর্মীর সমর্থনে দেওয়া হলফনামা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের তরফে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে নীচুতলা থেকে হলফনামা আদায় করা হয়েছে। জবাবে ঋতব্রত বলেন, 'ওঁর অভিযোগের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না।'

তৃণমূলের বিদ্রোহী ১০ বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ১০ বিধায়কের বিরুদ্ধে দায়ের করা আবেদন জরুরি ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ। শোভনদেবের আবেদনে ঋতব্রত ছাড়াও ফিরহাদ হাকিম, অরূপ রায়, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান আনসারি, শিউলি সাহা, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান এবং রথীন ঘোষের বিধায়ক পদ খারিজের দাবি জানানো হয়েছে।

> মমতা বিরোধী বিধায়কদের নিয়ে হাইকোর্টকে জরুরি শুনানির সুপ্রিম-নির্দেশ

এই প্রসঙ্গে ঋতব্রতর কটাক্ষ, 'কে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়? উনি কি কোনও পরিষদীয় দলের নেতা? নির্বাচন কমিশনে সমস্ত নথি জমা দেওয়া হয়েছে। সব নথি দেখতে দিন। তারপরেই পরিষ্কার হয়ে যাবে কে আসল তৃণমূল, কে নকল তৃণমূল।'

## দিল্লিতে ফের বাড়ি ধস, মৃত ২

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** দীপাবলির ঠিক আগে দিল্লির ব্যস্ত চাওড়ি বাজার এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ তিনতলা বাড়ি আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ঘটনায় অন্তত দু-জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে কমপক্ষে ১৫ জন আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিন সকাল ৯টা ৫০ নাগাদ ৭-৮ জন শ্রমিক সেখানে কাজ করার সময় বাড়িটি ধসে পড়ে। দমকল কর্মীরা ধ্বংসস্তূপ থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করেছেন। আরও চারজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে বলেছেন।

## পুড়ে মৃত ২

**জয়পুর, ৫ নভেম্বর :** বিপুল পরিমাণে পটাসিয়াম নাইট্রেট রাখা এক গুদামে বিস্ফোরণ থেকে আগুনে অন্তত দু'জন মারা গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটে রাজস্থানের নাগৌরে। বিস্ফোরণের তীব্রতা দু'কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গিয়েছে। পর পর তিনটি জোরালো বিস্ফোরণ হয়।



দীপাবলির আগে গুরুগ্রামে সর্দার বাজার মার্কেটে কেনাকাটায় ভিড়। বৃহস্পতিবার।

# শনিবার ফের পথে আরশোলারা

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** একা ককরোচে রক্ষা নেই, কৃষক দোসর! আগামী বছর ফেব্রুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে পড়তে হতে পারে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে। এসআইআর নিয়ে সারা দেশে বিক্ষোভের মাঝে কৃষি-সংকট নিয়ে কৃষক আন্দোলন জোরদার হতে যাচ্ছে চলতি মাসেই।

বৃহস্পতিবার এসআইআর বাতিলের দাবিতে কোচিতে ফের বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সিজেপি। অন্যদিকে, ছয় বছর পর ফের রাস্তায় নামছে বিজেপির ঘুম উড়িয়ে দেওয়া সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (এসকেএম)।

সিজেপি নেতারা এদিন জানিয়েছেন, ৭ নভেম্বর বিকেল ৪টেয় কোচির রাজেন্দ্র ময়দানে 'যন্তরমন্তর অ্যাট কোচি' কর্মসূচি হবে। তাঁদের এবারের স্লোগান, 'গণতন্ত্র বাঁচাও, এসআইআর বাতিল করো'। কেরলে ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯ লক্ষ নাম কাটার প্রতিবাদে এবার কোচিকে বেছে নিয়েছে সিজেপি।

অন্যদিকে, ২০২০ সালের আন্দোলনের ছ'বছর পূর্তিতে ২৬ নভেম্বর দেশজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। লখনউয়ের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের ৭৫টি জেলা সদরে প্রতিবাদ হবে এবং দিল্লিতে সমাবেশ করবেন দিল্লি ও লাগোয়া এলাকার কৃষকরা। তাঁদের দাবি ফসলের সহায়ক মূল্যের আইনি গ্যারান্টি, সারের কালোবাজারি বন্ধ, নতুন আইনে ২০০ দিনের কাজ ও ৭০০ টাকা মজুরি এবং ক্ষয়ক্ষতির একর প্রতি ৬০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের। উত্তরপ্রদেশে ভোটের আগে জেন-জেড এবং কৃষক মোর্চার মাঠে নামার ঘোষণায় জাতীয় রাজনীতির পারদ চড়ছে।

## বিদেশি মদতে অভিযুক্ত

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** ককরোচ নেতা অভিজিৎ দীপকে আমেরিকা থেকে আর আশুতোষ রাঙ্কা পাকিস্তানি রাজনীতিকদের থেকে টাকা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং।

তাঁর দাবি, ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নৈরাজ্যের পিছনে বিদেশি সংস্থা জড়িত। জবাবে সমাজমাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বিঁধে সিজেপি নেতা আশুতোষ রাঙ্কার প্রশ্ন, 'প্রশ্ন ফাঁস, ভোট চুরি, বেকারত্ব, সব কি পাকিস্তানই করাল? তা হলে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন কেন?' দায়িত্বশীল পদে বসে প্রমাণহীন মন্তব্যেরও নিন্দা করেছে সিজেপি।

দীপকেদের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে বিঁধেছে কংগ্রেসও। প্রমাণের দাবি তুলে কর্ণাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়গে বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে বিদেশি আর্থিক সাহায্যের অভিযোগ থাকলে প্রমাণ দিন।'

"MB"

Great Eastern™

We serve you best

Congratulations to our LED & Gold Coin Winners


Name : Anima Hira
Branch : Baguihati


Name : Tanushree Dutta
Branch : Berhampore


Name : Tushar Kanti
Branch : Uluberia


Name : Alok Dey
Branch : Arambagh


Name : Beauty Rakshit
Branch : Kanchrapara


Name : Palash Dey
Branch : Dhanbad


Name : Tapas Roy
Branch : Durgapur


Name : Ripen Chakraborty
Branch : Balurghat


Name : Rahul Banerjee
Branch : Habra


Name : Partha Sarathi
Branch : Jhargram


Name : Rasidul Islam
Branch : Ghatakpukur


Name : Abdul Rajjak
Branch : Hasnabad


Name : Sourav Naiya
Branch : Behala


Name : Biswarup Roy
Branch : Batanagar


Name : Amitava Bose
Branch : Dalhousie


Name : Gopal Dey
Branch : Garia


Name : Asha Lata
Branch : Ranchi


Name : Vijay Agarwal
Branch : Siliguri


Name : Ritayan Mukherjee
Branch : Dalhousie


Name : Anandamayee
Branch : Dalhousie


Name : Sudipta Sarkar
Branch : Barasat


Name : Garvita Fashion
Branch : Mansarovar


Name : Vimla Mahavar
Branch : Vaishalinagar


Name : Kailash Yadav
Branch : Kota


Name : Nimai Maji
Branch : Tamluk


Name : Krishna Moulick
Branch : Raiganj


Name : Md. Noor Alam
Branch : Beckbagan


Name : Samir Manna
Branch : Diamond Harbour


Name : Tushar Paul
Branch : Kanchrapara


Name : Anoy Majumder
Branch : Birati


Name : MIR SAIKAT ALI
Branch : Ranaghat


Name : Divyansh Jangid
Branch : Jodhpur


Name : Gobinda Das
Branch : Rukmani Gaon


Name : Jitendra Panchal
Branch : A B Road


Name : Viral Vichar
Branch : Rajapark


Name : Ranjit Baidya
Branch : Bangaon


Name : Beauty Sekh
Branch : Katwa


Name : Lakshmi Biswas
Branch : Chakdah


Name : Sushma Sain
Branch : Bikaner

SONY

THIS DIWALI,
CINEMA IS COMING HOME




SPECIAL FESTIVE OFFERS*

3 YEARS WARRANTY*

INSTANT CASHBACK UP TO RS. 50,000/-
*Applicable on selected models

1 EMI FREE*
*Applicable on selected models

TV + SOUNDBAR COMBO OFFER
SAVE UPTO Rs. 94,990/- | BUY NOW AT Rs. 2,995/-
*Conditions apply

BRAVIA

BRAVIA 7II NEW
The Future of Color is Here
XR Processor


True RGB

SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 25,000/-
Buy now @ Rs. 5,500/-

Dolby VISION·ATMOS | RGB Trilluminos Max | Luminance Booster

Available Sizes: • 248cm (98) • 215cm (85) • 189cm (75) • 164cm (65) • 139cm (55)
Range starts from Rs.2,21,990/-

BRAVIA 3II NEW
Fast Motion, True Color Brilliance.
XR Processor



SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 20,000/-
Buy now @ Rs. 2,995/-

Dolby VISION·ATMOS | XR Trilluminos Pro | SONY PICTURES CORE

Available Sizes: • 254cm (100) • 215cm (85) • 189cm (75) • 164cm (65) • 139cm (55)
Range starts from Rs.99,990/-

BRAVIA 2II
Life, upscaled. In 4K.
X1 4K Processor



SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 7,500/-
Buy now @ Rs. 1,849/-

Dolby ATMOS | SONY PICTURES CORE | Features for PlayStation®5 | LIVE COLOR

Available Sizes: • 189cm (75) • 164cm (65) • 139cm (55) • 126cm (50) • 108cm (43)
Range starts from Rs.55,990/-

SOUNDBAR

BRAVIA Theatre System 6
Real 5.1ch Dolby Atmos Soundbar with Wireless Rear Speaker



SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 2,000/- Off
BUY NOW AT Rs. 2,995/-

Dolby ATMOS | 1000w POWER OUTPUT | WIRELESS Rear Speakers | S-FORCE PRO FRONT SURROUND

~~MRP Rs. 64,990/-~~ | Offer Price Rs. 47,990/-

HT-B500 NEW
3.1ch. Soundbar with Wireless Subwoofer



SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 2,790/- Off
BUY NOW AT Rs. 1,749/-

Dolby ATMOS | dts X | Wireless Subwoofer | 250 W

~~MRP Rs. 37,990/-~~ | Offer Price Rs. 27,990/-

HIGH POWER PARTY SPEAKERS

ULT Tower 7 / Tower 5 NEW
ULT Power Sound Party Speakers

SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 4,990/- off
BUY NOW AT Rs. 2,995/-



ULT | up to 30hrs. Battery Life QUICK CHARGE | 360° SOUND | AURACAST | DJ INPUT

Range starts from Rs. 34,990/-

Bank Card Offers Powered by : pine labs | paytm

ATTRACTIVE CREDIT CARDS FINANCE OPTIONS*
HDFC BANK | ICICI Bank | SBI card | AXIS BANK | BOBCARD | Federal Bank | HSBC | IDFC FIRST Bank | Indusind Bank | J&K Bank | kotak | YES BANK

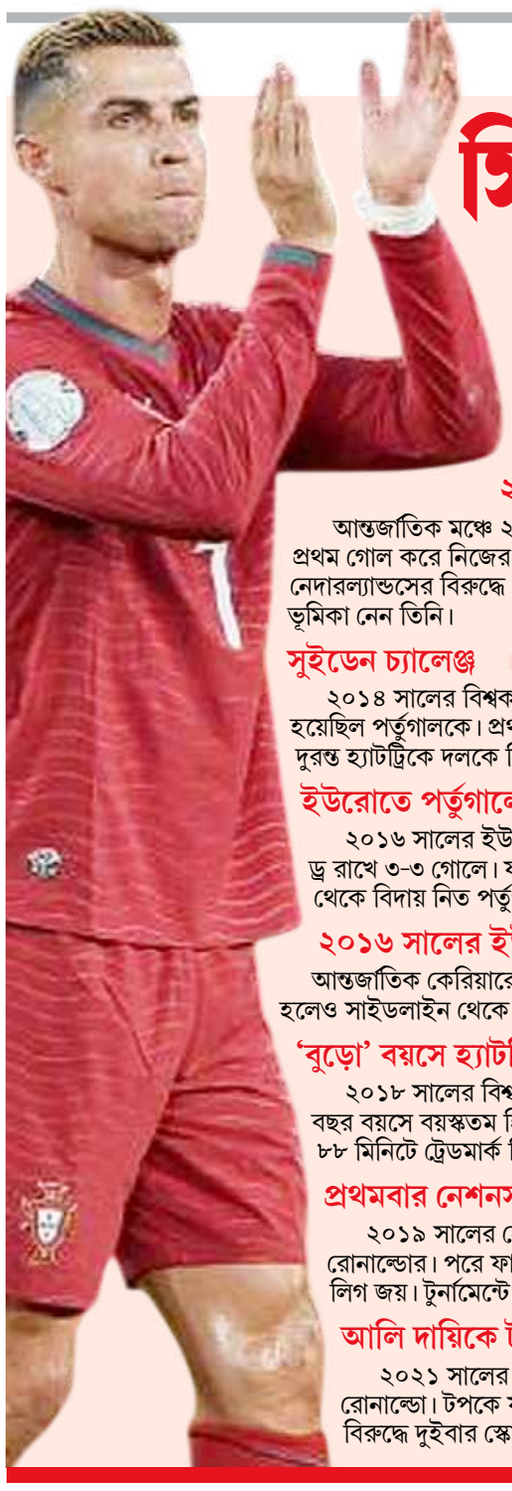
ATTRACTIVE PAPER FINANCE OPTIONS*
IDFC FIRST Bank | HDB FINANCIAL SERVICES

Regd. Office: Sony India Pvt. Ltd., A-18, Mohan Co-operative Indl. Estate, Mathura Road, New Delhi-110 044. Ph: 6600 6600 Fax: 26959141 Customer Care No.: 080-6500 6500 CIN No : U74899DL1994PTC062781. For corporate enquiries, please email at b2bindia@ap.sony.com

*T&C apply. Features & prices may vary for each product. For more details please visit: www.sony.co.in; Special Offers Applicable on select products in select cities for limited period only. For details of terms & Conditions on offers please visit https://www.sony.co.in/microsite/festive-tnc/. BRAVIA 9 Award: The Annual TV Shootout evaluation event was created by Value Electronics and the TV Shootout name is a trademark owned by Value Electronics. King of TV® a registered trademark of Value Electronics.

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 113+ STORES



# সিআর সেভেনের সাতকাহন

প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৭ পর্তুগাল দলে ডাক পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বড় ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়ার। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন সিআর সেভেন। গোলস্কোরারদের তালিকায় এক নম্বরে থেকেই রাজপাট ছাড়লেন রোনাল্ডো। কিংবদন্তির বিদায়বেলায় **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** ফিরে দেখল তাঁর কেরিয়ারের ৭ মুহূর্ত।

### ২০০৪ সালের ইউরোতে 'আবির্ভাব'

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ২০০৪ সালের ইউরো কাপে গ্রিসের বিরুদ্ধে সিনিয়ার দলের জার্সিতে প্রথম গোল করে নিজের উপস্থিতি জানান দেন ১৯ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সেমিফাইনালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে স্কোরশিটে নাম তুলে দলকে খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তিনি।

### সুইডেন চ্যালেঞ্জ

২০১৪ সালের বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছাতে সুইডেনের বিরুদ্ধে দুই লেগের প্লে-অফ খেলতে হয়েছিল পর্তুগালকে। প্রথম লেগ রোনাল্ডোর গোলে ১-০ ব্যবধানে জেতে পর্তুগাল। দ্বিতীয় লেগে দুরন্ত হ্যাটট্রিকে দলকে বিশ্বকাপের টিকিট এনে দেন সিআর সেভেন।

### ইউরোতে পর্তুগালের ত্রাতা

২০১৬ সালের ইউরো কাপে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেন রোনাল্ডো। পর্তুগাল ম্যাচ ড্র রাখে ৩-৩ গোলে। যা তাদের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে দেয়। ম্যাচটি হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিত পর্তুগাল।

### ২০১৬ সালের ইউরো খেতাব

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রথম ট্রফি রোনাল্ডোর। হাঁটুর চোটে ফাইনালের মাঝপর্বে উঠে যেতে বাধ্য হলেও সাইডলাইন থেকে দলকে ক্রমাগত উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন তিনি।

### 'বুড়ো' বয়সে হ্যাটট্রিক

২০১৮ সালের বিশ্বকাপে স্পেনের বিরুদ্ধে উত্তেজক ৩-৩ গোলে ড্র করেছিল পর্তুগাল। ৩৩ বছর বয়সে বয়স্কতম হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিকের নজির গড়েন রোনাল্ডো। যার মধ্যে ছিল ৮৮ মিনিটে ট্রেডমার্ক ফ্রি কিক থেকে গোল।

### প্রথমবার নেশনস লিগ

২০১৯ সালের নেশনস লিগে সেমিফাইনালে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত হ্যাটট্রিক রোনাল্ডোর। পরে ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে ১-০ গোলে হারিয়ে পর্তুগালের প্রথমবার নেশনস লিগ জয়। টুর্নামেন্টে দলের অধিনায়ক ছিলেন রোনাল্ডো।

### আলি দায়িকে টপকে ইতিহাস

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবাধিক গোলস্কোরার বনে যান রোনাল্ডো। টপকে যান ইরানের আলি দায়িকে। বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ারে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুইবার স্কোরশিটে নাম তুলে নিজের গোলসংখ্যা ১১১-তে নিয়ে যান রোনাল্ডো।

### সংখ্যায় রোনাল্ডো

১৪৬ পর্তুগালের জার্সিতে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা। পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলে যা সবাধিক।

২৩৪ দেশের জার্সিতে সবাধিক ২৩৪টি ম্যাচ খেলেছেন রোনাল্ডো।

৬ বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে গোল রয়েছে রোনাল্ডোর।

৪৯ আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৪৯টি আলাদা দেশের বিরুদ্ধে রোনাল্ডো গোল করেছেন। এই রেকর্ড বিশ্বে আর কারও নেই।

১০ দেশের হয়ে সবাধিক ১০টি হ্যাটট্রিক রয়েছে রোনাল্ডোর।

১২৪ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যা। যা সবাধিক।

১৪ ইউরো কাপে সবাধিক ১৪টি গোল করেছেন রোনাল্ডো।

৩ দেশের জার্সিতে পর্তুগিজদের মধ্যে রোনাল্ডোর সবাধিক তিনটি ট্রফি (২০১৬ সালে ইউরো, ২০১৯ ও ২০২৫ সালে নেশনস লিগ) জয়ের কৃতিত্ব রয়েছে।

### একনজরে পরিসংখ্যান

অভিষেক : ২০ অগাস্ট, ২০০৩
প্রতিপক্ষ : কাজাখস্তান, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ
শেষ ম্যাচ : ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
প্রতিপক্ষ : ওয়েলস, নেশনস লিগ
হ্যাটট্রিক : ১০
পেনাল্টি থেকে গোল : ২২



মোট ম্যাচ ২৩৪
মোট গোল ১৪৬
(আন্তর্জাতিক ফুটবলে)

**নেইমার**
লেজেন্ড।

**ব্রুনো ফার্নান্ডেজ**
অনুপ্রেরণার জন্য ধন্যবাদ। আদর্শের সঙ্গে জাতীয় দলের জার্সিতে একাধিক মূহূর্ত ভাগ করে নিতে পারার জন্য গর্বিত।

**দিয়েগো ডালোট**
তুমি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছ। বিশ্বাস করতে শিখিয়েছ। তুমি আমাদের জিতিয়েছ। ধন্যবাদ আদর্শ।

## পাক বধে সাফ শুরু সুহেলদের

ভারত-৩
(সুহেল বাট-২, কিপজেন)
পাকিস্তান-২ (নাজিব, আলি খান)

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়টা যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের মঞ্চেও সেই ধারা বজায় রাখল ভারতীয় ফুটবল দল। কার্যত দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে পাকিস্তানকে হারাল নৌশাদ মুসার ভারত। তবে ৩ গোলে এগিয়ে ভারতের দুটো গোল হজম একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

ম্যাচের প্রথমার্ধে পাকিস্তানকে কার্যত দিশাহারা করে দেয় টিম ইন্ডিয়া। ৩২ মিনিটের মধ্যে তিন গোল। ১৩ মিনিটে প্রথম গোল এল দুই সুহেলের যুগলবন্দিতে। বাঁদিক থেকে বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন মহম্মদ সুহেল। তাঁর নিখুঁত মাইনাস ঠান্ডা মাথায় গোলে পাঠান সুহেল আহমেদ বাট। ১৯ মিনিটে ফের লক্ষ্যভেদ সুহেল বাটের। অভিষেক সূর্যবংশীর থ্রু ধরে গোল করেন তিনি। ৩২ মিনিটে তৃতীয় গোল কিপজেনের। দুই মিনিট পরই গোল শোধের সুযোগ পায় পাক ফুটবল দল। বিজয় ভার্গিসের ভুল পাস বক্সে পেয়েছিলেন এক পাক ফুটবলার। ওই বল বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে ফাউল করেন অভিষেক। তবে পেনাল্টিও ক্রস বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেন পাকিস্তানের শায়াক দসত।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য পাল্লা দিয়ে চলল সুযোগ নষ্টের প্রদর্শনী। ৬০ মিনিটে সম্ভবত সবচেয়ে সহজ সুযোগটা নষ্ট করেন এডিসন সিং। বক্সে বিপক্ষ গোলরকিপারকে একা পেয়েও বল জালে জড়াতে পারেননি তিনি। এডিসনের শট পাক গোলকিপারের শরীরে প্রতিহত হয়। উলটোদিকে পাকিস্তান ক্রমাগত ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালিয়ে গেল। তারই ফসল শেষ লগ্নের দুইটি গোল। ৯০ মিনিটে প্রথম গোল শোধ পাকিস্তানের। জুনেইদ শা-র ক্রস, হেডারে লক্ষ্যভেদ করেন করেন নাজিব উল্লাহ। মিনিট চারেকের মধ্যে দর্শনীয় শটে বল জালে পাঠান পাকিস্তানের আলি খান গাজি। ব্যবধান কমলেও ম্যাচে সমতা ফেরানোর মতো সময় পায়নি পাকিস্তান। এক্ষেত্রে ভারতীয় গোলকিপার আর্শ আনোয়ার শেখেরও প্রশংসা প্রাপ্য।

## চ্যাম্পিয়ন ভারত

**মোহালি, ৫ নভেম্বর :** এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রেকর্ড সংখ্যক ষষ্ঠবার চ্যাম্পিয়ন হল ভারতীয় হকি দল। খেতাব জয়ের পথে এবার ভারত সব ম্যাচে জিতেছে। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে জাপানকে। ৩ মিনিটে কাজুমাসা মাৎসুমোতোর গোলে ভারত পিছিয়ে পড়ে। ৪২ মিনিটে সেই গোল শোধ করেন শিলানন্দ লাকরা। এরপর ৪৮ থেকে ৫৪ মিনিটের মধ্যে দিলপ্রীত সিং, যুগরাজ সিং ও বিবেক সাগর প্রসাদ আরও তিনটি গোল তুলে নেন।

# বিমানবন্দরেই বিরাটকে গান-শুভেচ্ছায় 'স্বাগত'

## ওয়েলিংটনে পা রাখল ভারতীয় দল

**ওয়েলিংটন, ৫ নভেম্বর :** অকল্যান্ড থেকে ওয়েলিংটন। ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের রাজধানী শহরে সদলবলে পা রাখল ভারতীয় দল। বৃষ্টিবিঘ্নিত অকল্যান্ডে কিউয়ি-বধের পর লক্ষ্য এবার ২-০। ফুরফুরে মেজাজে থাকা টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে উৎসাহও চোখে পড়ার মতো। ওয়েলিংটন বিমানবন্দরে দলকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত একঝাঁক প্রবাসী ভারতীয়।

আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু 'বার্থডে বয়' বিরাট কোহলি। সেলফি, অটোগ্রাফের আবদারের পাশাপাশি গানে, শুভেচ্ছায় বিরাট-বরণ। মুখরিত হল বিমানবন্দর চত্বর। সতীর্থদের সঙ্গে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার আগে যা উপভোগ করলেন কিং কোহলিও। সামাজিক মাধ্যমে জন্মদিনের শুভেচ্ছায় ভাসছেন। দীনেশ কার্তিক যেমন অবাক আটত্রিশেও বিরাটের এনার্জি দেখে। বলেছেন, 'একটার পর একটা বছর যাচ্ছে কিন্তু বিরাটের আগুন সেই একইরকম। আটত্রিশেও এরকম ফিটনেস! শুভ জন্মদিন বিরাট।'

শিখর ধাওয়ান বলেছেন, 'আবেগ, সাফল্যের খিদে, সর্বোপরি ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা- বিরাট সাফল্যের মূল কারণ। যা হাজার হাজার উঠতি ক্রিকেটারদের উজ্জীবিত করে। দুর্দান্ত একটা বছরের জন্য আগাম শুভেচ্ছা রইল।' ২০২৭ বিরাটের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওডিআই বিশ্বকাপের পরই সম্ভবত ব্যাট-প্যাড তুলে রাখবেন। তার আগে প্রতিটি ম্যাচই বিরাটের কাছে নিজেকে প্রস্তুত রাখার মঞ্চ। ব্যতিক্রম হচ্ছে না শনিবারের ওয়েলিংটন।

ভারতীয় পেস ত্রয়ীর সামনে আবারও আছে। যা কাজে লাগিয়ে ব্যাটারদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। দারুণ লেংথে বল করল। আর সাদা বলে যে পরিমাণ সুইং পেল, আমার ধারণা লাল বলেও সফল হবে।' প্রায় এক সুরে আজিঙ্কা রাহানেও জানান, বাঁহাতি পেসার। আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেল তৈরি করতে পারে। অর্শদীপের যা দক্ষতা, লাল বলেও সাফল্য পাবে।



*৩৮তম জন্মদিনে নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে ওয়েলিংটনে পা রাখলেন বিরাট কোহলি।*

### দিল্লি থেকে সরল ওডিআই

**নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর :** আশঙ্কামাফিক ভারত-শ্রীলঙ্কা ওডিআই ম্যাচ সরানো হল দিল্লি থেকে। রাজধানীর বদলে ১৩ ডিসেম্বর যা অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণের বন্দরনগরী বিশাখাপত্তনমে। অরুণ জেটলি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। রয়েছে ডিসেম্বর মাসে কুয়াশার সমস্যা। জোড়া অস্বস্তির কারণে ম্যাচ সরানোর আবেদন করে দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা। সেই দাবিতেই সিলমোহর। ওডিআই সিরিজের বাকি দুইটি ম্যাচ হবে বেঙ্গালুরু (১৬ ডিসেম্বর), আহমেদাবাদে (১৯ ডিসেম্বর)।

অংশুল কম্বোজকেও টেস্ট দলে দেখছেন ইরফান পাঠান। তবে টেস্টের জন্য আরও কিছুটা সময় দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। আত্মবিশ্বাসী অংশুলও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই অভিষেকে ব্যর্থতার (৮২/০) প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন 'একটা খারাপ ম্যাচ সবকিছু নয়। আমার ওপর কোনও প্রভাব পড়েওনি। বরং ব্যর্থতা থেকে অনুপ্রেরণা খোঁজার চেষ্টা করেছি। কে কী বলল, ভাবি না। ফোকাস থাকে নিজের খেলা এবং আরও উন্নতিতে।' ৭ নভেম্বর দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচে ফের যার ঝলক দেখার অপেক্ষায় সমর্থকরা।

# এখন বাতিল নয় 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার'

**মুম্বই, ৫ নভেম্বর :** হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে জল্পনা জারি। কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস, পাঞ্জাব কিংসের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে। শেষপর্যন্ত কোন দলের সঙ্গে হার্দিকের ট্রেড নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের 'ডিল' চূড়ান্ত হবে, বলা কঠিন। এহেন হার্দিক-জল্পনার মাঝেই চেন্নাই সুপার কিংস ও সানইজার্স হায়দরাবাদ চার ক্রিকেটারকে নিয়ে ট্রেডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল। চুক্তি অনুযায়ী সুপার কিংসে যোগ দিচ্ছেন লিয়াম লিভিংস্টোন ও জ্যাকস এডওয়ার্ড। বদলে সানরাইজার্স পাচ্ছে খলিল আহমেদ ও নাথান এলিসকে।

ট্রেড প্রক্রিয়ায় ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার লিভিংস্টোন অবশ্য গতবারের চুক্তির অর্ধেকের কম টাকা পাচ্ছেন। হায়দরাবাদের সঙ্গে লিভিংস্টোনের চুক্তি ছিল ১৩ কোটির। সেখানে চেন্নাই সুপার কিংসে যাচ্ছেন ৬ কোটিতে। গতবারের তুলনায় ৭ কোটি টাকা কম। অজি পেস অলরাউন্ডার এডওয়ার্ডের সঙ্গে হলুদ ব্রিগেডের চুক্তির অঙ্ক ৩ কোটি। চেন্নাই থেকে হায়দরাবাদে ট্রেডে যাওয়া খলিল আহমেদ (৪.৮ কোটি) ও নাথান এলিসের (২ কোটি) চুক্তির অঙ্কও একই থাকছে। খলিলের জন্য পুরোনো দলে ফেরা। এর আগেও হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত খেলেছেন।

দিল্লি ক্যাপিটালসের লক্ষ্য আবার আইপিএল নিলাম থেকে শাই হোপ, জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককে নেওয়া। এমনই ইচ্ছের কথা জানিয়েছেন হেডকোচ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথমবার আইপিএলের কোনও দলের কোচ হয়েছেন। যুবরাজ সিং সহ একাধিক তারকাকে নিয়ে ইতিমধ্যেই সাপোর্ট স্টাফ টিম গুছিয়ে নিয়েছেন। এবার দল গুছিয়ে নেওয়ার ভাবনা। অগ্রাধিকার পাচ্ছে হোপ ও দিল্লিতে খেলে যাওয়া ম্যাকগার্ক।

এদিকে, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে ধীরে চলো নীতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের। বর্তমান ও প্রাক্তনদের একঝাঁক ক্রিকেটার নিয়ম তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী। তবে ২০২৭ সালের মেগা লিগে তা হচ্ছে না। বোর্ডের যুক্তি, 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' তুলে দিলে সমস্যা হবে। আইপিএলের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তার দাবি, পরবর্তী মেগা নিলামের আগে ২০২৭-এ শেষ লিগ হতে চলেছে। এরকম পরিস্থিতিতে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম তুলে দিলে দলগুলি সমস্যায় পড়বে। ফলে এই মুহূর্তে নিয়ম পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

### সানরাইজার্স থেকে চেন্নাইয়ে লিভিংস্টোন

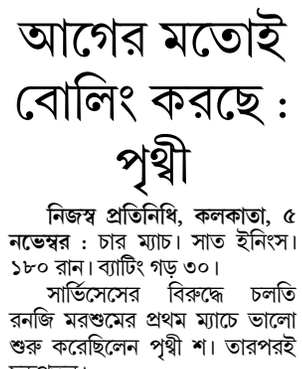
## সামি-মুকেশকে রেখে দল বাংলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** রনজি ট্রফির প্রাথমিক পর্ব আপাতত শেষ। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০। বাংলা নিজের গ্রুপের ম্যাচ খেলবে মুম্বইয়ে। ১১ নভেম্বর বাংলা দল মুম্বই রওনা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিএবি-তে আসন্ন মুস্তাক আলি ট্রফির দল ঘোষণা হয়ে গেল। প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়কের দায়িত্বে অভিমন্যু ঈশ্বরণ। মহম্মদ সামিও খেলবেন মুস্তাক আলিতে। ভারতীয় 'এ' দলের প্রতিনিধিত্ব করে নিউজিল্যান্ড থেকে ফিরে খেলবেন আরেক পেসার মুকেশ কুমার। চমক হিসেবে দলে রয়েছেন বাংলার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের অধিনায়ক শশাঙ্ক সিং। সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেছেন তিনি।

**সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি**

**বাংলার স্কোয়াড**

**অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), সুদীপকুমার ঘরামি, অভিষেক পোড়েল, যুবরাজ দীপক কেশওয়ানি, আদিত্য পুরোহিত, সাকির হাবিব গান্ধি, করণ লাল, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, সৌরভ হালদার, প্রয়াস রায়বর্মন, মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদ, কণিষ্ক শেঠ, সায়ন ঘোষ, সৈয়দ ইরফান আফতাব, অখিলেশ যাদব, ঋষভ চৌধুরী ও শশাঙ্ক সিং।**



## সামিভাই আগের মতোই বোলিং করছে : পৃথ্বী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** চার ম্যাচ। সাত ইনিংস। ১৮০ রান। ব্যাটিং গড় ৩০।

সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চলতি রনজি মরশুমের প্রথম ম্যাচে ভালো শুরু করেছিলেন পৃথ্বী শ। তারপরই ছন্দপতন।

ইডেন গার্ডেন্সে বাংলার বিরুদ্ধে মরশুমের চার নম্বর ম্যাচে ফের রান পেলেন মহারাষ্ট্র অধিনায়ক পৃথ্বী। দুপুরের ইডেন গার্ডেন্সে ৫০ বলে অপরাজিত ৫৩ রানের পৃথ্বীর ইনিংসে রয়েছে ইনটেন্ট। নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা। বাংলার বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রকে জিতিয়ে বিকেলের ইডেনে সাংবাদিকদের সামনে পৃথ্বী যখন হাজির হলেন, দেখে মনে হচ্ছিল নিজেকে নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার মরিয়া তাগিদ রয়েছে তাঁর মধ্যে। বলছিলেন, 'ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের ভাবনা, পরিকল্পনা অবশ্যই আমার মনের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু সেটা নিয়ে এখনই বেশি না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছি। বর্তমানে থাকতে চাইছি।'

পৃথ্বীর অবস্থা অনেকটা মহম্মদ সামির মতোই। সামিও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। পারফর্ম করছেন। কিন্তু জাতীয় দলের ডাক আসছে না। কেমন দেখলেন বোলার সামিকে? প্রশ্ন শেষ হওয়ামাত্রই পৃথ্বী বলে দিলেন, 'সামিভাই আগের মতোই রয়েছে। বোলিংয়ের ধার কমেনি একেবারেই। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে।'

# হাতছাড়া শীর্ষস্থান, 'লজ্জার' ক্রিকেটে ভরাডুবি বাংলার

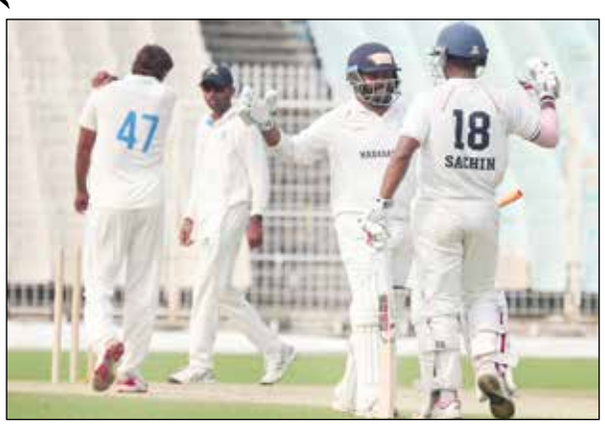
বাংলা-১৪৩ ও ১৮৬
মহারাষ্ট্র-২১৮ ও ১১৪/০
(মহারাষ্ট্র ১০ উইকেটে জয়ী)

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** ঘড়ির কাঁটায় তখন বেলা প্রায় ১১টা। ক্রিকেটের নন্দনকাননে হাজির হলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং দেখার জন্য বসলেন ভিআইপি বক্সে। ইডেন গার্ডেন্সে মহারাজের হাজির হওয়ার পর মাত্র তিন বল উইকেটে টিকে ছিলেন অভিষেক পোড়েল (৬৫)। মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে সফল স্পিনার হিতেশ ওয়ালুঞ্জের আচমকা লাফিয়ে ওঠা বল বুঝতে না পেরে দ্বিতীয় স্লিপের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন অভিষেক। একইসঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলার যাবতীয় প্রতিরোধও শেষ হয়ে গেল তখনই। একরাশ হতাশা নিয়ে সামান্য সময় পর ইডেন ছাড়লেন সিএবি সভাপতি সৌরভও। বাংলার হার তখন নেহাতই সময়ের অপেক্ষা।

লিগ টেবিলের শীর্ষস্থান হাতছাড়া। 'লজ্জার' ক্রিকেটে ম্যাচ হারের পাশে ১০ উইকেটে হেরে মহারাষ্ট্রকে সাত পয়েন্ট উপহার দেওয়া। বাংলা দখলের সাত পয়েন্ট নিয়ে রনজির গ্রুপ 'সি'-র শীর্ষস্থানে পৌঁছে গেল আজই। চার ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে বাংলা এখন দ্বিতীয় স্থানে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কেরলকে হারিয়ে গুজরাট ১৬ পয়েন্ট নিয়ে বাংলার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলাও শুরু করে দিল আজই।



*মহারাষ্ট্রকে জিতিয়ে উচ্ছ্বাস অধিনায়ক পৃথ্বী শ-র। ছবি : ডি মণ্ডল*

ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল বুধবারই। কিন্তু তারপরও অপেক্ষা ছিল অলৌকিকের। বাস্তবে তেমন কিছু ঘটেনি। ঘটার কথাও ছিল না। গতকালের ৭৬/৪ থেকে শুরু করে আজ ১৮৬ রানে শেষ হয়ে যায় বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস। ১১১ রানের লিড নিয়ে শেষ দিনের সহজ হয়ে যাওয়া পিচে বাংলার ম্যাচ জেতা অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে ওঠার মতোই দুর্গম ছিল। বাংলার দেওয়া চ্যালেঞ্জের সামনে ব্যাট করতে নেমে ১৯.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ১১৪ রান তুলে অনায়াসে ম্যাচ জিতে নিল মহারাষ্ট্র। অধিনায়ক পৃথ্বী শ (অপরাজিত ৫৩) ও শচীন ধাস (অপরাজিত ৬১) সামিদের ম্যাচে ফেরার সুযোগই দেননি।

বিকেলের দিকে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা দলের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, 'টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর এভাবে হার মেনে নেওয়া কঠিন। মহারাষ্ট্র আমাদের চেয়ে অনেক ভালো খেলেছে। আমরাও খারাপ ক্রিকেট খেলেছি।' বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও দলের ব্যর্থতার জন্য ব্যাটিং বিপর্যয়কেই দায়ী করেছেন। সঠিক সময়ে বাংলার ব্যাটাররা নিজেদের প্রয়োগ করতে পারেননি, স্বীকার করে নিয়ে বঙ্গ অধিনায়ক বলেছেন, 'শেষ কয়েকটি ম্যাচে আমরা পিচের মান অনুযায়ী ব্যাটিং করেছি। মহারাষ্ট্র ম্যাচে সেটা পারিনি আমরা। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে তাকাতে হবে আমাদের।'

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, শেষ কয়েক বছরে ব্যাটারদের ভুলে বারবার এভাবেই ব্যর্থ হয়েছে বাংলা। গত মরশুমেও ঘরের মাঠে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ৯৯ অলআউটের যন্ত্রণা এখনও রয়েছে। আগামীদিনে ছবিটা বদলায় কি না, সেটাই দেখার।

# KHOSLA ELECTRONICS

ONLY AT KHOSLA
**4 EMI OFF**

**24 HRS. DHANTERAS DHAMAKA**

**SURE SHOT FREE GIFT**
**DIAMOND/ GOLD/ SILVER***

**STORES OPEN TILL MID NIGHT**

WIN A CAR BIKE FOREIGN TRIP AND MANY MORE

UP TO 60%* DISCOUNT

₹1 Lakh EXCHANGE OFFER on iPhone

₹45,000 CASH BACK

SCAN & GET Extra Discount UPTO ₹5,000*

1 DAY OFFER
BIG BRAND SMALL PRICE

COPPER INVERTER WIFI AC

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY

- 1.5 Ton 3★ INV@ ₹22,990*
- 1.5 Ton 5★ INV@ ₹27,990*

IN EXCHANGE OF OLD AC ₹10,000

## MOBILE

**FREE GIFT** Earbuds/ Neck band/ Smart Watch/ Bluetooth Speaker worth ₹ **4,999**

UPTO 50% DISCOUNT

| iPhone | SAMSUNG | vivo | oppo | mi |
|---|---|---|---|---|
| 17 (512GB) EMI ₹ 8,575 Cashback ₹ 2,500 | S26 (256GB) EMI ₹ 3,746 Cashback ₹ 2,500 | V80 (256GB) EMI ₹ 2,913 Cashback ₹ 6,900 | FIND X10 PRO MAX EMI ₹ 8,329 Cashback ₹ 30,000 | Note (17 6/128) EMI ₹ 3,111 |

## LAPTOP

**FREE** Bag pack/ Pen drive/ Mouse/ Keyboard/ Bluetooth Speaker worth ₹ **4,999**

| hp | DELL Technologies | Lenovo | ASUS |
|---|---|---|---|
| CORE I5 13TH GEN, 30506gb Graphics, 16GB RAM, 512GB SSD Buying Cost ₹ 92,400 EMI ₹ 6,327 | ULTRA 5 225H, 8GB RAM, 512GB SSD Buying Cost ₹ 75,900 EMI ₹ 5,327 | AMD RIZEN 5 40, 8Gb RAM, 512Gb SSD Buying Cost ₹ 59,900 EMI ₹ 5,242 | Core 3-100U, 8gb RAM, 512gb SSD Buying Cost ₹ 51,900 EMI ₹ 6,738 |

BUY 1 GET 1 FREE

BUY 600 Ltr. SBS REFRIGERATOR **FREE** 55 SMART 4K UHD TV worth ₹ 42,390
Buying Cost ₹ 94,990* EASY EMI ₹ 5,191 — UPTO 40% DISCOUNT

BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC **FREE** 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999
Buying Cost ₹ 39,990* EASY EMI ₹ 3,458 — UPTO 50% DISCOUNT

BUY 238 Ltr. FF REFRIGERATOR **FREE** 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499
Buying Cost ₹ 26,990* EASY EMI ₹ 1,842 — UPTO 41% DISCOUNT

Buy 7 Kg Fully Auto WASHING MACHINE **FREE** 1000 WATT IRON worth ₹ 1,495
Buying Cost ₹ 15,490* EASY EMI ₹ 1,494 — UPTO 49% DISCOUNT

Buy Hood 1200 Suc, Auto Clean Motion Sensor, Digital Display CHIMNEY **FREE** 2BB Glass Cooktop worth ₹ 6,000
Buying Cost ₹ 14,990* EASY EMI ₹ 1,249 — UPTO 63% DISCOUNT

2 YEARS WARRANTY
Buy RO + UV Alkaline WATER PURIFIER **FREE** Stainless Steel Bottle worth ₹ 999
Buying Cost ₹ 14,490* EASY EMI ₹ 1,207 — UPTO 50% DISCOUNT

LG SAMSUNG LLOYD Godrej Whirlpool Haier IFB BOSCH SIEMENS

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY

UPTO 47% DISCOUNT

596 Ltr.SBS EMI ₹ 2,994
240 Ltr. DD EMI ₹ 1,994
237 Ltr.BMR EMI ₹ 1,994
184 Ltr. SD EMI ₹ 851
90 Ltr. SD EMI ₹ 916

**PARTY BOX / SOUND BAR** — UPTO 63% DISCOUNT — ₹ 7,490 onwards

**MICROWAVE OVEN** — UPTO 32% DISCOUNT — 25 Ltr. Microwave Oven ₹ 6,990 onwards

**GEYSER** — 5.9 Ltr. Geyser ₹ 5,550 onwards

**VACUUM CLEANER** — 800 W. Super Clean Dry ₹ 2,990 onwards

**COMBO PACK** — UPTO 60% DISCOUNT — 3 Jar 550 W Mixi Induction Cooker + 1000 W Iron EMI ₹ 537 onwards

## SONY BRAVIA 3II NEW




BIGGER IS BETTER

Dolby VISION·ATMOS | XR Triluminos Pro | SONY PICTURES CORE

| MODEL | BEST BUY PRICE | CASHBACK UPTO |
|---|---|---|
| 100XR35M2 | Rs. 3,95,991 | Rs. 20,000 |

## SONY BRAVIA 7II NEW




True RGB | Dolby VISION·ATMOS

RGB Backlight Master Drive Pro | RGB Triluminos Max | Luminance Booster

| MODEL | BEST BUY PRICE | CASHBACK UPTO |
|---|---|---|
| 65XR70M2 | Rs. 2,47,491 | Rs. 5,000 |
| 75XR70M2 | Rs. 3,25,591 | Rs. 12,500 |
| 85XR70M2 | Rs. 4,22,391 | Rs. 20,000 |

## SONY BRAVIA 3II NEW




Dolby VISION·ATMOS | XR Triluminos Pro | SONY PICTURES CORE

| MODEL | BEST BUY PRICE | CASHBACK UPTO |
|---|---|---|
| 55XR35M2 | Rs. 83,691 | Rs. 5,000 |
| 65XR35M2 | Rs. 1,10,691 | Rs. 5,000 |
| 75XR35M2 | Rs. 1,49,591 | Rs. 7,500 |

## SONY BRAVIA 2II




Dolby ATMOS | SONY PICTURES CORE | Features for PlayStation®5 | LIVE COLOR

| MODEL | BEST BUY PRICE | CASHBACK UPTO |
|---|---|---|
| 55S25M2 | Rs. 68,071 | Rs. 5,000 |
| 65S25M2 | Rs. 88,311 | Rs. 5,000 |
| 75S25M2 | Rs. 1,24,071 | Rs. 7,500 |

## SONY A7100+SW8+RS8 NEW

BRAVIA Theatre Bar 7

SPECIAL OFFER*
INSTANT CASHBACK UP TO Rs. 6,000/- off
BUY NOW AT Rs.5,995/- Per Month

GET Wireless Rear Speaker (SA-RS8) worth Rs.39,990/-*

360 SPATIAL SOUND MAPPING | UPTO 24 PHANTOM SPEAKER | Dolby ATMOS | IMAX ENHANCED

BEST BUY PRICE Rs. 99,980

**SPECIAL FESTIVE OFFERS*** | **3 YEARS WARRANTY*** | **INSTANT CASHBACK UP TO RS.50,000/-*** | **1 EMI FREE*** | **TV + SOUNDBAR COMBO OFFER** SAVE UPTO Rs. 94,990/-* | BUY NOW AT Rs. 2,995/-* *T&C Apply.

UP TO ₹20,000 INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹20,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 30 Oct - 16 Nov 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 96 + SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED — HDFC | AXIS BANK | SBI | HSBC | standard chartered | citibank | ICICI Bank | EASY FINANCE BY

locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. *Offers are not applicable on Samsung Products.
# AC on working condition.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOCHBEHAR | Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ | Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR | Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI | Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT | Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH | 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132 |

## প্রস্তুতি শুরু ইস্টবেঙ্গলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** এএফসি-র স্বপ্ন শেষ। এবার আইএসএলে মনোনিবেশ ইস্টবেঙ্গলের।

শনিবার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ। বৃহস্পতিবার থেকে তার প্রস্তুতি শুরু করে দিল ইস্টবেঙ্গল। এদিন হালকা গা ঘামাল তারা। জিকসন সিং শুরু থেকেই সাইডলাইনে ছিলেন। পরেরদিকে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাও সাইডলাইনে চলে যান। চেন্নাই ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা আনোয়ার আলি। তিন-চার সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। আনোয়ারহীন ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ যে পুরো কঙ্কালসার, তা এই মরশুমে একাধিকবার দেখা গিয়েছে।

## জয়দেবের ৬২

**পারডুবি, ৫ নভেম্বর :** পারডুবি বিজয়া কাপ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার টিম দুর্গা ৩৬ রানে টিম অসুরকে হারিয়েছে। প্রথমে দুর্গা ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। জয়দেব রায় ৬২ রান করেন। জবাবে টিম অসুর ১০ ওভারে উইকেটে ৭৯ রানে গুটিয়ে যায়। অসিত রায়শর্মা ৪৭ রান করেন।

অন্য ম্যাচে টিম ত্রিশূল ৭ উইকেটে টিম দুর্গার বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে টিম দুর্গা ৮ উইকেটে ১০৫ রান তোলে। জয়দেব রায় ৬৩ রান করেন। জবাবে টিম ত্রিশূল ৯.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৬ রান তুলে নেয়। যিশু বর্মন ৬৬ রান করেন।

# ড্র্যাজিচ-এরউইনে দীপাবলি বাগানে

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৩ (ড্র্যাজিচ-২, এরউইন)**
**ওডিশা এফসি-২ (এইদ, এভার্টন)**

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৫ নভেম্বর :** দেজান ড্র্যাজিচের জোড়া গোলে দীপাবলি শুরু সবুজ-মেরুনে। লি এরউইনের স্পর্শে আরও উজ্জ্বল মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের উৎসব। আইএসএলে টানা চতুর্থ জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে জায়গা মজবুত করল বাগান।

বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে ওডিশা এফসি-কে ৩-২ গোলে হারাল মোহনবাগান। ফলাফল দেখে এই ম্যাচ বিশ্লেষণ করলে বড় ভুল হবে। এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধজুড়ে দাপট ছিল আরউইন, লিস্টন কোলাসোদের। তারপরও গোলের দেখা পায়নি প্যানাজিওটিস ডিলপেরিসের মোহনবাগান। এক্ষেত্রে ওডিশা গোলকিপার হৃতিক তিওয়ারির প্রশংসা প্রাপ্য। সবুজ-মেরুনের অনুকূলে প্রথম সুযোগ ১৯ সেকেন্ডে। ড্র্যাজিচের থেকে বল পান এরউইন। তাঁর শট কর্নারের বিনিময়ে কোনওমতে বিপন্মুক্ত করেন হৃতিক। প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একইভাবে আরও দুইটি নিশ্চিত গোল বাঁচান তিনি। ১১ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে সামির জেলকোভিচের জোরাল শট রুখে দেন। ৩৪ মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে মেহতাবের শট আরও একবার কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করেন তিনি। এছাড়াও ২১ মিনিটে প্রতিআক্রমণে দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন লিস্টন। বল নিয়ে ঢুকেও পড়েছিলেন। তবুও নিজে গোলে শট নেওয়ার আত্মবিশ্বাস দেখাতে পারলেন না। লিস্টন বল দেন মনবীর সিংকে। তাঁর শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ৩৫ মিনিটে এরউইনের শট বক্সে ওডিশার সৌরভ ভানওয়ালার হাতে লাগলেও তা সম্ভাবত রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। ৪২ মিনিটে জেলকোভিচের ভাসানো বল ফাঁকায় পেয়েছিলেন মনবীর। সামনে ছিলেন শুধুমাত্র ওডিশার গোলকিপার। তারপরও শট তেকাঠিতে রাখতে পারেননি তিনি। প্রথমার্ধে বিক্ষিপ্ত আক্রমণে কিছু সুযোগ পেয়েছিল ওডিশাও। ২৬ মিনিটে এভার্টন নাসিমেন্তোর জোরাল হেডার রুখে দেন বিশাল কেইথ। ৩৯ মিনিটে আরও একবার ওই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের শট বাঁচান বাগানের বাজপাখি।

প্রথমার্ধে গোল না হলেও, এদিন অনেকটাই পরিণত ফুটবল খেলল মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয়ার্ধে ডিলপেরিসের স্ট্র্যাটেজিরও প্রশংসা করতেই হয়। এদিন তিনি যে পরিবর্তনগুলো করলেন সেগুলোই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিল। বিশেষত লিস্টনের জায়গায় লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে অন্তর্ভুক্তি গ্রিক কোচের মাস্টারস্ট্রোক। বাগানের 'মিজো ফ্ল্যাশ' দুই প্রান্তেই যেভাবে ঝড় তুললেন তাতেই অর্ধেক কাজ হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই প্রথম গোল তুলে নেন ড্র্যাজিচ। অনিরুদ্ধ থাপার পাস বক্সে পেয়ে ইনসাইড স্টেপ নিয়ে বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে বল গোলে পাঠান তিনি। ৫২ মিনিটে গোলশোধ ওডিশার। ডান দিক থেকে নিহাল সুদীশের বাড়ানো বল গোল লক্ষ্য করে ঠেলে দেন মাহমুদ এইদ। ৭৪ মিনিটে ফের মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন ড্র্যাজিচ। ডান প্রান্ত থেকে ছাঙ্গতের সেন্টার ওঁত পাতা শিকারির মতো গোলে ঠেলে দেন সার্বিয়ান তারকা। ৭৯ মিনিটে দ্বিতীয়বার গোল শোধ ওডিশার। বাগান রক্ষণে মেহতাব সিং-অভিষেক সিং টেকচামের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ কাজে লাগিয়ে লক্ষ্যভেদ এভার্টনের। ৮৮ মিনিটে জয়সূচক গোল এল এরউইনের পা থেকে। বাঁ দিক থেকে শুভাশিস বসুর সেন্টার অনিরুদ্ধ থাপা হয়ে পৌঁছে যায় এরউইনের পায়ে। ওই বল মাটি ঘেঁষা শটে গোলে পাঠান বাগানের স্কটিশ স্ট্রাইকার। এবার আইএসএলে এই নিয়ে টানা চতুর্থ ম্যাচ জিতল মোহনবাগান। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের মগডালে সবুজ-মেরুন।

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : বিশাল, অভিষেক, মেহতাব, আলবার্তো, শুভাশিস, জেলকোভিচ (টাংরি), অনিরুদ্ধ, মনবীর (ম্যাকলারেন), ড্র্যাজিচ, লিস্টন (ছাঙ্গতে) ও এরউইন।**



*জোড়া গোলের পর লাফ দেজান ড্র্যাজিচের। ছবি : ডি মণ্ডল*

### কোমোর ৯ গোল, হারল লিভারপুল

# ফের পিছিয়ে পড়ে জয় রিয়ালের

**আথেন্স ও লেন্স, ৫ নভেম্বর :** পিছিয়ে পড়েও জয় যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে রিয়াল মাদ্রিদ। যে অভ্যাসের প্রদর্শনী ফের একবার দেখা গেল বুধবার রাতের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে। অ্যাওয়ে ম্যাচে রিয়াল ৩-২ গোলে হারাল এইকে আথেন্সকে। ১২ মিনিটে আব্দুবাকারি কোইটার গোলে এগিয়ে যায় আথেন্স। জুডে বেলিংহাম ৩২ মিনিটে দুরন্ত ব্যাক ফ্লিকে সমতা ফেরান। ৭৫ মিনিটে ফের একবার ঘরের দলকে এগিয়ে দেন স্টাভারোস পিলিওস। ৭৮ মিনিটে সমতা ফেরান রিয়ালের কিলিয়ান এমবাপে। সংযুক্ত সময়ে ম্যাচ যখন ড্রয়ের দিকে যাচ্ছিল তখনই দূরপাল্লার ট্রেডমার্ক শটে জালে বল জড়ান ফেডেরিকো ভালভের্দে। ৪ ম্যাচে ৪ জয় সহ লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল হোসে মোরিনহোর দল। গোলপার্থক্যে এগিয়ে শীর্ষে প্যারিস সাঁ জাঁ। ফ্রান্সের ক্লাব আরসি লেন্সকে তাদের ঘরের মাঠে ১-৯ গোলে চূর্ণ করল কোমো। ২০২৪ সালের বায়ার্ন মিউনিখের পর দ্বিতীয় দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৯ গোলের নজির গড়ল কোমো। এদিন হ্যাটট্রিক করেন কোমোর আনাস্তাসিওস দোভিকাস। তাদের বাকি গোলগুলি নিকো পাজ, লুকাস ডা কুনহা, মার্ক-অলিভার কেম্প, মাথিয়া লিবেরালি, মার্টিন বাতুরিনা ও মাতেও পাপাসিওলির।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-২ গোলে জিতেছে আরবি লিপজিগের বিরুদ্ধে। লিপজিগের রিডেল বাকু এবং অ্যান্টোনিও নুসা গোল করেন। সিটির গোলস্কোরার এনজো ফার্নান্ডেজ এবং আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। তাদের প্রথম গোলটি আত্মঘাতী। আর্সেনাল ২-১ গোলে হারিয়েছে স্লাভিয়া প্রাহাকে। আর্সেনালকে এগিয়ে দেন নোনি মাদুয়েকে এবং ভিক্টর গোয়েকেরেস। স্লাভিয়ার হয়ে ব্যবধান কমান ভিক্টর নোয়াক। তুরস্কের ফেনেরবাখের কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে লিভারপুল।



*শেষমুহূর্তের গোলে রিয়াল মাদ্রিদকে জয় এনে দিয়ে হুংকার ভালভের্দের।*

### ফলাফল

ফেনেরবাখ ৩-২ লিভারপুল
এইকে আথেন্স ২-৩ রিয়াল মাদ্রিদ
লেন্স ১-৯ কোমো
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ২-১ রিয়াল বেটিস
আরবি লিপজিগ ২-৩ ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
পোর্তো ৪-১ নাপোলি
পিএসভি আইন্দহোভেন ১-২ ক্লাব ব্রাগা
স্লাভিয়া প্রাহা ১-২ আর্সেনাল
ভাইকিং ৪-১ সাবাহ

## পাঁপড়িয়ার ৬৬



*ম্যাচের সেরা হয়ে পাঁপড়িয়া দাস। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

**আলিপুরদুয়ার, ৫ নভেম্বর :** নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, আলিপুরদুয়ার ইউনিটের উদ্যোগে এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় টেরাই ডুয়ার্স উইমেন্স ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ডেয়ারডেভিল কুইনস বারবিশা ৭১ রানে প্রোগ্রেসিভ উইমেন্স একাদশকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে কুইনস টসে জিতে ৭ উইকেটে ১৩০ রান তোলে। কোয়েল রায় ৪৬ রান করে। মৌমিতা সরকার ১৪ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে প্রোগ্রেসিভ ৫৯ রানে আটকে যায়। পিয়ালি রায় ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা কোয়েল কোনও রান না দিয়ে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে এসসিএসএম উইমেন্স ১০০ রানে আলিপুরদুয়ার জংশন লিচুতলা উইমেন্স একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। এসসিএসএম টসে জিতে ৭ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা পাঁপড়িয়া দাস ৬৬ রান করেন। জাগৃতি রুদ্র ২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে লিচুতলা ১১.৪ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। রেশমি মুন্ডা ২৬ রানে নেন ২ উইকেট।

রেল ইনস্টিটিউট মাঠে থান্ডার উইমেন্স একাদশ ৮ উইকেটে হানি বাজার ক্রিকেট একাদশকে হারিয়েছে। হানি প্রথমে ৬ উইকেটে ১১১ রান তোলে। সংগীতা বাসফর ৪০ রান করেন। জবাবে থান্ডার ১৫.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১১৪ রান তুলে নেয়। মেহেক হোসেন ৭৬ রান করেন।

বোনজার ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স একাদশ ৯ উইকেটে উৎপল সরকার উইমেন্স একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। উৎপল প্রথমে ৭১ রানে অল আউট হয়। স্নেহা সরকার ২১ রান করেন। মান্যতা ১৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বোনজার ১ উইকেটে ৭৫ রান তুলে নেয়। কোয়েল মণ্ডল ২৯ রান করেন।

## অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেট শুরু

**তুফানগঞ্জ, ৫ নভেম্বর :** নবরূপী স্পোর্টিং ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৫ টি২০ ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কোচবিহার রয়্যালস কোচিং ক্যাম্প ১৯৭ রানে তুফানগঞ্জ বিএস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। চিলাখানা কালজানি ব্রিজ সংলগ্ন মাঠে রয়্যালস টসে জিতে ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৭২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সৌমিক দত্ত ৪২ বলে ৮৪ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে বিএস ১৭ ওভারে ৭৫ রানে গুটিয়ে যায়। দেব বাসফোর ৪৮ রান করেন। ৩ উইকেট নেন জীবনেশ প্রামাণিক বিনা রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।



*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে সৌমিক দত্ত। ছবি : বাবাই দাস*

